ভূমিকা

বিধবাবিবাহ প্রস্তাব এক্ষণে অনেকের উচ্ছিষ্ট গলিত বিস্বাদ ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট বোধ হইয়াছে। এবং এতৎ প্রস্তাব উপলক্ষে দেশীয় পণ্ডিতবর্গের সহিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় শাস্ত্রীয় বিচার প্রসঙ্গে প্রবর্ত্ত হইয়া তাঁহাদিগের বহুতর আপত্তি খণ্ডনপূর্ব্বক যথার্থ মীমাংসাদ্বারা বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত তাহা নিশ্চয়রূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু এবিষয় শাস্ত্রসম্মত সপ্রমাণ হইলেও অদ্যাপি সর্ব্ব সাধারণ ব্যক্তিগণের মনহইতে যে এতৎ প্রস্তাব উপলক্ষে সমুদায় কুসংস্কার দুরীভূত হইয়াছে এমত বিবেচনা হয় না। সুতরাং এবিষয় পুনর্ব্বার আন্দোলন করণের বিশেষ প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে, কারণ এই গুরুতর বিষয় প্রচলিত না হওয়াতে আমাদিগের যে বহু প্রকার অমঙ্গল ঘটিতেছে এবং আমাদিগের সুখ সৌভাগ্যের সমূহ হানি হইতেছে এবং এই শুভকরি প্রথা প্রচলিত হইলে যে বিশেষ কোন অনিষ্ট না ঘটিয়া পূর্ব্বোক্ত অশেষ দোষের মূলোৎপাটিত হইবে তাহা সর্ব্ব সাধারণ ব্যক্তিগণের মনে নিশ্চয়রূপে প্রতীত না হওয়াপর্য্যন্ত সহসা এবিষয়ে কেহ হস্তক্ষেপণ করিতে উদ্যত হইবেন না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের নানাবিধ যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শনই এতৎ লিপির প্রধান উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গক্রমে শাস্ত্রীয় মীমাংসার স্থলে শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহোদয় প্রণীত "বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা উচিত কি না" পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে কেবল সর্ব্ব শাস্ত্রের শিরো-

বিধবাবিলাস নাটক।

প্রস্তাবনা।

প্রজাপতির বন্দনা।

রাগিণী বিভাস। তাল একতালা।

হে প্রজাপতি, জগতের পতি,
তুমি হে সকলের বিবাহের মূল;
বিধবা যুবতী, পায় তবে পতি,
তুমি হে সম্প্রতি হলে অনুকূল;
বিরহ সাগরে, পার করিবারে,
তুমি বিধবারে সেতু বান্ধ কূল;
বসিয়েছে বিধবা হইয়ে ব্যাকুল,
রক্ষ জাতিকুল, রক্ষ পত্নীকুল,
করি অনুগ্রহ, প্রকাশিয়ে স্নেহ,
ফোটাইয়ে দেহ, বিবাহের ফুল॥

সূত্রধার। শোভিত সুবাসিত, নবীন পল্লবিত
বিকশিত পুষ্প অসীমে।
তরুগণ রাজিত, অলিকুল গুঞ্জিত,
ঋতুরাজ কুঞ্জ কুটিমে॥

কোথায় গেল। বাড়ীর গিন্নিও যে বাড়ী নেই। কোথায় চাঁদদিদি! ওমা! ঐ যে মাগী ঘরের ভিতর কি করছে!

গৃহিণী। (গৃহমধ্য হইতে বাহির হইয়া) একি ভাগ্যি! তোদীরে যে! এস! এস! আজ একাদশী বলে চাঁদদিদিরে মনে পড়েছে নাকি!

সুনীতি। ওলো চাঁদদিদি! সাবিত্রী সুশীলা সতী কোথায় গেছে বলতে পারিস!

গৃহিণী। মেয়েরা কোথায় বেরিএছে। আগো ওই! কই বোস না সুমতি! এলে কি বোসতে নেই।

সুমতি। চাঁদদিদি আজ তো বোস্‌তে বোলবিই; আজ তো আর খেতে দিতে হবে না। নিধরচায় বোসতে বলায় ক্ষতি কি।

গৃহিণী। আহা! তোরা তো সকলি খাটিস তোদের কপালের দুঃখ দেখে আমার প্রাণে আর সুখ নাই এই অল্প বয়স, এখন তো খাবার সময়ই বটে। বিধাতা যে পাপে কাঁটা দিয়ে রেখেছে। (রোদন করিতে২)

দয়াহীন বিধাতার কপালে আগুণ।
আহামরি ক্ষুধায় হতেছ সবে খুণ॥
ইচ্ছা করে প্রাণ ভরে আহার করাই।
কি করিব হায়২ উপায় যে নাই॥
আমার চারিটি মেয়ে যেন স্বর্ণলতা।
সাবিত্রী সুশীলা সতী আর পতিব্রতা॥
একবারে চারিটির পুড়েছে কপাল।
গত মাসে জামায়ের হইয়াছে কাল॥
শেষে পুত্রবধূ দেখে ছিল যেই সুখ।
বিধাতা তাহাতে পুনঃ করেছে বিমুখ॥

সুমতি। দেখ চাঁদদিদি! কাঁদিলে কি হবে বল। শুধুতো তোমা বলে নয় কত লোকের এরূপ হোচ্ছে

তাই ভেবে মনকে বুঝিয়ে রাখ। যা হয়েছে তার তো কোন উপায় নেই।

সুনীতি। তা বটে দিদি কিন্তু চারুদিদির দুঃখ শুনলে আর জ্ঞান থাকে না। এমন যেন কারুরও না হয়।

চারুশীলা। (গোপনে চক্ষের জল মুছিতে২)

কি কব দুখের কথা, আছি সদা মর্মাহতা,
নাহি সুখ শয়নে ভোজনে।
দুহিতা গণেরে দেখি, অশ্রুজলে ভাসে আঁখি
দগ্ধ হই সেই হুতাশনে॥
প্রাণসমা কুমারীরে, ভাসিতেছে অশ্রুনীরে,
দেখিয়া কি রোধে অশ্রুজল।
সংসারের সুখ যত, সকলি হয়েছে হত,
দিবানিশি জ্বলে দুঃখানল॥
কি কব দুঃখের কথা, আছে দেশাচার প্রথা
জাহ্নবীরে করিতে সম্বন্ধ।
মিছে সেই মতে চলে, কন্যাগুলি দেখে [illegible]
কুল দেখে হইলেন অন্ধ॥
পাইয়ে কুলীন বর, হয়ে অতি তৎপর,
অবিলম্বে দিলেন বিবাহ।
কোথায় রহিল কুল, ভাবিয়া না পাই কূল,
কুলকাষ্ঠে হইতেছি দাহ॥
হায়২ কি দুর্দশা, ঘুচিল সুখের আশা,
শক্তিশেলে পড়েছেন স্বামী।
এখন হয়েছে জ্ঞান, ভেঙ্গেছে কুলের ধ্যান,
ব্যাকুল হয়েছি অতি আমি॥
মেয়েদের দুঃখ দেখে, আমি অন্তঃপুরে থেকে,
করিতেছি সদা২ ক্রন্দন।

কুলবালা। তবে বলি শোন।

রাগিণী সিন্ধু। তাল আড়খেমটা।

সদা চমকে২ উঠছে প্রাণ ডাকিছে কোকিল;
বসন্তের দূতরবে দাঁতে লাগছে খিল॥
এ একাদশীতে ভয়, আমারো যে নাহি হয়,
বিচ্ছেদেরই একাদশী নাশে কুলশীল।
তার জ্বালায় জ্বলিছে প্রাণ, মদন তায় হানিছে বাণ,
করহেতু কোচ্ছে সদা কঠিন তশীল॥

সতী। মরণ আর কি: বউ আবার বলে শুন; ওর এ একাদশীতে মানে না।

সাবিত্রী। ওতো বারমেসে একাদশী আমাদের থাকুকই ভাই। কারেবা তা বলি কেবা তা শুনে এখন দেখ ভাই গঙ্গাজল জানি আর অন্য দুঃখ [illegible] আমার ভগিনী গুলির দুঃখ দেখেই ভেবেং সারা হলাম,

আমার দুঃখের কথা বলিব কি হায়;
সে কথা বলিতে গেলে প্রাণ ফেটে যায়॥
জানিনে বসন্ত শীত গ্রীষ্ম কোন কাল;
আমার নয়নে বর্ষা আছে চিরকাল॥
আমাদের দুঃখ দেখে কাঁদে বৃক্ষলতা;
পঞ্চম বৎসরে রাঁড় হল পতিব্রতা॥

সুমতি। তা যথার্থ ভাই! চারিটি বোনের একেবারে এমন বয়েসে কপাল পুড়ে যাওয়া প্রাণে সহা যায় না। কেন বা মিন্‌সে বুড় বরকে বিয়ে দিলে। মুখে [illegible] আগুন।

সাবিত্রী। হয়ে কুলীনের মেয়ে, দুঃখী আমাদের চেয়ে
আছে কেবা সংসার ভিতরে;
পিতার অদৃষ্ট বলে, মিলেছে কি [illegible] মুলে,
চারি কন্যা দুঃখের সোদর॥

কিরূপে দিবেন বিয়ে, পিতা সদা সে লাগিয়ে,
ভেবেং হইতেন সারা।
তাহাতে কি ফলোদয়, যৌবন কি তাহে রয়,
মনে হলে হই জ্ঞান হারা॥
আমি তাঁর বড় কন্যা, আমার বিয়ের জন্যে,
খুঁজেং কত শত দেশ।
যখন বয়েস যোল, ক্রমেতে পূরিত হল,
বর এক পাইলেন শেষ॥
বয়সে বাবার বাবা, রূপের সাগর কিবা,
পাকাচুল অতি নিরুপাম।
গলায় গলগণ্ড তায়, গজকুম্ভ হেরে যায়,
মূর্ত্তি যেন ঝোড়ো কাক সম॥
ছিল কিছু জলদোষ, হলেম শুনে সন্তোষ,
সে দোষেতে দুষী করা মিছে।
ভয়ঙ্কর বিষধরে, যাহারে দংশন করে,
কি ভয় দংশিলে তারে বিছে॥
কি করে চৈতন ফক্কা, কিন্তু সে কুলের টেক্কা,
ফুলেমেলে কুলের প্রধান।
বাবা তাই ব্যস্ত হয়ে, চারিটি মেয়েরে লয়ে,
একবারে করিলেন দান॥
পিতার আদেশ লয়ে, তাতেই সম্মতা হয়ে,
নাকটিপে খেলাম পাঁচন।
রোগের না হল শান্তি, হায় কি লোকের ভ্রান্তি,
একেবারে সারিল ব্রাহ্মণ॥
বিয়ে হয়ে গেলে পর, বরের জন্যেতে বর,
মাগি পঞ্চাননের তলায়।
হে ঠাকুর দয়া করে, বাঁচিয়ে রেখগো তারে
চারি প্রাণি আছে ভাঙ্গা নায়॥

চরণ ধরিয়া তাঁর, নমস্কার বার বার,
করি বাবা ঠাকুরের কাছে।
বধূ দেখে মেজো গিন্নি, মানিল পীরের সিন্নি,
যদি বুড় কিছু দিন বাঁচে॥
হায় কি বিধির কর্ম্ম, শুনিয়া দহিল মর্ম্ম,
চিতা এক এল কিছু দিনে।
কর্ত্তার হয়েছ কাল, পড়ে গেছে পাকা তাল,
জীর্ণ গৃহ যেন খুটি বিনে॥
হায় হায় একি কষ্ট, মহাজন হল নষ্ট,
দুরদৃষ্ট পড়িনু ফাঁফরে।
নির্গুণেরে দিয়ে হাল, নৌকা হল বানচাল,
এই লাভ হল অতঃপরে॥
জীর্ণ নায়ে তুলে মাল, একেবারে পয়মাল,
হইলাম জন্মের মতন।
লাভালাভ গেল দূরে, মূল ধন পাওয়া ফিরে,
সুকঠিন হয়েছে এখন।
মোর জন্যে নাহি ভাবি, [illegible] খাবি,
সাঁতার না জানে [illegible]
এ যে কুল পারাবার, কিরূপে হইবে পার,
কুলবতী কুল হবে হারা॥
সুমতি। এদেশে নারীর জন্ম যেন [illegible]
আজন্ম দুঃখের ভার যেন নাহি বয় রে॥
যদি হয় বাঙ্গালির ঘরে কিন্তু নয় রে।
বঙ্গদেশি ললনার পদে২ ভয় রে॥
যদি হয় কুলীনের ঘরে কিন্তু নয় রে।
কুলে জন্ম হলে তার বিপদ নিশ্চয় রে॥
যদি হয় কুলে জন্ম নাথ যেন রয় রে।
অনাথিনী রমণীর জীবন সংশয় রে॥

স্বর্ণলতা। বলে মিথ্যা নয়, এখনো যে কপালে কি আছে কিছুই বোলতে পারি নে। আমি তো ভেবেই মরে বাঁচি যে কিছুতেই আর সুখ নেই। তখন কি ছিলাম এখন কি হইছি। যেন সে মানুষই নই।

সংসারের সার যাহা, চলিয়া গিয়াছে তাহা,
সং হইয়াছি সার ঘুচে।
নাই আর সে বাহার, তেজিয়াছি চন্দ্রহার,
ফেলিয়াছি গুলপোকা মুচে॥
সাতনরী কণ্ঠমালা, কর্ণফুল কাণবালা,
গোলমল পরিব কি আর।
সকল গহনা খুলে, রেখেছি সিন্ধুকে তুলে,
এখন করেছি ভুনি সার॥
হইয়াছি কোড়ে রাঁড়ী, কি হবে ঢাকাই সাড়ী
সুখ আশা সব গেছে কেঁচে।
এখন আমার আর, সাধ নাই বাঁচিবার,
মলিই এখন যাই বেঁচে॥
বৃথায় জনম লয়ে, হৃদয়ের ভার বয়ে,
ধরে আছি লক্ষ্মণের ফল।
স্নেহ প্রেম আকিঞ্চন, জীবন যৌবন ধন,
রূপ গুণ হইল বিফল॥
আমরা বিধবা রামা, হয়েছি ঢাকের বামা,
নাহি লাগি কোন শুভ কাযে।
আপনার নাই কেহ, কে আর করিবে স্নেহ,
দেহটাও পড়িল অকাযে॥
কি দোষে হয়েছি দোষী, করিতেছি একাদশী,
পরিতেছি দশী হীন বাস।
লোকের গঞ্জনা সই, কতই সহিব সই,
জলসই হলে মেটে আশ॥

খ

সম্পর্ক থাকিলে কেহ, আমাদের এই দেহ,
খুন করে খুন কি হইত।
বেহাত হয়েছি সই, হাতে আর অস্ত্র কই,
তাই ফুলবাণে হই হত॥
শৃগাল কুক্কুর যত, অভাগিনীদের মত,
নাহি হয় আশ্রয় বিহীন।
কি ছার কুলেতে জন্মি, দুঃখের সাগরে ভাসি,
সুখ নাহি হলো এক দিন॥

সুমতি। বিধাতার চক্ষুঃ থাকিলে কি এমন হয় লো।

যে বিধি পঙ্কজ গড়ি, ফেলিয়াছে জলে।
যে বিধি শশীরে ফেলে, রাহুর কবলে॥
যে বিধি চন্দনবৃক্ষে, না দিয়াছে ফুল।
ইক্ষুদণ্ডে ফল দিতে, যে বিধির ভুল॥
যে বিধি মুক্তার ফেলে, সাগরের জলে।
যে বিধি বলিরে পাঠাইল, রসাতলে।
সে বিধি শুকেরে সদা, ফেলে ব্যাধজালে।
সে বিধির বিধি এই, বিধবা কপালে॥

সুনীতি। আমার বকুলফুলের কেমন রূপ। হায়! এ বকুল ফুলের ও নাকি ভ্রমর উড়ে যায়। এখন দেখলে যেন প্রাণ ফেটে যায়। একাদশী রাক্ষসী দিন দিন যেন কালি কোরে ফেলেছে।

আহা কি সতীর রূপ, লাবণ্য মাধুরি।
একাদশী সর্ব্বনাশী, করিতেছে চুরি॥
তড়িৎ শরদ শশী, কিম্বা শতদল।
সতীর মুখের সম, নহে সুনির্ম্মল॥
নির্জ্জনে গড়েছে বিধি, সতীমুখচাঁদ।
পুরুষের মন পাখি, ধরিবার ফাঁদ॥

রবি শশী গড়েছিল, অভ্যাসের হেতু।
সতীমুখ হেরে, করিয়াছে রাহু কেতু॥
ওমুখ দেখিলে মুনি, ঋষি যেতো ভুলে।
ব্যবস্থা করিত পতি, ধর্ম্ম শাস্ত্র খুলে।
ধরাতলে নাহি দেখি, ওরূপের সীমা।
মরি২ ওরূপের, না হবে প্রতিমা॥
উপবাসে মুখশশী, হয়েছে মলিন।
অনাহারে জীর্ণ তনু, যেন কত দীন॥
যে দুঃখেতে প্রাণ কাটে, বলিতে না পারি।
কতই সহিবে বল, হয়ে কুলনারী॥
দুরন্ত বসন্ত তাহে, আইল এক্ষণে।
প্রাণান্ত হইল বুঝি, প্রাণকান্ত বিনে॥
কোকিল উন্মত্ত হয়ে, এসেছে সম্প্রতি।
বিরহিণী মরিতেছে, পতি উপপতি॥
তাহার আলাপে, কুলবালা নাহি বাঁচে।
ঝঙ্কারিছে গুমরে, ভ্রমর মাঝে২॥
ফুটিল ফুল বকুল, জাতিকুল নাশ।
গন্ধে অন্ধ হয়ে ভৃঙ্গ, করে তায় বাস॥
গুণ২ স্বরে করে, সুমধুর গান।
সে গানে না থাকে আর, বিরহিণী-প্রাণ॥
কান্ত বিনে রতিকান্ত, দিতেছে যন্ত্রণা।
কিরূপে বাঁচিবে বল, বিধবা ললনা॥

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল মধ্যমানের ঠেকা।

দাহন হইল প্রাণ, দারুণ মদনবাণে।
নবীনে নবযৌবনে, বাঁচিনে বাঁচিনে প্রাণে॥
মদন হানে বাণ বক্ষে, দুঃখে ধারা বহে চক্ষে,
শঙ্কটে কিরূপে রক্ষে, পাইব কেমনে॥

যুবতীর গতি পতি, বিনে পতি কি দুর্গতি,
বিরহে ব্যাকুলা অতি, পতির কারণে ॥

সতী। দেখ সই! মদনের কিন্তু এ ভারি বেজায়। সে কেন ভাই আমাদের আর জ্বালাতন করে! আমরা তো তার ধার আর কিছুই ধারি না।

মদনের যত দোষ, সে কেন করিবে রোষ,
কেন বধে পতিহীনাগণে।
বিধবারে করে ক্লেশ, বোঝে না যে বঙ্গদেশ,
বিশেষ যন্ত্রণা যে কারণে ॥
যে দেশের ঋষি মুনি, বিধবার ধ্বনি শুনি,
কর্ণে হাত দিতেন সকলে।
না ছিল দয়ার লেশ, লিখেছেন যত ক্লেশ,
ধর্ম্মশাস্ত্র গেয়ে সকলে ॥
নাহি কিছু রসবোধ, করেছেন পতিরোধ,
নাহি জানি রমণীর মর্ম্ম।
অনাথিনা অবলারা, জগৎ দুঃখিনী যারা
দেখিয়া না হয় দয়া ধর্ম্ম ॥

সুমতি। তাদের কথা আর বোল না, তাদের কেমন করে দয়া হবে।

অরসিক ঋষি যত, সদা উপবাসে রত,
না জানে দম্পতী প্রেম সুখ।
তারা কি বুঝিবে মর্ম্ম, কিসে রবে দয়া ধর্ম্ম,
আপনারে আপনি বৈমুখ ॥
সকলে সমান নয়, ছিল এক সদাশয়,
পরাশর নামেতে বিখ্যাত।
বিধবা বিবাহ বিধি, দিয়াছে সে গুণনিধি,
সকলে আছেন তাহা জ্ঞাত ॥

তাহে হয়ে সহকারি, বিধবার হিতকারী
দয়াবান বিদ্যার সাগর।
পুরাইতে মনোরথ, বিধবা বিয়ের পথ
দেখালেন সেই গুণাকর॥
দেশের পণ্ডিত যত, হয়ে তাহে অসম্মত,
আমাদের দুর্ভাগ্য কারণ।
বিদ্যার সাগর সঙ্গে, বিচার করেন রঙ্গে,
করি বহু বচন রচন॥
ধরিয়া যুক্তির বাণ, তাহার উত্তর দান,
করিলেন অনাথার বন্ধু॥
দুই এক হল বিয়ে, হুল স্থূল তাহা নিয়ে,
খেপিয়া উঠিল যত হিন্দু॥
এক দোষে দোষী কেহ, কারো শুদ্ধ হয় দেহ,
চান্দ্রায়ন প্রায়শ্চিত্ত কোরে;
হায়২ একি দুঃখ, বিধবার হর্ষমুখ
মলিন হইল একেবারে॥

সাবিত্রী। সে তো এক কাণ্ড যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন যদি তোমরা মদনের যন্ত্রণা এড়াতে চাও তবে আমার কথা শোন। চল ভাই, সকলে মেলে মদনের নামে নালীশ করি যেন সে আর বিধবামহলে না আসতে পারে।

সুনীতি। বলে মন্দ নয়, এমনি রাগই হয় বটে, কিন্তু তার নামে কার কাছে নালিশ করিবে ভাই। আমাদের দেশে কে এমন রাজা আছে যে মদনকে শাসন কর্ত্তে পারে।

সুমতি। বিলাত বাসিনী বিক্টোরিয়া মহারাণী।
বঙ্গ রাজ্যেশ্বরী তিনি, বিধবা রমণী।
বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ, জানেন বিশেষ।
বুঝিতে পারেন বটে, বিধবার ক্লেশ॥

কিন্তু কি হইবে তথা, করিলে নালীষ।
মদন কি তাঁহাহতে, হবে এবালীষ॥
তিনি যে বৈধর্ম্মা রাণী, সে এক উৎপাত।
দিবেন কদাচ তিনি, হিন্দুধর্ম্মে হাত॥
তবে এর আর এক, সদুপায় আছে।
হতে পারে নালীষ করিলে যার কাছে॥

সুনীতি। বল না দিদি কার কাছে নালীষ কোলে মদনকে জব্দ করা যায়, আমাদের কাছে তার আর জারি জুরি খাটে না।

সুমতি। আমাদের দেশে দেশাচার নামে এক রাজা আছেন তিনিই কেবল মদনকে সাজা দিলে দিতে পারেন কিম্বা আমাদের বিয়ে দিলেও দিতে পারেন।

সাবিত্রী। আমি তোর কথা কিছু বুঝ্‌তে পালেম না দেশাচার আবার কি? এই আঁব-আচার কুলাচার তেমনি বুঝি দেশাচার, তোর আর ঠাট্টা দেখে বাঁচিনে।

সুমতি। তা কেন লো তবে বলি শোন।

দেশাচার মহারাজ, অদ্ভুত তাহার কায,
তুলনা নাহিক ত্রিসংসারে।
তাহার শাসন ভয়ে, প্রজারা কম্পিত হয়ে,
অহর্নিশি কর দেয় তারে॥
অতুল্য তার প্রতাপ, দিনকর হীন তাপ,
যেন তার শাসনের তাপে।
করেছে আইন জারি, তার কাছে জারি জুরি,
করিবেক বল কার বাপে॥
তাহার আইন যত, পুরাতন হয় তত,
মান্য হয় জগত মণ্ডলে।
গেজেটে না ছাপা হয়, তথাচ না ছাপা রয়,
অনায়াশে জানে সর্ব্ব স্থলে॥

সদা মগ্ন রাজকার্য্যে, প্রজার হৃদয় রাজ্যে,
সিংহাসন আছে যে তাহার।
অসীম তাহার বল, সসাগরা ধরাতল,
সুশাসিত আছে যেন কার ॥
হেরি তার শাসন, রাজাগণ অনুক্ষণ,
তাহারে করিছে কর দান।
ধন্য সেই মহীপতি, ধরামাঝে মান্য অতি,
কেবা আছে তাহার সমান ॥
কর্ম্ম তার পরাক্রম, সাক্ষাত যেমন যম,
প্রতাপে লঙ্কার অধিপতি।
মূর্খতা তাঁহার সৈন্য, কাহারে না করে গণ্য,
বাহু বলে শাসে বসুমতী ॥
নাহি বোঝে হিতাহিত, হিতে করে বিপরীত
যদি কিছু দেখে ভিন্ন ভাব।
হস্তে দলাদলি অস্ত্র, বোঝে না শাস্ত্র অশাস্ত্র,
প্রাণ যায় দেখে সেই ভাব ॥
যুক্তিশূন্য ভট্টাচার্য্য, করে তার মন্ত্রি কার্য্য,
বলে চল পূর্ব্বকার মতে।
পূর্ব্ব পুরুষেতে যাহা, করিয়াছে কর তাহা,
যেও না কদাচ নব পথে ॥
পূর্ব্বাপর যে প্রকারে, ক্রিয়া কাণ্ড সবে করে,
সেই রূপ কর নির্বিশেষ।
পূর্ব্বকার যেই মত, সেই তো উত্তম পথ,
কর না তৎপ্রতি কভু দ্বেষ ॥
সামান্য রাজার ভয়, অন্তরে তত না হয়,
যত শঙ্কা হয় তার নামে।
নাহি অন্য জরিমানা, লোক কলঙ্ক ঘোষণা,
দণ্ডমাত্র আছে তার স্থানে ॥

এই দণ্ড ভয় জন্য, উপপতি হয় মান্য,
পতি হলে বলে মহাপাপ।
এ আইন না মানিলে, দোষ দেয় কুলশীলে,
অমান্য করিবে কার বাপ ॥
যিনি ধর্ম্ম অবতার, অদ্ভুত বিচার তাঁর,
পক্ষপাতে অতি অগ্রগণ্য।
যতেক বিধবা মেয়ে, নিষেধ তাদের বিয়ে,
উল্‌টা শাস্ত্র পুরুষের জন্য ॥
তাহার শাসন ভয়ে, বিদ্যায় বঞ্চিত হয়ে,
আছে অর্দ্ধ ভারতের লোক।
বঙ্গদেশী ললনারে, রাখিয়া জ্ঞানান্ধ করে,
না দেখান বিদ্যার আলোক ॥
গৃহ কর্ম্ম অবসরে, কেবল কোন্দল করে,
নাহি জানে অন্য কোন কাজ।
পতি মলে অবলার, আইনেতে পতি আর,
লেখে নাই সেই মহারাজ ॥

কুলবালা। তবে, ভাই, তাঁরি কাছে দরখাস্ত কর যেন তিনি মদনকে বিধবা মহল থেকে শীগিগর বাহির করেন কিম্বা তা যদি না করেন তবে আমাদের আবার বিয়ে দেন।

সাবিত্রী। এ পরামর্শ টা ভাল বটে, কিন্তু ভাই, আমার একটি কথা আছে। মোকদ্দমা কোর্টে গেলে উকীল কোথা পাবে? ভাল লেখা পড়া জানে, বিচার টিচার করতে পারে, ভাল পণ্ডিত হয় এমন একটি উকীল না পেলে এ নালীশে হারি হবে। আমরা মেয়ে মানুষ কি কোর্টে কি করিব।

সুমতি। শুনিছি বিদ্যাসাগর আমাদের দিকে আছেন, তাঁকে বলিলে তিনি অমনি উকীল হতে রাজী হবেন

...ত আর সন্দেহ নেই। তবে কেন তাঁকে একখান ...তে লেখা যাউক না। তিনি রাজার কাছে আমাদের ...য়ে মদনের নামে যেন একখান দরখাস্ত দেন।

সাবিত্রী। ভাল বলেছিস গঙ্গাজল, আমারো মনে ...চ্ছে তবে তুই আর দেরি করিস নে ভাই। শীগ্গির ...খান পত্র লিখে পাঠিয়ে দে। রাজা যদি মদনকে ...কে দিতে না পারেন তবে যেন আমাদের বিয়ে দেন।

...। তবে আমি যাই ভাই! একখান পত্র লিখে ...ঠিয়ে দি। সুমতি নিষ্ক্রান্তা।

ভোলা, কুলবালা প্রভৃতি বিধবাগণ।

হায়২ আমাদের, আর কেবা পায়।
গুজরিপঞ্চম পুনঃ দিতে হবে পায়॥

রাগিণী মালকোষ। তাল জৎ।

দিদি ফিরিবে কপাল। বিয়ে হবে দুঃখ যাবে ঘুচিবে জঞ্জাল॥ আলোচাল আর খুঁড়ের ডেলে, রাখবো দিদি শীকেয় তুলে, ইলীষ মাচ কোলে আহ্লাদে খাব চিরকাল॥ সাতনরী কণ্ঠমালা, কর্ণফুল আর কাণবালা, ঢাকাই সাড়ী পরে আবার, ঝমঝমার ঝম॥

সাবিত্রী। ইস! তোরা যে একেবারে নেচে উঠলি। ...গে ভাগে গয়নার পুঁটলি বার কোর্ত্তে বাকিস। মদ...নের কি হুকুম হয় দেখ আগে। প্রথমেই এত বাড়া...বাড়িতে কায নেই।

বিধবাগণ। দেখতে পাচ্ছি মোকদ্দমা ডিক্রী হবে। ...তে কি আর ভুল আছে।

সকলে নিষ্ক্রান্তা।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রাজসভা।

মহারাজ দেশাচার, যুক্তিশূন্য ভট্টাচার্য্য মন্ত্রী, পাত্রমিত্রগণ।

মহারাজ। দেখ মন্ত্রি! ধর্ম্মতো আর থাকে না ধর্ম্ম কর্ম্ম সব রসাতলে গেল।

পাত্র। মহারাজ; ধর্ম্ম যেন টলমল কোর্চ্চে।

মন্ত্রী। (নস্য লইয়া হাঁচিতেং) ধর্ম্মং রক্ষতি ধার্ম্মিকঃ। কেবল ধার্ম্মিকেই ধর্ম্ম রক্ষা কোর্ব্বে। (ক্যাচর ক্যাচ) শাস্ত্রে আছে ম্লেচ্ছধর্ম্ম প্রবল হইবে॥

(বিধবাগণের উকীলের প্রবেশ।)

রাজা। তুমি কে?

উকীল। মহারাজ! আমার নাম বিদ্যাসাগর। বিধবারা পতি পাইবার নিমিত্তে কিম্বা মদনের দণ্ড ভঙ্গের প্রার্থনায় দরখাস্ত করেছে। আমি তাহাদের পক্ষ উকীল হয়ে এসেছি।

রাজা। হা হা হা (হাস্য করিতেং) কি! বিধবার দরখাস্ত! পড় দেখি পাত্র তাহাতে কি লেখা আছে।

পাত্র। দরখাস্ত হস্তে লইয়া পাঠ।

বিধবাগণের দরখাস্ত।

বাদিনী যুবতী বিধবাগণ। প্রতিবাদী মদন।

মহামহিম শ্রীযুত, দেশাচার গুণযুত,
মহারাজ প্রবল প্রতাপ।
দরখাস্তে নিবেদন, আমরা বিধবাগণ,
পাইতেছি সদা মনস্তাপ॥

তব রাজ্যে বাস করি, অবিচারে প্রাণে মরি,
সেই হেতু নিবেদি তোমায়।
তুমি ধর্ম্ম অবতার, করি এর সুবিচার,
বাঁচাও যদ্যপি বিধবায় ॥
শুন হে প্রবীণ রাজা, আমরা অনাথা প্রজা,
কাঙ্গালিনী পতির বিরহে।
নাহিক সুখের লেশ, পেয়েছি অশেষ ক্লেশ,
মদন তাপেতে সদা দহে ॥
তার সদা রাজকর, আমরা ধরিয়া কর,
বলি স্থির হও রতিপতি।
আমাদের যে অবস্থা, হইয়াছে অব্যবস্থা,
সেঅবধি অদর্শন পতি ॥
হয়ে আছি হে নির্দ্ধন, কর না আর নিধন,
সবে ধন স্বামি নাহি যার।
সে অবধি গেছে পতি, হয়েছে দুর্গতি অতি,
সঙ্গতি কিরূপে হবে আর ॥
হৃদয় ভাণ্ডার শূন্য, করে দিতে পার পূর্ণ,
তবে পুনঃ করহে পীড়ন।
মদন তা কি শোনে, জানেনা আপন মনে,
বাণ লয়ে করয়ে তাড়ন ॥
কিরূপে করিব ক্ষান্ত, শান্ত নহে রতিকান্ত,
প্রতিদিন করে এইরূপ।
নিস্তার না দেখি আর, সদুপায় আছে তার,
দয়া করি কর যদি ভূপ ॥
তাহার জ্বালায় কত, বিধবারা শত শত,
হইতেছে কুলের বাহির।
দুর্জ্জয় কুসুমবাণে, কে আর বাঁচিবে প্রাণে,
কার সাধ্য হইবেক স্থির ॥

আমরা যে সতী নারী, সে যাতনা সৈতে পারি,
যদি পাই পতি এক জন।
আমাদের দুঃখ সব, কর যদি দূরীভব,
তব বশঃ রবে ত্রিভুবন।
পরাশর মহামতি, বরণ করিতে পতি,
বিধি দিয়াছেন বিধবারে।
তুমি হয়ে অনুকুল, বিধবাগণের কুল,
রাখিলেই রক্ষা হতে পারে॥
এ নহে বিচিত্র কথা, আছে দেশাচার প্রথা,
ভিন্ন নয় এই বঙ্গরাজ্যে।
তব মতে বহু স্থলে, গোপনে বিধবাদলে,
হইতেছে অনেকের ভার্য্যা॥
পূর্ব্বোক্ত অনেক স্থলে, প্রকাশ্যে বিধবাদলে,
ব্যবস্থা দিয়াছি মুরমণে।
স্বয়ং কৃষ্ণ যদুপতি, হলেন কুব্জাপতি,
রাজা হয়ে মথুরা নগরে॥
অহল্যা দ্রৌপদী তারা, কুন্তী আদি সতী যারা,
স্মরণেতে পাপ নাশ করে।
সেবা করে বহু পতি, তাহারা হইল সতী,
নাম করে যায় সবে তরে॥
রামচন্দ্র বিভীষণে, বসাইয়া সিংহাসনে,
মন্দোদরী করিলেন দান।
ঐরাবত দুহিতারে, অর্জ্জুন বিবাহ করে,
আছে মহাভারতে প্রমাণ॥
এসব নজীর দেখে, আসামী হাজতে রেখে,
ভজবীজ কর সুস্বরূপ।
ক্ষান্ত কর রতিপতি, অথবা দেওয়াও পতি,
উচিত যা হয় কর ভূপ॥

শুন শুন মহারাজ, এ নহে উচিত কায,
নারী বলে পক্ষপাত করা।
পুরুষে করিবে বিয়ে, নারী রবে দুঃখী হয়ে,
বিচারের নহে এই ধারা॥
স্ত্রী পুরুষ এক-অঙ্গ, হলে সেই যোগ ভঙ্গ,
একে সুখে করিবে বিবাহ।
অন্যে বল কি লাগিয়ে, সে সুখে বঞ্চিত হয়ে,
সহিবেক যাতনা দুঃসহ॥
উচিত কহিতে হয়, নারী কি মনুষ্য নয়,
উড়ে আসিয়াছে পৃথিবীতে।
এক গর্ব্বে দুই জন্মে, ভেদ নাই ধর্ম্মাধর্ম্মে,
তবে কেন পক্ষপাত ইথে॥
নিজপক্ষে হয় ধর্ম্ম, অন্যপক্ষে পাপ কর্ম্ম,
সেইরূপ দেখি যে বিচার।
পুরুষের সুখ হেতু, বিবাহ পুণ্যের সেতু,
পাপ তাতে হয় বিধবার॥
পুরুষের আছে বল, দুর্ব্বল বিধবা দল,
নিদারুণ ব্যবস্থা যাহার।
পুরুষে সহে না কষ্ট, রমণী কি শুষ্ক কাষ্ঠ,
সুখ দুঃখ নাহি কিছু তার॥
পুরুষ পণ্ডিত অতি, অজ্ঞান বিধবাসতী,
অক্ষম সে ইন্দ্রীয় দমনে।
পুরুষের কষ্ট যাতে, বিধবা সন্তুষ্ট তাতে,
হবে তবে বল কি কারণে॥
যুক্তি তুল হস্তে লয়ে, পক্ষপাত হীন হয়ে,
দেখ রাজা করিয়া বিচার।
বলবুদ্ধি জ্ঞান হারা, পতিশোকে দুঃখি যারা,
কিসে তারা সহে এই ভার॥

কোমল প্রকৃতি অতি. অজ্ঞান বিধবা সতী,
করিবেক ব্রহ্মচর্য্য সবে।
গজের যা হয় ভার, অজপৃষ্ঠে সেই ভার,
দেওয়া কি উচিত হয় তবে॥
এমন কি আছে কর্ম্ম, পুরুষে করিলে ধর্ম্ম,
রমণী করিলে হয় পাপ।
যত্যপি দেখিতে পাই, কান্ত হয়ে চলে যাই,
ঘুচে যায় সব মনস্তাপ॥
যদি হয় পাপ কর্ম্ম, উভয়েরি যাবে ধর্ম্ম,
ধর্ম্ম হলে হবে উভয়তঃ।
তবে কেন থাকে খেদ, ব্যবস্থা করিয়া ভেদ,
দগ্ধ কর বিধবারে এত॥
এই সসাগরা ধরা. যে বিধির সৃষ্টি করা,
তাঁর কৃত শাস্ত্রে যদি হয়।
তবে সে করুণানিধি, এমন অন্যায় বিধি,
কদাচ না দিবেন নিশ্চয়॥
বিধির মানস যাহা, স্পষ্টই প্রকাশ তাহা,
রহিয়াছে আমাদের গায়।
পতি আশা আছে বলি, সধবার চিহ্নগুলি,
স্বভাবতঃ মিলিয়া না যায়॥
যৌবন সুখের বন, হয় নাই উচ্ছেদন,
এখনো রয়েছে সুশোভিত।
আসিবে বলিয়া অলি, যৌবন কমল কলি,
অদ্যাপি না হয়েছে মুদিত॥
পতির প্রণয় আশা, ত্যজিয়া মনের বাসা,
অদ্যাপি না হইয়াছে গত।
দুর্জ্জয় অনঙ্গ বাণে, জর্জ্জর হতেছি প্রাণে,
ইচ্ছা করি পুনঃ হই রত॥

বাড়াতে মানব কুল, সময়ে ফুটিছে ফুল,
বিফল সে মধুকর বিনে।
আসিবে বলিয়া বঁধু, আছে আজো প্রেম মধু,
আমাদের যৌবন কাননে॥
কমল কলিকাসম, অমৃত আধারোপম,
হৃদয়ে কি হয়েছে উদয়।
সন্তানের সুখভিন্ন, উদ্দেশ্য কি আছে অন্য,
বল২ রাজা মহাশয়॥
কিহেতু সে হয় সৃষ্টি, যাহারে করিয়া দৃষ্টি,
বিবাহ নিষেধ সবে বলে।
কিহেতু তাহার রূপ, যদি তার প্রতিরূপ,
উদয় না হয় ধরাতলে॥
তবে এত আয়োজন, কেন কর বিসর্জ্জন,
কখনো সে উচিত না হয়।
যত হয় প্রজাবৃদ্ধি, সংসারের শ্রীবৃদ্ধি,
ততই হইবে সুনিশ্চয়॥
প্রজাবৃদ্ধি হেতু বিধি, করেছে বিবাহ বিধি,
কেন তাহা বিফলেতে যায়।
বাড়াতে মনুষ্য বংশ, আমাদের সর্ব্ব অংশ,
উপযুক্ত দেখি সমুদায়॥
দেখাতে বিশ্বের সৃষ্টি, নয়নেতে দিয়া দৃষ্টি,
যদি বলে দেখ না দেখ না।
মিষ্ট ফল খাওয়াইতে, তার দিয়া রসনাতে,
যদি বলে খেও না খেও না॥
পতি ইচ্ছা দিয়া মনে, বধিয়া অনঙ্গবাণে,
যদি তারে করেন বঞ্চিত।
তা হলে শাস্ত্রের বাক্য, কি রূপে হইবে ঐক্য,
বিধাতার সৃষ্টির সহিত॥

ভাগাইতে অশ্রু নারে, সৃষ্টি করি রমণীরে,
বঞ্চিত করেন যদি পতি।
শরীরেতে দিয়া ক্ষুধা, আহারেতে দিলে বাধা,
বল তার কি হইবে গতি॥
বিধাতা কি ভ্রান্ত তবে, কথা কাযে দুই হবে,
সর্ব্বজ্ঞ যাঁহারে বলে সবে।
কিম্বা তাঁর নাই বোধ, করেছেন পতিরোধ,
কমল কি অলিহীন রবে॥
যাঁর সৃষ্টি বসুন্ধরা, এবিধি তাঁহার করা,
বিশ্বাস না হয় কদাচন।
বিধবা গড়েন যিনি, শাস্ত্রকর্ত্তা নন তিনি,
অবশ্য হইবে দুই জন॥
রচা গড়া দুই যার, হইয়াছে দুপ্রকার,
তাহার কথায় কাজ নাই।
বিশ্বাস করিতে গেলে, দেখি যদি চক্ষু মেলে,
কথায় কাযেতে ঐক্য চাই॥
অতএব মহীপতি, শাস্ত্রেতে লিখেছে পতি,
খুঁজে দেখ পাবেই নিশ্চয়।
এমত হবে না কভু, যিনি জগতের প্রভু,
তাঁহার রচনা মিথ্যা হয়॥
এ নহে নুতন কথা, আছে দেশাচার প্রথা,
সর্ব্বকালে সর্ব্বজাতি মাঝে।
শুদ্ধ এই বঙ্গদেশে, আমরা পড়েছি ফেঁষে,
নাহি চলি কোন শুভ কাযে॥
যখন সকল দেশে, বিধবারা অনায়াসে,
ইচ্ছামত পরিণয় করে।
তখন যুক্তির ভুল, ভুলিয়া করিলে ভুল,
সমভুল হবে কি প্রকারে॥

পাঁচটি সন্তান যার, উচিত কি হয় তার,
চারি সুতে করিয়া আদর।
পূর্ণ করা অভিলাষ, একটি পুত্রে নৈরাশ,
করে কি অপক্ষপাতি নর॥
আমরা কি সন্তান নৈ, আকাশ হইতে হই,
আকাশেতে যাই মিশাইয়ে।
অন্যদেশী মেয়ে যারা, বিধাতার প্রিয় তারা,
কপালে লেখেন বহু বিয়ে॥
যাঁর সৃষ্টি এ সংসার, পক্ষপাত আছে তাঁর,
এ কথার নাহি কোন মূল।
তবে আমাদের বিয়ে, বল দেখি কি লাগিয়ে,
ধর্ম্মশাস্ত্রে হইবেক ভুল॥
শুন শুন মহারাজ, কহিতে পেতেছি লাজ,
কি করিব না কহিলে নয়।
যেঅবধি গেছে কান্ত, কাঁদিতেছি অবিশ্রান্ত,
অবলাতে বল কত সয়॥
বিরহে কি প্রাণ রহে, মদন তাহাতে দহে,
সহে না দেহেতে আর দুঃখ।
করিতেছি হাহাকার, দেখিতেছি শূন্যাকার,
সর্ব্ব সুখে হয়েছি বিমুখ॥
ঘুচিয়াছে ঘরকন্না, সার হইয়াছে কান্না,
থাক হৈল গুরুজন বাক্যে।
হুঁকে যেন মাছি কাটে, যাতনায় বুক ফাটে,
সে দুঃখ না দেখে কেহ চক্ষে॥
বহুগুণা ভুনি সার, ইহা নিয়েই সংসার,
এক সন্ধ্যা আহার দিবাতে।
আলো চাল কাঁচকলা, বরাদ্দ যা এক বেলা,
মাঝে২ কাক যায় তাতে॥

হয় তাহে ধাতু কম্প, সহে না সহে না দুঃখ
সূক্ষ্ম নাহি দেখে কোন জন ॥
কঠিনে সহে না জ্বালা, সদা হই ঝালাপালা,
মাঝে২ মধুর ভর্ৎসন ॥
তাহাতে অনঙ্গ পুনঃ, করে লয়ে ধনুর্গুণ,
সন্ধান করেন সুন্দর রূপে ।
বিধবার নাহি ত্রাণ, খেয়ে সে নির্ঘাত বাণ,
প্রাণ যেন যায় তার উপে ॥
আশাতেও থাকে দেহ, সে আশা না দেয় কেহ
স্নেহ নাই জগৎ সংসারে ।
মাটি হয়ে রহিয়াছি, মরেছি কি বেঁচে আছি,
জিজ্ঞাসা না করে অনাথারে ॥
আহার বিহার ত্যজে, নিতান্ত যোগিনী সেজে,
স্কন্ধে বই তপস্যার ভার ।
এত দুঃখ প্রাণে সয়ে, থাকে যে সুশীল হয়ে,
ধন্য২ ধৈর্য্য বটে তার ॥
অনঙ্গ ব্যাধের বাণে, অবলা কি বাঁচে প্রাণে,
কুরঙ্গ যেমন সিংহকাছে ।
দেখিয়া সে রস রঙ্গ, আতঙ্কেই দেয় ভঙ্গ,
যখন অনঙ্গ লাগে পাছে ॥
যেখানে বাঘের ভয়, সেই খানেই সন্ধ্যা হয়,
লোকে বলে কথা মিথ্যা নয় ।
কাঁচপোকা যে প্রকারে, ধরে তৈলপায়িকারে,
সেইরূপ দেখে হয় ভয় ॥
তখন সে রঙ্গরসে, সাধে কি অন্তর বসে,
আত্ম দোষে নহে কদাচন ।
কোথা শাস্ত্র মানামানি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি,
রঙ্গরস রাসের কারণ ॥

কোথা থাকে কুললাজ, নাহিক অসাধ্য কায,
যাহা নাহি পারে অবলাতে।
ত্যজি কুলশীল ধর্ম্ম, কতই অসৎ কর্ম্ম,
করে সদা প্রাণের জ্বালাতে॥
পর পুরুষেতে মন, করি অগ্রে সমর্পণ,
জ্বালাতন হয় বিধিমত।
না পায় সুখের লেশ, পেটে হয় আঁটি শেষ,
ধড়ফড় করে অবিরত॥
সে কষ্টের সম কষ্ট, কদাচ না হয় দৃষ্ট,
নষ্ট করা বিধবার স্ফূর্ত্তি।
বাজে কলঙ্কের ঢাক, সে পাপ চড়ুকে পাক,
বলে লোকে করি তাহা দৃষ্টি॥
অনাহারে প্রাণ তার, বোধ হয় যায় যায়,
হায় হায় করে মনে মনে।
অসহ্য হইলে শেষে, নমস্কার করি দেশে,
পলায়ন করে বেশ্যাবনে॥
এই সব কষ্ট দেখে, কলঙ্কের ভস্ম মেখে,
সন্ন্যাসিনী হয় বিধবারা।
পুরাইতে স্বকামনা, কামমন্ত্রে উপাসনা,
করে তারা হয়ে দারদারা॥
ঘরে আগে করে শিক্ষে, শেষে হয় প্রেমে দীক্ষে,
প্রকাশ্যে লইয়া উপগুরু।
ত্যজি গৃহ পরিবার, যোগ করে অনিবার,
শয্যাসনে হয়ে কল্পতরু॥
তাহাতে যে হয় ধর্ম্ম, কে বুঝিবে তার মর্ম্ম,
বিধবার ধর্ম্ম কোথা লাগে।
পদে পদে মোক্ষপদ, সম্পদ সুখের পদ,
সর্ব্বদা কামের পদে যাগে॥

থাকিতে যৌবন মধু, আসে যায় কত বঁধু,
সুধুমুখে ফেরে নাকো কেহ।
রূপের লাবণ্য দেখে, অনেকেই দেখে চেকে,
অল্পদিন করে সবে স্নেহ॥
কিছুদিন থাকে সুখে, শেষে হরিনাম মুখে,
টুকুনী সার হয় বিধবার।
সে কষ্ট ভাবিলে মনে, একেবারে হুতাশনে,
যাওয়াই উচিত হয় তার॥
প্রাণেতে বাঁচিয়া রেখে, দগ্ধ করা থেকে থেকে,
কিছু আর নাহি প্রয়োজন।
চিতা হুতাশন জেলে, বিধবারে তাহে ফেলে,
একেবারে ঘটাও মরণ॥
অথবা অনঙ্গে ধোরে, রাখ যদি কারাগারে,
তাতেও বাঁচাও একদায়।
না থাকে কলঙ্ক ভয়, দুর্জ্জয় রিপুকে জয়,
অনেকেই অসমর্থ তায়॥
মদন এমনি গাধা, বিধিসহ বাদ সাধা,
নাহি মানে রাজার আইন।
যাতে প্রতিবাদী বিধি, সে তাহাতে দেয় বিধি,
অত্যাচার করে দিন দিন॥
অতএব মহীপতি, বিধবা অজ্ঞান অতি,
সতী রবে পতির অভাবে।
সে কথা বিশ্বাস করা, বসনে অনল ধরা,
উভয়তঃ সমান সম্ভবে॥
এই হেতু নিবেদন, পতিহারা নারীগণ,
কুলমান না থেকে না খেতে।
প্রাণে নাহি দিয়ে দুঃখ, না হইতে হেটমুখ,
শীঘ্র করে দেও যুড়ে যেতে॥

জলাঞ্জলি দিয়ে কুলে, যায় যদি ধ্বজা তুলে,
তখন না থাকিবে উপায়।
অতএব মহীপাল, থাকিতে বিহিত কাল,
বাঁধ আল ধরি তব পায়॥
আমাদের দলে নিয়ে, দলাদলি তুলে দিয়ে,
সর্ব্ব দুঃখ করহ মোচন।
আমাদের কষ্ট যায়, পিতৃ মাতৃ ঘোচে দায়,
সর্ব্বদিকে সুখের কারণ॥
পতিহারা নারী যারা, তারাই যে হয় সারা,
বিরহ সাগরে সদা ভাসে।
এমত কদাচ নয়, উভয়তঃ কষ্ট হয়,
স্ত্রী পুরুষ মরিতেছে ক্লেশে॥
বিধবার পিতা মাতা, সদা থাকে সন্তাপিতা,
বিনানলে দগ্ধ হয় প্রাণ।
শয়ন ভোজন সুখ, এক কালীন বৈমুখ,
জীবনেতে মরণ সমান॥
বিধবা তনয়া লয়ে, পিতা সশঙ্কিত হয়ে,
থাকে সদা কলঙ্কের ভয়ে।
তাতে যারা ধনহীন, কন্যাহেতু অনুদিন,
ক্ষুণ্ণ থাকে দায়গ্রস্ত হয়ে॥
পুরুষের সঙ্খ্যা যত, স্ত্রীলোকের সঙ্খ্যা তত,
নির্ণয় হয়েছে সংখ্যা করে।
কুমারী বিবাহ হলে, কিরূপে সংসার চলে,
সঙ্কুলন হয় কি প্রকারে॥
তাতেই বেড়েছে দর, কন্যার কি সমাদর,
মন্বন্তর যে সব গৃহেতে।
যেমন ছাগের দর, বৃদ্ধি হয় সুবিস্তর,
পূজাকালে আশ্বিন মাসেতে॥

সেইরূপ দিয়ে মূল্য, অমূল্য তালুক তুল্য,
নারীরত্ন যদি কেহ চায়।
আপন সর্ব্বস্ব ধন, প্রাণপণে দিলে পণ,
তথাচ অনেকে নাহি পায়॥
ভিটে মাটী বাঁধা দিয়ে, যদি কিছু টাকা নিয়ে,
যায় কেহ সম্বন্ধ করিতে;
কন্যার যে হাঁকে দর, সে হাঁকে কি টেঁকে বর,
ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায় ত্বরেতে॥
হথে যদি হয় বুড়া, তবে আরো দিতে যোড়া,
শ্বশুর কসুর নাহি করে।
ইহা নাহি মনে ভাবে, কন্যা কালি কি খাইবে,
গেলে পরে জামাতার ঘরে॥
কেনা বেচা আছে যথা, দৃষ্ট হয় সদা তথা,
কত নব কার্ত্তিক রয়েছে।
যার ঘরে নাই তঙ্কা, সে লঙ্কায় নব ডঙ্কা,
ভেবে২ মলিন হতেছে॥
ভেবে২ হয় সারা, হইয়াছে জেন্তে মরা,
তারে চেয়ে সুখী বিধবারা।
মানিতেছে কত সিন্নি, গৃহেতে আইলে গিন্নী,
দিবে সত্য নারায়ণে তারা॥
বিবাহ না হয় যার, তাহার যে অত্যাচার,
শুনিলে লোমাঞ্চ হয় কায়।
বাছেনাকো ঘর পর, কামশরে জ্বর জ্বর,
কলঙ্কের ঢাক বাজে তায়॥
কত দুঃখ বংশলোপে, পড়িয়া অনঙ্গ কোপে,
গায়ে মাখে কলঙ্কের ছোপ।
অন্ন দন্ত হীন হয়ে, কি হবে বনিতা লয়ে,
অল্পকালে পড়ে যাবে তোপ॥

দ্বিতীয় সংসার যার, তার দুঃখে নাহি পার,
হাতির গলায় ঘণ্টা বাঁধে।
কত দুঃখ প্রাণে সবে, কবে বউ বড় হবে,
তাই ভেবে মনেং কাঁদে ॥
বিধবার শূন্য ঘরে, যদ্যপি সংসার করে,
তবে কি ভাবনা থাকে তার।
কোলে করি কচি খুকি, সে কি কভু হয় সুখী,
আবার কি ভাবে সে সংসার ॥
ত্যজ ত্যজ এ আচার, যাতে এত অত্যাচার,
অনাচারে পূরে গেল দেশ।
আমাদের বিয়ে দিয়ে, যোগ্য বউ ঘরে নিয়ে,
শীঘ্র এর করে ফেল শেষ ॥
অতএব মহীপতি, আমাদের দেহ পতি,
পতি মতি গতি ও চরণে।
আমরা বালিকা সতী, মিনতি প্রণতি স্তুতি,
করিতেছি পতির কারণে ॥
শুন শুন মহীপতি, বিধবার গিয়া পতি,
কর কর দেশ উপকার।
থাকিবে তোমার নাম, আমাদের মনস্কাম,
পূর্ণ করি লও নমস্কার ॥

রাজা। হুকুম হইল যে বিধবাগণকে এত্তেলা দেওয়া ও মদনকে ওয়ারণ্ট দ্বারা তলব হয়। সভাভঙ্গ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৈঠকখানার গৃহে মহারাজ ও সভাসদগণ।

রাজা। সমুদায় সাংসারিক সুখে প্রবঞ্চিতা বিধবাদের অভিযোগ শ্রবণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে,

নয়নে জলধারা ধারণ করা ভার হইতেছে। আহা! তাহাদের তুল্য চিরদুঃখিনী ভূমণ্ডলে আর কোন স্থলে দৃষ্টি করা যায় না। তাহারা দারুণ কষ্টে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগে অসমর্থ হইয়া দেশের যেরূপ অনিষ্ট সাধন করিতেছে তাহা শ্রবণ করিলে পাষাণ-চিত্তেরও দয়া জন্মে। মম রাজ্যবাসিনী বিধবাগণে বনদগ্ধা হরিণীর ন্যায় দগ্ধচিত্ত হইয়া দিনযামিনী অতি কষ্টে জীবনযাত্রা সম্বরণ করিতেছে. সুখভোগের উৎকৃষ্ট উপায়ে বঞ্চিতা হইয়া অতি অপকৃষ্ট পথ অবলম্বন পূর্ব্বক এক কালে লৌকিক পারলৌকিক সুখে বিমুখ হইয়া কলঙ্ক পতাকা উড্ডীয়মান করিতে রত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা এতদ্দেশের সুখসৌভাগ্যের অধিকাংশ বিনষ্ট হইতেছে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিতেং আমার অন্তঃকরণ ক্ষণমাত্র সুস্থির হইতেছে না মন্ত্রি! শীঘ্র ইহার সদুপায় কর।

মন্ত্রী। মহারাজ! বিধবাগণের কষ্ট দৃষ্টে কাতর হওয়া উচিত নহে। কি জন্য আপনার অন্তঃকরণ এত অস্থির হইয়াছে বলিতে পারি না। কিন্তু মহারাজ! দুর্ভাগা বিধবাগণকে সর্ব্বসুখে বঞ্চিত করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। তাহারা যাহাতে সাংসারিক সুখে বঞ্চিত হইয়া কষ্টসাধ্য যন্ত্রণা ভোগে দিনপাত করে তদ্বিষয় বলপূর্ব্বক চেষ্টা করা কর্ত্তব্য তাহাদের দুঃখ প্রদানে অধর্ম্ম নাই। পূর্ব্ব রীতি অনুসারে বিধবাগণকে জ্বলন্ত হুতাশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইত এক্ষণে তাহা রহিত হওয়াতে অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটিয়াছে। বিধবারা জীবিত থাকিয়া অনেক সুখের উপায় চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের প্রতি যেরূপ দুঃখ দানের ব্যবস্থা আছে তাহা প্রবল করিতে চেষ্টিত না হওয়ায় তাহাদের অত্যন্ত স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হইয়াছে। আপনার সুকঠিন শাসনানুসারে তাহাদের অসীম কষ্টে কাল যাপন করাই কর্ত্তব্য

জ্ঞা। তজ্জন্য দুঃখিত হইবেন না বরং তাহাদের দুঃখ
দূরপর হউন।

রা। দুর্ভাগা বিধবাগণ কি অপরাধ করিয়াছে যে
তাহাদিগের প্রতি এইরূপ নির্দ্দয়াচরণের পরামর্শ দান করি-
ন তাহাদিগকে কষ্ট প্রদানে যে ধর্ম্ম হয় তাহার
কি?

মন্ত্রী। তাহার আবার কারণ কি? পুরুষানুক্রমে যে
হইতেছে তাহার কি আর কারণ জানিবার আবশ্যক
ই।

রাজা। না মন্ত্রি। বিধবাগণ কি হেতু এইরূপ দুঃসহ
ভোগ করিতেছে তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে।

মন্ত্রী। মহারাজ। যদি নিতান্তই তাহার কারণ জানিতে
করেন তবে একবার পুথী খানা দেখিয়া আসি।

মন্ত্রীর প্রস্থান।

বিছেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবেশ।

রাজা। তুমি কে হে।

বিছেরাম। মহারাজ আমি ব্রাহ্মণ, বাড়ী আমার নিশ্চি-
ন্তপুরে, একটি আশা করে মহারাজের নিকটে আসিয়াছি।

রাজা। কি আশা।

বিছেরাম। মহারাজ

আমি আইবড় বর নাম বিছেরাম।
বিবাহ করিতে আসিয়াছি তব ধাম॥
এত বড় হইয়াছি বিবাহ না হয়।
গৃহিণী অভাবে সব দেখি শূন্যময়॥
শুনিলাম বিধবারা করেছে দরখাস্ত।
তাহাদের খালি কমে হবে বন্দোবস্ত॥
সেই কমে ভর্ত্তি কর করি আশীর্ব্বাদ।
বিধাতার লিপি রাজা হয়ে যায় বাদ॥

দেখ আমি আসিয়াছি সকলের আগে।
দিওনা আমায় রাখি যদি কেহ মাগে॥
বিবাহ বাতুল বলে সকলেতে ডাকে।
রক্ষা কর মহারাজ পড়েছি বিপাকে॥
এই দেখ হাতে সূতো আসিয়াছি বেঁধে।
পাইব তইরি বউ আজি দিবে রেঁধে॥

পাত্র। বা! এ যে না উঠিতেই এক কাঁদি!

মিছে। দরকারের জন্যে, ভাই, সাধ করে কি কাঁদি।

পাত্র। তোমার একটা উপায় হলে বড় খুসি হওয়া যায়।

মিছে। যে আজ্ঞা মহাশয় আজ হলেই ভাল হয়।

মন্ত্রীর প্রত্যাগমন।

রাজা। কি হে মন্ত্রি! আবার ফিরে এলে যে! কিছু কথা আছে না কি?

মন্ত্রী। আর আমার মাথা আছে। বিধবা বিবাহ করিবে বলে এই একজন উপস্থিত! কলিকাল! সকলি ভগবানের ইচ্ছা (নস্য লইতেং কবিতা পাঠ)

অম্নানাং নিয়মং জ্ঞেষাং যোনিনাঞ্চ বিনশ্যতি।

রাজা। ও আবার কি বলে?

মন্ত্রী। আপনিই কেন জিজ্ঞাসা করুন না।

রাজা। কি হে তোমার আবার কি অবস্থা।

হরি। (তোতলার ন্যায় কথা)

সে সে দুঃখ বলিতে গেলে আমার প্রাণ ফাটে।
বি-বিধবা খায় ভাঁ ভাঁড়ে জল, আমি খাই খাটে॥

রাজা। এক্ষণে প্রার্থনা কি?

হরি। আমি দো-দোজবেরে বর, নাম হ-হরিদাস।
বি-বিবাহ করিতে বড়, আছে অভিলাষ॥

টা-টাকা বিনা, আমার বি-বিবাহ নাহি হয়।
গৃ গৃহিণী অভাবে রাজা, পি-পিণ্ড লোপ পায়॥
শু-শুনিলাম বিধবারা, চা-চায় নাকি বর।
ক-করিব বিধবা বিয়ে, হ-হয়েছি তৎপর॥

রাজা। হরিদাস! তোমার হাতে ও আবার কি হে?

হরি। ঘ-ঘরে থেকে সুতো বেঁধে এসেছি! কি জানি ন খাঁ-খাঁধতে শুধতে দেরি হলে পাছে ক-কষ্ট! মহারাজ! শু-শুভস্য শীঘ্রং।

রাজা। ওটা কি দিয়াছ বল, মাথার উপর?

হরি। বি-বিবাহের বর তাই, মা-মাথায় টোপর॥

রাজা। তবে পুরোহিত সঙ্গে করে আন্লে পার নাই।

হরি। (জনান্তিকে) হায়২ এত করেও বুদ্ধি ফ-ফকে যাই। (প্রকাশ্যে) পু পুরোহিত না হলে কি হ-হবে নাকো বিয়ে, মিছে। (হাঁ হবে বৈ কি) পুরোহিত মিলিবে, গঙ্গার টে গিয়ে।

রাজা। হরিদাস! তার জন্য আটক থাকে না। আ-র মন্ত্রিরও ওকর্ম্ম এসে থাকে।

মন্ত্রী। বিধবার বিবাহেতে, পুরুত তো নাই।
মন্ত্র পড়াইয়া যাবে, হোসেনের ভাই॥

রাজা। হরিদাস! তুমি যে একবারে বর সেজে এলে হার কারণ কি?

রাগিণী বিভাস। তাল একতালা।

হরি। শুন হে ভূপতি! বিধবা যুবতী, পাবে নাকি পতি। শুনে এলেম তাই। অনেক টাকা পণ, প্রাণ-যুড়ান ধন, কিসে যে এমন, উপায় কিছু নাই॥ ভাবিতাম মিছে, বাস্তু বৃক্ষ বেচে, হাতির গলায় ঘণ্টা, বাঁধিব হে কেঁচে, আবার ভাবি যদি থাকি পরে বেঁচে, গৃহিণী হইলে গৃহ যে চাই॥ পথেং কেন বেড়াই

আর কেঁদে, ভাবিলাম যাই হাতে সুতো বেঁ
যদি ভাগ্য ফেরে, আজি দিবে রেঁধে, রন্ধনে শয়
কেন কষ্ট পাই॥ সহে না সহে না বিরহ যন্ত্রণ
বিধবা ললনা করহে ঘটনা, উভয়ের তবে যাবে
যন্ত্রণা, মহারাজ আজি তোমারি দোহাই।

রাজা। হরিদাস! তোমার বয়ক্রম কি?

হরি। ম-মহারাজ! আমার চ-চল্লিসের এক বাকি আছে

মিছে। মহারাজ! ওর চাল্লসের কিছুই বাকি নাই আমি ওরে চেয়ে বেশ দেখতে পাই।

হরি। কা-কাণ দিয়ে নাকি?

রাজা। তোমার আর কে আছে।

হরি। গৃ-গৃহে বৃদ্ধ মাতা ভিন্ন, ত্রি-ত্রিসংসারে এ গণ্ডুষ যে জল দেয় এমন লো-লোকটি নেই। রা-রাত্রি হইলে কেবল এই বু-বৃহকাষ্ঠ খান গৃহ ব-বহির্ভাগে পড়ে থাকে। বা-বাড়ী অমনি শূন্যাকার রহিয়াছে যেন অরণ্য বাস হইয়াছে। আমার পি-পিতার আমি একটি স-সন্তা-ন। আ- আমাহইতে যে বংশটা নি-নির্ব্বাণ হইবে সেই ভাবনাই বড়। ম-মহারাজ যদি আমার বি বিবাহ দেন তাহলে চৌ-চৌদ্দ পুরুষের কায করেন।

রাজা। ভাল তোমরা পরিচয় দেও দেখি। হরিদাস তুমি কার পুত্র।

হরি। আমার পি-পিতার নাম ঠাকুর আইবুড় ভ-ভট্টাচার্য্য। পি-পিতামহের নাম গৃ-গৃহশূন্য ভট্টাচার্য্য। প্রে প্র-প্রপিতামহের নাম উদাসীন ভট্টাচার্য্য। তা-তার প বহুদিন হল আর স্মরণ হচ্চে না। আমরা রা-রাঢ়ীশ্রেণ কা-কামদেব পণ্ডিতের সন্তান, ব-বংশজ।

রাজা। ভাল, মিছেরাম! তুমি পরিচয় দেও দেখি।

মিছে। আমার বাপের নাম গণেশের ভাই, পিতামহ

...তদার চৈতন্য গোঁসাই। প্রপিতামহের নাম ভীমদেব গোস্বামী। তাঁর বাপের নাম শুকদেব গোস্বামী। আমরা ...রেন্দ্রশ্রেণী, নারদ গোস্বামীর সন্তান।

রাজা। ভাল তোমরা বিদ্যার পরিচয় দেও দেখি কে ... লেখা পড়া জান।

হরি। ব-বহু শাস্ত্র জানি মহারাজ! অনেক য-যজমান ...ছে। এক দিন আমার ফ-ফলার ফাক যায় না। বেদ... ...ত স্মৃতি ব্যা-ব্যাকরণ কাব্য সকলি প-পড়িয়াছি। এক্ষণে হয় যদি তবে দিন। ভ-ভবিতব্য বলিয়া আলস্য করি... না।

রাজা। তবে মিছেরাম? তুমি কি লেখা পড়া জান বল ...।

মিছে। শাস্ত্র টাস্ত্র জানি না কো, পড়েছি ইংরাজী।

রূপি বিনে হইয়াছি, বিধবাতে রাজি॥
পুরোর সেলারী পাই, লার্জ পরিবার।
আশা আছে এইবার, হব কুতদার॥

রাজা। ভাল, এক্ষণে তোমাদের নাম লেখা থাকিল ...হের সময় সংবাদ দেওয়া যাবে।

হরি। ম-মহারাজ! আজ হলেই ভা-ভাল হয়, বল ...জে এসে শু-শুধুমুখে ফিরে যেতে ল-লজ্জা করে।

রাজা। দেখ! বিবাহের দিনক্ষণ ভাল চাই, মন্দ দিনে ... হবে না।

হরি। ম-মহারাজ! আমি অতি দু-দুদীন ব্রাহ্মণ ...মাকে দান ক-করিতে আর শু-শুভদিনের অপেক্ষা কি?

রাজা। তথাচ যেরূপ পদ্ধতি আছে, তাহার অন্যথা ...া যায় না। বিবাহের দিন অবধারিত করে তোমাদের ...বাদ দেওয়া যাবে

হরি। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) তবে তবে আ চলিলাম। কিন্তু ম-মহারাজ যেন স্মরণ থাকে।

মিছে। হরিদাস গিয়াছে মহারাজ! এই বেলা আ দুই হাত এক করে দিন।

রাজা। তোমার দুই হাত কি একত্রে বেঁধে দিতে হ নাকি। মরয়াম!

মিছে। যে আজ্ঞা মহারাজ! তবে আমিও চলিল কিন্তু ভুলিবেন না আমি আগে আসিয়াছি।

রাজা। হাঁ! অদ্য বিদায় হও, বিবাহ দেওয়া কর্ত্ত হইলে অগ্রে তোমাকেই সংবাদ দেওয়া যাবে।

মিছে। যে আজ্ঞা মহারাজ! তবে আমি বিদায় হই (গান করিতে করিতে)

রাগিণী গরো ভৈরবী। তাল কাওয়ালি।

কে জানে কপাল যাবে পুড়ে। দলার কুলকাঁট পোড়ে॥ বসিবে গিয়ে প্রজাপতি কুলগাছে উড়ে এত যে হয়েছি বড়, ঘুচিল না মায় আইবড়, ব্যাকু করেছে বড়, কুলকাঁটার বেড়ে॥ এখন আর ন যে গতি, পতিহীনা পায় পতি, যদি আসে প্রজ পতি কুলগাছ ছেড়ে॥ কুলের তো নাই মু সে কেবল মনের ভুল, মজায় রমণীকুল, যে ক্ষার উপাড়ে॥

আগত। বহুদিন হইল একটি কুলকামিনী আক্ষেপপূর্ব্ব এই গান করিয়াছিল। তা যথার্থ বটে! কুলকণ্টবে আবর্জ্জন দিয়া বল্লাল যে কুল উদ্যানে স্থাপন ক রাছিল এক্ষণে সেই উদ্যানে কিছুই ফল দৃষ্ট হ না, কেবল বৃক্ষ সকল কণ্টকময় দৃষ্ট হইতেছে, যদি কু ফলোৎপন্ন হয় তাহা বিষম বিষময়প্রযুক্ত আস্বাদন মা সর্ব্বাঙ্গ অধর্ম্ম বিষে কলঙ্কিত করে। সেই উদ্যান মে

যে কত শত ভ্রূণহত্যা, স্ত্রীহত্যা ও কুৎসিত কলঙ্ক ঘটনা ঘটিতেছে তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু সেই কুলকণ্টকের কি মোহকার মোহিনী শক্তি যে প্রায় সকল ব্যক্তি সেই কুলনাশের মূলবৃক্ষকে কুলরক্ষার কারণ বলিয়া জ্ঞান করিতেছে। যদিচ অনেক ব্যক্তি সেই কালকূট ফল ভক্ষণে অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে তথাচ কুলগন্ধে বিমুগ্ধ হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। হায়২! কবে এই ভ্রমজাল ছিন্ন হইয়া কুল উদ্যানের কাণ্ড সকল সকলের চক্ষে স্পষ্ট হইবে তাহা কে বলিতে পারে। এই কুলকণ্টক ছেদন করিতে কেবল বিধবাবিবাহই প্রধান অস্ত্র, সকলে সেই অস্ত্র ধারণ করিলে কুলকামিনীগণের কুলকলঙ্ক নিবারণ অনেক লোকের কুল বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু আমি কাহাকেই বা বলিতেছি কেবা ইহা শোনে। আমার অরণ্যে রোদন হইতেছে।

(একজন পথিকের প্রবেশ)

পথিক। ভাই! তোমার চিত্তোদিত আক্ষেপ উক্তি নিষ্ফল অরণ্যে নিক্ষেপ হয় নাই। আমি তোমার পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া স্থিরচিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু ভাই বিবেচনা করিয়া দেখ বল্লাল স্থাপিত কুলকণ্টকে যেরূপ আমাদের সঙ্কটে ফেলিয়াছে দুহিতা-বাণিজ্যকারিরা তদধিক বিপদে নিক্ষেপ করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! এক্ষণে শুল্ক বিক্রয়দ্বারা পতিত হওয়া দূরে থাকুক প্রত্যুতঃ কন্যাবণিকগণের সহিত সম্বন্ধ সূত্রে বদ্ধ হইয়া তাহাদের সমাদর বৃদ্ধি করিতে হইতেছে। ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয়! বিশ্বস্রষ্টা অর্থোপার্জ্জনের কত শত উপায় সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন তথাচ আত্ম শরীরোৎপন্ন মাংস বিক্রয়রূপ নিকৃষ্টবৃত্তি অবলম্বনদ্বারা সম্পত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করা কি কুৎসিত কর্ম্ম নহে? মনুষ্যাভিমান রক্ষে এইরূপ কুৎসিত বাণিজ্য অব

যবন অপেক্ষা অপকৃষ্ট পশুকুলে জন্ম হওয়া কি শ্রেয়স্কর নহে? নদ্যাদিতে কি জল নাই পর্ব্বত সকল কি বৃক্ষহীন হইয়াছে বরং অরণ্যবাসী হইয়া ফলমূল ভক্ষণদ্বারা দিনযাপন কর্ত্তব্য, বরং নির্দ্দয় যবনগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া পশুমাংস বিক্রয় করা কর্ত্তব্য তথাচ আত্ম শরীরোৎপন্ন সন্তান বিক্রয় শ্রেয়ঃ নহে। দেখ ভাই! বালিকা বিক্রয় বৃদ্ধি বশতঃ দিন দিন কন্যা অতি অগ্নিমূল্য হওয়াতে অনেকে একেকালে বংশ রক্ষার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়াছি যে দেশে ছাগ অশ্ব গবাদির ন্যায় সহধর্ম্মিণীও মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয় সে দেশে বংশ বৃদ্ধির প্রত্যাশা থাকা কি অত্যন্ত সুকঠিন। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে এই সকল কুৎসিত কর্ম্ম কখন কি প্রবল হইতে পারে?

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কুলপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী।

সুমতি সুনীতি ও সাবিত্রী।

সুমতি। ওলো গঙ্গাজল! আজ আমাদের রাজসভায় যেতে হবে।

সাবিত্রী। কে বোল্লে লো! তোর আর ঠাট্টা দেখে বাঁচিনে। আমার গায়ে হাত দিয়ে বল দেখি।

সুমতি। আমি বুঝি গঙ্গাজল ছুঁয়ে মিথ্যে কোর্ব।

সুমতি। সেখান থেকে লোক এসেছে। এই দেখ আমরা বেরিইছি।

সাবিত্রী। কোথায় বুঝি নিমন্ত্রণ হয়েছে।

সুনীতি। মরণ আর কি! কেবল নিমন্ত্রণ খুজেই গেলি। ...জরাজ সভা থেকে নিমন্ত্রণের পত্র এসেছে শীগ্গির চল্।

সাবিত্রী। তবে চল্ ভাই।

সুনীতি। দেখেছ ভাই! নিমন্ত্রণের নাম শুনে অমনি ...রয়েছে।

সুমতি। সুশীলা কুলবালা সতীদের সব ডেকেছিস।

সুনীতি। তারা আস্ছে. তবু একবার ডাকি।—ওলো ...লকুল! তোর কি আর হয় না, ভাই! গয়না পাছিস ...কি।

সতী। না, ভাই! একখান ফরসা কাপড় পাচ্ছি নে, যে ...র যাই।

কুলবালা। আর ফরসা কাপড়ে কায নেই। অমনি ...য়ে গেলিই বাঁচি। কথায় বলে

বড় বা যে তার দুপায়ে আলতা।

সুনীতি। মিথ্যা নয় ভাই। শাস্ত্রমতে চোল্‌লে আমা... ফরসা কাপড় কি সাজে। আমাদের মরণই ব্যবস্থা।

সতী। আমরা খুন করেছি নাকি?

সুমতি। এদেশের তো বিচারই এইরূপ তা কি শুনিস ...এখন যেন সাহেবেরা উঠিয়ে দিয়াছে। আগেতো ...নি অপরাধে পুড়িয়ে মারিত। বাপ মরিলেই মা মরিত

সতী। সাহেবদের কি দয়ার শরীর! দেখ ভাই ...জা আমরা বেঁচে আছি।

সুমতি। সেটা বড় দয়ার কর্ম্ম হয় নি লো! আমাদের দেশের পুরুষদের গুণে সে যেমন মোল্লাদের মুর্গি পোষা হয়েছে।

সাবিত্রী। ইস তোরা যে একবারে কনে সেজে-বেরেইছিস। হাতে সুতো বেঁধে নিলেনে কেন। যদি হয় তবে একবারে সেখান থেকে ঘোড়া গেঁথে আসতিস।

সরলতা। তা কি ভুলিছি নাকি। এই দেখ আঁচলে খান দুর্ব্বা বাঁধা আছে।

সুমতি। এখন উল্‌টে শ্রী না হলে হয়।

সরলতা। তা ভাই উল্‌টো শ্রীই হউক, আর সো শ্রীই হউক, এখনতো গয়না পরে কনে সেজে সাধ মিটাই

সতী। কিন্তু দেখ সই! এ সাজায় যেন সাজা হয় ন

সুমতি। হায় হায় দুঃখও ধরে হাসিও পায়। ও সাং সেটান যেন বেহারার বিয়ের সময় পালকী চড়া।

সাবিত্রী। সেতো তবু ভাল, তাদের বিয়েতে গো নেই, আমাদের যে এখন কি হয় কিছুই বোলতে পারি না

সুমতি। আমার কিছুং ভরসা হচ্চে, উকীলটে ব পাকা। দরখাস্ত যেরূপ লেখা হয়েছে তাতে তো সুবি হতে পারে।

কুলবালা। দুর্গা! দুর্গা! যা করেন মা সুবচনী। দাঁড় গোপান দিয়ে পুজো দিব। মা! তুমি যদি মুখ তুলে চাও।

সুশীলা। আমাদের মনে যত দুঃখ তত দুঃখ যদি রাজা মনে উদয় হয় তবে কি আর এ শুভ কর্ম্ম হতে বাকি থাকে

সাবিত্রী। কৈ, পতিব্রতা কোথা গেল, তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে যে। তার এই বয়েসে এই দুর্দ্দশা দে অনেকের মনেই দুঃখ হবে।

সুশীলা। সে খেলা কর্ত্তে গিয়াছে। তাকে ডে ডেকে আনি। সুশীলার গমন।

কুলবালা। আমাদের দুঃখ দেখে পুরুষেরা দুঃখ কো র্বে কেন? তাহলে তো দেশে রঙ্গ ভঙ্গ বৃদ্ধি হতে পারিবে না। পুরুষদের ও সুখ বোধ হবে না।

সুনীতি। পুরুষদের একটা থাকুতেং যে দশপোনেরো বিয়ে হয় তাতে তো স্বর্গের দ্বারে কাঁটা পড়ে না। আ

...দের যদি মরে গেলেও আর একটা বিয়ে হয় তাহলেই ...নাশ। এবড় চমৎকার বিচার। যেমন কথায় বলে.

দেবতার বেলা লীলেখেলা ॥
পাপ লিখেছে মানুসের বেলা ॥

...লতা। আমার বোধ হয় পুরুষেরা ভাবে যে তারা ... করে স্বর্গে যাবে আমাদের তো জোর নেই আমারা ... পারিব না।

...তি। পরমেশ্বরের কাছে কি জোর আর অজোর ... তাঁর কাছে একটা হাতিও যেমন একটা মশাও ...। কি বলিস গঙ্গাজল।

...বিত্রী। এখন আর গল্পে কায নেই। দুর্গা। দুর্গা ... সকলে বেরোও।

সকলের রাজভবনে গমন।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ব্ভাঙ্ক।

রাজসভা, মহারাজ দেশাচার, মন্ত্রী পাত্রমিত্রগণ।

(বিধবাগণ অন্তরালে।)

...ত্র। মহারাজ! গত কল্য বিধবাগণ যে দরখাস্ত ...য়াছে তাহাতে বিধবাগণের ও মদনের রাজসভায় উপ-স্থিত হওনের আদেশ হইয়াছে। মহারাজ! দূতগণ ...স্থান অন্বেষণ পূর্ব্বক দুরাত্মা মদনের কোথাও সন্দর্শন ...য় নাই। এক্ষণে বিধবাগণের প্রতি উচিত আদেশ প্রদান হউক।

রাজা। বিধবাগণকে এখানে আসিতে বল।

দূত। ও মাই মহারাজ অবলোককো তলব কিয়া।

সুমতি। ওলো গঙ্গাজল! ঐ মহারাজ তলব কিয়া।

সাবিত্রী। কি মহারাজ ডাকছেন আচ্ছা যাচ্ছি চল।

সুশীলা। সাবিত্রী দিদি! আমি ভাই রাজসভায় যেতে টেঁকতে পারিব না। তুই সত্যী পতিব্রতা ও কুলবালাকে সঙ্গে নিয়ে রাজামহাশয় যা বলেন শুনে আয়।

সাবিত্রী। তোর আর রঙ্গ দেখে বাঁচিনে! নাচিতে বসেছিস আর ঘোমটায় কাধ কি না। চল্ সকলে মিলে যাই।

(সকলের রাজসভায় আগমন।)

পাত্র। মহারাজ সাক্ষাত তপস্বিনী রূপিণী বিধবা রমণীগণ কন্দর্প দর্প নিবারণার্থে যাঁহারা অভিযোগ করিয়াছেন তাঁহারা একণে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের প্রতি যথাবিহিত অনুমতি করুন।

রাজা। হাঁ! কি গো বিধবা ললনাগণ, অনঙ্গ অন্তরীক্ষে থেকে কিরূপে বাণ নিক্ষেপ করে এবং সেই শরসন্ধানে তোমাদের তুল্য সাধ্যা পতিব্রতা বিধবাগণের কি রূপে কষ্টকর বিবেচনা হয় তাহা না জানিলে কোনমতে বিচার হইতে পারে না, আর সেই দুর্বৃত্ত কন্দর্পকে দণ্ড করাও যায় না। অতএব সেই সকল সবিস্তার বর্ণন কর।

বিধবাগণ। মহারাজ! সে দুঃখ আর বলে জানাবার নয়। তবে অনুভব করিলেই মনেং বুঝিতে পারিবেন; তবে যৎকিঞ্চিৎ বলি।

পাত্র। রস, রস, আগে সপথ বাক্য পাঠ কর। বল পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া এই মোকদ্দমায় যাহা বলিব তাহা সত্য, সম্পূর্ণ সত্য। সত্য ভিন্ন মিথ্যা হইবেক না।

বিধবাগণ। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া এই মোকদ্দমায় যাহা বলিব তাহা সত্য, সম্পূর্ণ সত্য। সত্য ভিন্ন মিথ্যা হইবেক না।

পাত্র। একণে তোমারদিগের মোকদ্দমার অবস্থা বল।

বিধবাগণের এজাহার।

বিধবাগণ। সহজে কি সহা যায়, পড়িয়াছি ঘোর দায়,
প্রাণ যায় বিরহ জ্বালায়।
আমরা সতী রমণী, হইয়াছি অনাথিনী,
পতিশোকে পাগলিনী প্রায় ॥
লাজে প্রকাশিতে নারি, গুমুরে গুমুরে মরি,
মদন অন্তরে হানে বাণ।
পতির বিরহানলে, সতত অন্তর জ্বলে,
ভস্মে ঢাকা অনল সমান ॥
দারুণ কুসুমবাণে, ঘৃতেতে আহুতি দানে,
দাবানল সম যেন জ্বলে।
নাশিতে বিরহ ব্যাধি, বিবন্ধ বিষয়ৌষধি
ব্যবস্থা আছিল পূর্ব্বকালে ॥
পূর্ব্বেতে বিধবাদলে, অন্বাগিক বন্ধু বলে,
পোড়াইত জ্বলন্ত আগুণে।
সে পোড়া যে ছিল ভাল, পুড়িতেছি চিরকাল,
মদন আগুনে শতগুণে ॥
যে দেবের পোড়া অঙ্গ, সেই তো পোড়ায় অঙ্গ
বিপক্ষ হইয়া এইক্ষণে।
জানিয়া পোড়ার মুখ, তবু সে পোড়ার মুখ,
পোড়ায় বিরহ হুতাশনে ॥
শয়নে স্বপনে জ্ঞানে, ভ্রমণে ভোজনে ধ্যানে,
কোন স্থানে নাহি বাঁচে প্রাণ।
কোকিল মরিল তায়, মলয় অনিল গায়,
লাগে যেন বিষের সমান ॥
ফুটিলে সুগন্ধ ফুল, উড়ে যত অলিকুল,
জাতিকুল থাকে না থাকে না।

মদন তসীল করে, জমা ওয়াসীল ধরে,
বাকি কিছু রাখে না রাখে না ॥
কিছুতেই ক্ষান্ত নয়, বধিতে উদ্যত হয়,
তাই আসিয়াছি নরপতি।
শুন শুন দণ্ডধর, মদনের দণ্ড কর,
কিম্বা আমাদের দেও পতি ॥

বিধবাগণ। মহারাজ! আমাদের উকীল মহাশয় আমাদের হয়ে যা বল্‌বেন তা শুনে বিচার করিতে আজ্ঞা হয়।

উকীলের বক্তৃতা।

উকীল। মহারাজ! বিধবাগণের দারুণ দুঃখ মনে হইলে বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যায়। যাহাদের সহিত এক গর্ভে জন্মিয়াছি এক মাতার স্তনপান করিয়া বাল্যকাল যাপন করিয়াছি—একরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া বাল্যকালে কত বাল্যক্রীড়া করিয়াছি সেই ভগিনীগণ যখন বিধবা হয়—যখন অতুল্য স্নেহের সহিত যে কন্যাগণকে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছি সেই দুহিতাগণ বাল্যকালে অনাথা হয়—তখন যে আমরা তাহাদিগের প্রতি দয়া শূন্য হইয়া দারুণ কষ্টের ভার অর্পণ করিয়া কখন করুণা-চক্ষে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করি না তাহার কারণ কি? শুদ্ধ নিত্য নিত্য তাহাদের দারুণ দুঃসহ দুঃখসমূহ দৃষ্টি করিয়া আমাদিগের প্রকৃতি নিতান্ত নিষ্ঠুর হইয়াছে—হৃদয় নিতান্ত নির্দ্দয় হইয়া উঠিয়াছে—অন্তঃকরণ এককালে পাষাণবৎ অচেতন হইয়া নিত্য দৃষ্ট বৈধব্য দুঃখে কাতর হইতে চাহে না—চিত্ত বজ্র লৌহাদির ন্যায় কঠোর হইয়া বিধবার দুঃখে করুণারসে আর্দ্র হইতে পারে না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে অর্থহীন দীন ব্যক্তি আতিথ্য সৎকার হীন নির্দ্দয় হৃদয় নির্ব্বান্ধবদেশে গমন করিলে যেরূপ কষ্টে পতিত হয়

[illegible]দেশীয়া বিধবা ললনাগণ অবিকল সেইরূপ কষ্টে [illegible]নযাপন করিতেছে তাহাদের সহিত যেন আমাদের কোন সম্বন্ধই নাই। কোন ভিন্ন দেশীয় হীন ব্যক্তির এইরূপ কষ্ট শ্রবণ করিলে সকরুণ ব্যক্তিগণের অশ্রুপূর্ণ লোচন [illegible]—হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের নয়নাগ্র-ভাগে যখন বিধবা ললনাগণ বৈধব্যাবস্থায় দীন দুঃখিনীর ন্যায় পতিবিয়োগ চিহ্ন প্রদর্শনার্থে বেশভূষাদি পরিত্যাগ করে—বাল্যকালে বিধবা হইয়া স্বামিবিরহ জন্য যাবজ্জীবন দুঃখমোচনার্থে প্রতিদিন হবিষ্যান্ন ভোজন করে—মধ্যে২ [illegible] কম্পিতকর একাদশী দিনের ভয়ঙ্কর উপবাসে দিবা-রজনী যাপন করে—দারুণ পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া প্রাণ [illegible]য়োগ হইলেও জলবিন্দু পানের প্রত্যাশা হীন হইয়া থাকে—ও ব্রাহ্মণ কায়স্থবর্ণের বিধবাগণ মুমূর্ষকালে অন্ত-র্জলাবস্থায় মুখমধ্যে জল প্রদান করিয়া প্রাণরক্ষা কর-ণার্থ যখন জল প্রার্থনা করিয়া থাকে তখন আমরা আত্ম [illegible]জননী কি ভগিনী কি দুহিতা বলিয়া কিছুমাত্র করুণা প্রকাশ করিতে চাহি না, সকল সম্বন্ধসূত্র বিস্মৃত হইয়া বি-ধবার নাম স্মরণ করিয়া এককালে দয়া মায়াশূন্য হই তাহার [illegible]র অন্য কারণ দৃষ্ট হয় না কেবল নিত্য নিত্য বিধবা-গণের কষ্টসমূহ দর্শনপূর্ব্বক আমাদের মন চৈতন্যশূন্য হইয়া উঠিয়াছে এই কারণেই আমরা আর তাহাদের প্রতি স্নেহপূর্ব্বক সান্ত্বনা বাক্য প্রদান করি না—উপবাসকালে জলবিন্দু পান করিতে একবারমাত্র অনুরোধ করি না—এই কারণেই অস্মদ্দেশে বিধবার দুঃখে করুণা-চক্ষে অশ্রুপাত করে এমত ব্যক্তি একজনও দৃষ্ট হয় না। আমরা বাল্য বিধবাগণের বিরহ দুঃখ বিমোচনার্থ যত্নবান হইতে পারি না, পুনর্ব্বার পতি পাইবার প্রত্যাশা দিয়া প্রফুল্লচিত্ত করিতে পারি না। হায়২! কি নিষ্ঠুর বঙ্গদেশ—কি নিষ্ঠুর হিন্দু-

জাতি—কি নির্দ্দয় কুরীতিপাশে বদ্ধ হইয়া বিধবাগণ যাব-জ্জীবন কষ্ট পাইতেছে। যাহাদের বিবাহ দিলে সন্তান সন্ততী হইয়া দেশের সমূহ উপকার হইতে পারে তাহাদের প্রতি পতি নিষেধের ব্যবস্থা করিয়া সুখ সৌভাগ্যের পথে কণ্টক প্রদান করিয়াছি বিধবাগণকে কোন সজীব প্রাণী বলিয়া মনে করি না, সামান্য চৈতন্য বিশিষ্ট লোকে পশু পক্ষির প্রতিও যেরূপ নিষ্ঠুর হইতে পারে না আমরা বিধবাগণের প্রতি তাহাপেক্ষা নিষ্ঠুর হই যখন বিধবা তনয়াগণ পতি বিরহে কাতর হয়—অধৈর্য্য হইয়া পাপ পঙ্কে পতিত হয় অবশেষে সতীত্বনাশ ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পাপাচরণ করে তখন কি পিতা লোকানুরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়া উক্ত অত্যাচার সকল নিবারণ করিতে সক্ষম হই না। এই কুরীতির প্রভাবে ভারতবর্ষের কত কন্যা যাবজ্জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে অশক্তা হইয়া উদ্বন্ধন এবং বিষপানাদি দ্বারা আত্মঘাতিনী হইতেছে—কত বিধবা রমণীগণ শারীরিক বিকারে অধৈর্য্য হইয়া সন্তান নাশপ্রভৃতি অদ্ভুত পাপের সৃষ্টি করিয়াছে এবং কুল ভয় লজ্জায় জলাঞ্জলী দিয়া ব্যাভিচারিণী হওয়াতে পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃ কুলের মান নাশিনী হইয়াছে ও কত নরহত্যাপ্রভৃতি ভয়ঙ্কর অত্যাচারের কারণ হইতে দৃষ্ট হইয়াছে এবং অদ্যাপিও হইতেছে তাহা সঙ্খ্যা করা যায় না। এই কুৎসিত রীতি অবলম্বন করিয়া ভদ্র কুলোদ্ভব অনেক সন্তান যাহারা জীবিত থাকিলে এই সংসারে অসাধারণ ধীসম্পন্ন এবং অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইতে পারিত কত অসাধারণ কার্য্য করিয়া এতদ্দেশের বহুতর উপকার সম্পাদন করিতে পারিত, স্ব স্ব কুলের স্বীয় দেশের কীর্ত্তি পতাকাস্বরূপ হইত তাহারা ভূমিষ্ট না হইতে না হইতে মাতৃ গর্ব্ভেই নষ্ট হইতেছে।

াহা! আমরা কি মনুষ্য! না কুরীতি পাশে বদ্ধ হইয়া ল্লুক ব্যাঘ্রাদি হইতেও হিংস্র জন্তু হইয়া উঠিয়াছি। যত দিন বিধবাগণের এই সকল ভয়ঙ্কর অত্যাচারমূলক কুরীতি চ্ছেদ করিতে যত্নবান না হইব যত দিন বিধবার দুঃখে াতর হইতে না শিক্ষা করিব ততদিন আর আমাদের দে-র সৌভাগ্যের সম্ভাবনা কিছু মাত্র দৃষ্টি করা যাইবে না।

বিধবার দুঃখ আর, সহ্য নাহি যায়।
ত্রিসংসারে কেহ নাই, তার প্রতি চায়॥
পতির মরণ হলে, নবীন বয়েসে।
অহর্নিশি অনাহারা, দুঃখার্ণবে ভাসে॥
ব্রহ্মচর্য্য কত ক্লেশ, কি হইবে বলে।
অনুমাত্র জানা যায়, পিতা মাতা মলে॥
প্রতিদিন হবিষ্যান্ন, করিয়া ভোজন।
পতির অশৌচ পালে, যাবজ্জীবন॥
মাঝে মাঝে একাদশী, দিনে উপবাস।
জলবিন্দু পানের না থাকে, কোন আশ॥
উপবাসে কত কষ্ট, জানে দীন হীনে।
কিঞ্চিৎ জানেন কেহ, শিবরাত্রি দিনে॥
হৃদয় বিদীর্ণ হয়, শুনিলে সে ক্লেশ।
পতির বিয়োগ চিহ্নে, পরিবর্ত্ত বেশ॥
অনাহারে জীর্ণ কায়, বেশভূষা হীন।
দেখিলে বিধবা ক্লেশ, দুঃখী হয় দীন॥
খাদ্য দ্রব্য নানাবিধ, আছে ধরাতলে।
পতির মরণ হলে, কিছু নাহি চলে॥
ভরসা কেবল মাত্র আতপ তণ্ডুল।
কোন দিন বিধবার হয় তাহে ভুল॥
চতুর্দ্দিক হয় শূন্য, পতির বিরহে।
ধন্য প্রাণ বিধবার, তাই এত সহে॥

দারুণ দুঃখেতে সদা, ভাসে অশ্রুজলে।
কাঁদে মাত্র অন্যের, মরণ শোক ছলে॥
যেঅবধি স্বামি হারা, হয় নারীগণ।
তরুর সহিত যেন, লতার পতন॥
তরু হীন লতা দেখ, থাকে কত দিন।
কতক্ষণ বাঁচে বল, জল ছাড়া মীন॥
জলদ বিহীনে কি, চাতক বাঁচে প্রাণে।
নাবিক বিহীনে তরী, বাঁচে কি তুফানে॥
অবলার বল পতি, জীবনের ধন।
জাতিকুল মান ধর্ম্ম, রক্ষার কারণ॥
জীবন সর্ব্বস্ব ধন, নিধন যাহার।
তাহার দুঃখেতে দুঃখ, নাহি হয় কার॥
স্বামির বিরহানল, অন্তরেতে জ্বলে।
একাদশী তাহে পুনঃ, ঘৃত দেয় ঢেলে॥
অন্তরের দাবানলে, দগ্ধ দেহ যার।
ব্রহ্মচর্য্যে তারে কেন, দগ্ধ করে আর॥
জ্বালার উপরে জ্বালা, নহে নিবারণ।
মৃত্যুদেহে যেন পুনঃ, বজ্রের পতন॥
কে দেখেছে নিদারুণ, এ হেন বিচার।
মড়ার উপরে যেন খাঁড়ার প্রহার॥
সর্ব্ব সুখ হীন হয়ে, আছে যে সংসারে
একাদশী সর্ব্বনাশি, গ্রাস করে তারে॥
দুর্ব্বলের প্রতি এত, সুকঠিন বিধি।
দয়া কি নির্দ্দয় হয়ে, ডুবেছে জলধি॥
তারাই কি ভূমণ্ডলে, ছিল একা দোষী।
করিবে অনাথা হয়ে, সবে একাদশী
পঞ্চম বর্ষেতে যদি, গত হয় পতি।
বল দেখি তার তরে, কি হইবে গতি

যে কন্যা না বোঝে কিছু বিবাহের মর্ম্ম।
সে করিবে একাদশী তপস্বির ধর্ম্ম॥
অসম্ভব আশা হেন না দেখি কোথায়।
হস্তির যে ভার তাহা বহিবে অজায়॥
ভেকে কি কখন পারে ভুজঙ্গ ধরিতে।
পতঙ্গের শক্তি কোথা মাতঙ্গ বধিতে॥
দুগ্ধপোষ্য কন্যা একাদশী আচরিবে।
দেহে যদি প্রাণ থাকে তবে তো পারিবে॥
যে না জানে কর তুলি করিতে আহার।
সে করিবে একাদশী কথা চমৎকার॥
ঋষিরা কি বিধবারে উপযুক্ত দেখে।
গিয়াছেন তপস্যার প্রতিনিধি রেখে॥
যখন কুমারী ধরি মাতার অঞ্চল।
চক্ষু জলে ভাসিতে ভাসিতে চায় জল॥
তখন কি বাঁচে আর জননীর প্রাণ।
আপন কন্যারে নাহি, করি জলদান॥
কোথা আছে হেন মাতা, পাষাণ সমান।
কুমারীরে উপবাসি, রেখে ধরে প্রাণ॥
তখন কি শাস্ত্র কথা, শোনে আর কেহ।
যত পাপ হয় হবে, বলে মাতৃ স্নেহ॥
রাখিলে শাস্ত্রের বাক্য, কন্যা বধ হয়।
মাতাও কি হতে পারে, এমন নির্দ্দয়॥
দেখিলে যাহার দুঃখ, প্রাণ ফেটে যায়।
কিরূপেতে উপবাসী, রাখিবে তাহায়॥
কোথা আছ দয়া ধর্ম্ম, কোথা হে করুণা।
বারেক দেখ না আসি, বিধবা বেদনা॥
কি দোষে জন্মিয়া তারা, এই ভূমণ্ডলে।
সর্ব্ব সুখ হীন হয়ে, জ্বলে দুঃখানলে॥

পিতা মাতা ভ্রাতা হেতু, করিয়া রন্ধন।
উপবাসী হয়ে থাকে, মুদিয়া নয়ন॥
সে কষ্ট নয়নে দেখে, নাহি কয় কথা।
হায় হায় ভয়ানক, দেশাচার প্রথা॥
যেই জানে দান দিতে, দেখে দুঃখি দীন।
তনয়ার দুঃখে দুঃখী, নহে এক দিন॥
শুন শুন মহারাজ, কথা মিথ্যা নয়।
তব ইচ্ছা মাত্রে দুঃখ, সব দূর হয়॥
নাহি দেও জলাহার, তাহে নাহি খেদ।
ঘুচাইয়া দেহ রাজা, পতির বিচ্ছেদ॥
তাহাতে যেরূপ দুঃখ, বিধবাতে পায়।
শুনিলে সে সব ক্লেশ, প্রাণ ফেটে যায়॥
পাষাণে নির্ম্মিত নহে, বিধবার প্রাণ।
কিরূপে সহিবে দগ্ধ, মদনের বাণ॥
শোণিত মাংসেতে গড়া, বিধবার দেহ।
বিধাতা দিয়াছে তাতে, কাম ক্রোধ মোহ।
যে কামের আজ্ঞাকারি, দেব ঋষি মুনি।
কিরূপে সহজে বল, সহিবে কামিনী॥
যে অনঙ্গ প্রভাবেতে, অধৈর্য্য সকল।
যার বাণে পৃথিবীর, বীর সুচঞ্চল॥
সেই বাণ নিবারিবে পতিহীনা নারী।
যোগে পেলে সধবারে, হয় যাতে হারি॥
যাহাদের সুখহেতু, সৃষ্টি হয় কাম।
কিসে তারা দিবানিশি, করে হরিনাম॥
ক্ষণেকে প্রলয় হয়, পুরুষের হলে।
জাতিকুল ধর্ম্ম মূল, নাশে অবহেলে॥
কামহেতু নষ্ট কত, বিক্রম কেশরী।
সাক্ষি তার দশানন, পাণ্ডু আদি করি॥

হর যোগ ভঙ্গকারি, অনঙ্গের বাণ।
কেবা নাহি জানে তার, বিষম সন্ধান॥
পতিরূপ দৃঢ় বর্ম্ম, নাই যার বক্ষে।
বল কিসে সেই বাণে, পারিবে হে রক্ষে॥
অবলা সরলা মূর্খ, স্বামিহারা যারা।
কিরূপেতে জাতিকুল, রক্ষা করে তারা॥
বালির বাঁধে কি থাকে, সাগরের জল।
বসনে কি ঢাকা যায়, জ্বলন্ত অনল॥
কমল যদ্যপি থাকে, শুষ্ক সরোবরে।
তবে কি তপন তাপ, সহিবারে পারে॥
কাণ্ডারি বিহীনে তরী, ভাসিতেছে বঙ্গে।
কিরূপেতে রক্ষা পাবে, বিষম তরঙ্গে॥
অনঙ্গ তরঙ্গ যার, লাগিয়াছে গায়।
অকূল সাগরে তারে, অমনি ভাসায়॥
কোথা যায় জাতিকুল, ধর্ম্ম অভিলাষ।
কুলগর্ব্ব খর্ব্ব সব, হয় সর্ব্বনাশ॥
গোপনে অধর্ম্ম করে, তাও প্রাণে সয়।
তথাচ প্রকাশ্য বিয়ে, নিন্দা অতিশয়॥
ভদ্র গৃহে ইতরেতে, বরমাল্য লয়।
গুপ্ত বর হতে বুঝি, কুলোজ্জ্বল হয়॥
তাহাও কি বহুদিন, থাকে কভু ছাপা।
দুই এক মাস থাকে, বসনেতে চাপা॥
ক্রমেতে উদর উচ্চ, হেট হয় মুখ।
তাহাতে কেবল বাড়ে, বিধবার দুঃখ॥
পতিত থাকিলে ভূমি, কণ্টক উৎপত্তি।
জানিয়া তথাচ করে, বিবাহে আপত্তি॥
লজ্জাহেতু পিতা মাতা, করয়ে ভর্ৎসন।
বুঝিয়া না বোঝে তার, আসল কারণ॥

কলঙ্কের ভয়ে করে, গোপনে সে কায।
সেই কাযে কুলের মস্তকে পড়ে বাজ ॥
বিধবার ঘোর দায়, বিষম শঙ্কট।
পাপের উপরে পাপ, দারুণ উৎকট ॥
আপন উদরে যারে, করেছে ধারণ।
অনায়াসে তার প্রাণ, বধে অকারণ ॥
কোথা যায় মাতৃ স্নেহ, কোথা দয়া ধর্ম্ম।
কি ছার কুলের ভয়ে, করে পাপ কর্ম্ম ॥
জাতি কুল মান রক্ষা, হেতু সদা ভয়।
ভ্রূণহত্যা মহাপাপ, সেটা কিছু নয় ॥
অনায়াসে গর্ব্ভ নাশে, নাহি ধর্ম্মভয়।
প্রকাশ হইলে পাছে, হয় সমন্বয় ॥
রাখিলে কলঙ্ক ঘটে, না রাখিলে পাপ।
উভয়তঃ বিধবার, ঘটে পরিতাপ ॥
গোপনে পতিত বীজ, হয়েছে অঙ্কুর।
প্রকাশ্যে হইলে হত, আনন্দ প্রচুর ॥
বিধবার মনে কত, হইত উল্লাস।
আগে না বুঝিয়া মূল, শেষে সর্ব্বনাশ ॥
পিতা মাতা শশব্যস্ত, কিসে রবে জাতি।
জাতির না বুঝি মূল, কেবল বজ্জাতি ॥
যবনের গলে মালা, দিয়াছে যে আগে।
তার আর জাতিকুল, ধর্ম্ম কোথা লাগে ॥
গোপনে বিবাহ হলে, বুঝি নাই দোষ।
প্রকাশ্যে হইলে সবে, হন অসন্তোষ ॥
আহা মরি দেশাচার, বলিহারি যাই।
এমত কুপ্রথা আর, কোন দেশে নাই ॥
যদি বল শাস্ত্রে নাই, পরিণয় দান।
মার কি শাস্ত্রে না দেখে মারিতেছে প্রাণ ॥

সধবা বিধবা নাহি, করে কোন ভেদ।
মদন নাস্তিক অতি, নষ্ট করে বেদ॥
হিন্দুধর্ম্ম পড়ে নাই, বুঝি কভু কাম।
ঘোর মূর্খ বিধবারে, না দেয় বিশ্রাম॥
হিন্দুশাস্ত্র যদি পড়া, থাকিত তাহার।
তবে কি বিধবাগণে, করিত প্রহার॥
ঋষির সহিত যদি, গত হয় সার।
তা হলে কি ধর্ম্ম নষ্ট, হয় বিধবার॥
উচিত বাঙ্গালি ধর্ম্ম, অনঙ্গের পড়া।
তাহার কর্ত্তব্য নহে, কর্ম্ম শাস্ত্র ছাড়া॥
দেশের পণ্ডিতগণে, করি নিবেদন।
অনঙ্গে করান ধর্ম্ম, শাস্ত্র অধ্যয়ন॥
তাহা হলে ধর্ম্ম কর্ম্ম, রক্ষা পাবে সব।
বিধবার পরিণয়, না থাকিবে রব॥
কাম যদি ক্ষান্ত হন, বিধবা বধিতে।
আর কে চাহিবে তবে, পরিণয় দিতে॥
অথবা কামেরে দণ্ড, কর মহীপতি।
নতুবা কর হে স্থির, বিধবার পতি॥
উভয়ের এক দিক, কর মহারাজ।
রক্ষা যাতে হয় রাজা, বিধবাসমাজ॥

রাজা। হুকুম হইল যে কল্য সখীর সহিত [illegible]

চতুর্থাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিলাসিনী ও রঙ্গিণী।

বিলা। ওলো রঙ্গিণী। কল্য আর শুনিছিস [illegible]

গেলো বিধবা ছুঁড়ি বিয়ে কোর্বে বলে রাজার কাছে দাস্ত করেছে। তুই করিস্ তো বল্।

রঙ্গি। সত্তি নাকি? হয় যদি তো ভাল হয় আ আর ছুটো ছুঠাঁই করিতে ভাবনা থাকে না।

বিলা। ছুটো ছুঠাঁই কি লো। করিস্ তো শীগ্গির আ

রঙ্গি। কোথায় যাব লো, আমি যে পেটের ভরে ন ত্তে পারি না।

বিলা। আ মরণ। তোর আবার পেট নাকি?

রঙ্গি। আমার তো ভাই দশ মাস যেতে ভয় সবে না বিয়ে হলেই সুতিকাঘরে যেতে হবে।

বিলা। তবে বিয়ের সময় বর যদি তোর কাপড় ঢা ঢাকাই জালা দেখতে পায় তাহলে যে আঁতকে উঠিবে। সভার মাঝে ঢাকঢোল বেজে যাবে তখন যে মুস্কিল হবে।

রঙ্গি। ঠিক কথা ভাই দিন কতক আগে যদি বাবা আ- মার বিয়ে দিত তাহলে কি এমন হয়। এখন ভেবেই অস্থিচর্ম্ম সার হল।

বিলা। তবে চল ভাই আমরা গিয়ে বিবাহেতে আ পত্তি করি। উভয়ে নিক্রান্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা। রাজা, মন্ত্রী, পাত্রমিত্রগণ বিধবাগণ ও তৎপক্ষ উকীল।

বিলাসিনী, রঙ্গিণী, কাঞ্চনী ও রসবতীপ্রভৃতি গর্ব্ভবতী বিধবাগণের প্রবেশ।

রাজা। তোমরা কে?

বিধবাগণ। আমরা বিধবা।

রাজা। মন্ত্রি! ওদের পেটগুলি যে কিছু উচ্চ উচ্চ বোধ হয়।

মন্ত্রী। বোধ হয় ওরা ভুঁড়ে বিধবা।

বিধবাগণ। হাঁ মহারাজ! আমাদের মাসে মাসে এই রূপ ভুঁড়ি বৃদ্ধি হোচ্ছে কিন্তু লোকে তাহা বিশ্বাস করে না। সকলে বলে আমাদের ছুট পেট হয়েছে।

রাজা। ছুটা পেট আবার কি?

মন্ত্রী। পূর্ব্বের একটা ছিল আর এখন একটা হয়েছে। তাই উহারা মহারাজের নিকটে আসিয়াছে। বিধবাগণের এ কথা কি সহ্য হয়! উহারা অতি পতিব্রতা বিধবা সতী। পতি শীঘ্র পতি বিনা সন্তানের মাতা হইবে। উহাদের প্রতি যদি কৃপাদৃষ্টি করেন অনায়াসে আপনার প্রজা বৃদ্ধি হইতে পারে।

রাজা। (বিধবাগণের প্রতি)—তোমাদের প্রার্থনা কি?

বিধ। মহারাজ! আমাদের প্রার্থনা বিবাহ দিবার পূর্ব্বে সন্তান রক্ষার উপায় হয়।

রাজা। সন্তান রক্ষা কি মন্ত্রি!

মন্ত্রী। ওদের প্রার্থনা গর্ব্ভপাত নিবারণ।

রাজা। রাম! রাম! গর্ব্ভপাত।

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ! আপনার রাজ্যে বহুকালাবধি সুখ স্বচ্ছন্দে উহারা এইরূপ একার্য করিতেছে। এক্ষণে কিছু আঁটাআঁটি হওয়াতে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তাই মহারাজের নিকট আসিয়াছে উহারা মহারাজের নিকট আশ্রিতা।

রাজা। কি মন্ত্রি! আমার রাজ্যে ভ্রূণহত্যা।

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ। গোপনেং ওকর্ম্মটা সর্ব্বত্রেই হয়ে থাকে। তাহাতে আর মহারাজের ক্ষতি কি? বরং এ ব্যাপারে যথোচিত লাভ আছে।

রাজা। ভ্রূণহত্যাদ্বারা আবার লাভ কি।

মন্ত্রী। মহারাজ! যাহারা গর্ব্ভপাত করে তাহারা দণ্ডস্থলে আপনাকে প্রায় কিঞ্চিৎ২ প্রণামি দিয়া থাকে তদ্দ্বারা সম্বৎসরে অনেক অর্থ সঞ্চিত হয়।

রাজা। বটে মন্ত্রি।

বিধ। দোহাই মহারাজ! আমাদের আপনি ভিন্ন আর কোন ভরসার স্থল নাই। আমাদের দরখাস্ত শুনিয়া যাহাতে আমরা রক্ষা পাই তাহা করিতে আজ্ঞা হউক।

রাজা। কৈ তোমাদের দরখাস্ত দেখি।

বিধ। এই লউন মহারাজ! (৪।৫ শত দরখাস্ত সমর্পণ)

রাজা। পাত্র দেখি পাত্র। এদের দরখাস্তের অভিপ্রায় কি শোনা যাউক।

পাত্র। (প্রথমতঃ বিলাসিনীর দরখাস্ত পাঠ) এ যে কিছুই বোঝা যায় না। কোন গুণপুরুষ লিখিয়াছেন।

পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত দেশাচার রাজা মহাশয়
পরম কল্যাণবরেষু।

সেবক শ্রীবিলাসী দিদি কেনে প্রণঃ বিলাসী দিদি বোল্‌ছেন কক লিখছেন। মহারাজ! বিধবারা পুনর্ব্বার পতি পাইবার প্রার্থনায় যে দরখাস্ত করিয়াছে তাহাদের সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হইলে আমার পক্ষে কিছু হানি হইবে; কারণ আমার উপযুক্ত ভাই থাকিতে বিবাহ করা অনাবশ্যক বিশেষতঃ লোকসমাজে সেটা অত্যন্ত লজ্জাকর বোধ হয়; অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে এবিষয়ে ক্ষমা করিতে হইবে। বরং আমার অসাবধানক্রমে দৈবাৎ যে গর্ভ হইয়াছে সেটা যাহাতে আর না বৃদ্ধি হয় তাহার একটা হুকুম দিলে ভাল হয়। মহারাজের আজ্ঞা সকলেই প্রতিপালন করে তবে গর্ব্ভস্থ বালকেও কেন মান্য করিবে না। বিশেষতঃ আমি মহারাজের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী থাকি

এ গর্ব্ভ ক্রমে আর বৃদ্ধি না হইয়া বরং হ্রাসতা প্রাপ্ত হতে পারে। কিমধিক নিবেদন মিতি।

রাজা। হক তোমার কিরূপ ভ্রাতা।

বিলা। হক আমার মাসতুতো ভাই।

রাজা। বোধ করি তোমার ভ্রাতা তুই এক ছিলিম চড়ে দরখাস্তখানি লিখেছিলেন।

বিলা। হাঁ মহারাজ! তা নইলে কি এত মুন্সিগিরী কলম আর কিছুতে বাহির হয়।

রাজা। তোমার ভ্রাতা তো বড় উপযুক্ত বোধ হয়।

বিলা। হাঁ মহারাজ! আমার ভাইকে যে দিকে দিবেন, সকল বিষয়েই মূর্ত্তিমন্ত লিখিতে, পড়িতে গাইতে বাজাতে গুলিতে গাঁজাতে সকল দিগেই তৈয়ারী। কিন্তু অদ্যাপি অভাবে বিবাহ না হওয়াতে বেকার অবস্থায় বসিয়া না থেকে এক কর্ম্ম করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে দোষী করা যায় না।

পাত্র। রুক্মিণীর দরখাস্ত পাঠ।

মহতী মহিমা, প্রতাপে অসীমা, দেশাচার মহারাজ।
দয়া প্রকাশিয়া, অধিনী বলিয়া, কর যদি এই কায়॥
শুন মহারাজ, ত্যজি লোকলাজ, এসেছি তোমার কাছে।
দশ্ম অবতার, দীন বিধবার, একটি নালীষ আছে॥
দিয়াছ হুকুম, বিধবার কম, সদৎ রহিবে খালি।
আমি যে গর্ব্ভিণী, বিধবা রমণী, সে গুড়ে দিয়াছি বালি॥
পড়ি প্রেমদায়, ঘটিয়াছে দায়, না দেখিয়া প্রাণনাথে।
কুলে দিয়া কালি, কলঙ্কের ডালি, তাই হে ধরেছি মাথে॥
কেও যদি পড়ি, নাই তাহে ক্ষতি, এই ভিক্ষা তব কাছে।
কিরূপে হঠাৎ, করিব নিপাত, উদরে যে সুত আছে॥
ত্যজি মাতৃস্নেহ, সন্তানের দেহ, কিরূপে করিব নাশ।
দয়া মায়াহীন, এমন কঠিন, কর্ম্মেতে হতেছে ত্রাস॥

কেন বারে বারে, অধর্ম্ম সাগরে, ডুবাইবে মহারাজ।
শোক দুঃখ ভয়ে, অস্থির হৃদয়ে, কিরূপে করি একায॥
কপালেতে শেষ, আছে কত ক্লেশ, বাঁচি যদি যায় প্র
দুঃখ নাই তায়, এখন বাঁচায়, পদে পদে অপমান॥
রাখ প্রেমদায়, পড়ি প্রেম দায়, ধরি হে তোমার পায়
তুমি মহীপতি, ঘুচাও দুর্গতি, করি এর সদুপায়॥
দণ্ডবিধিমতে, দণ্ড বিধিমতে, সন্তান নিপাতে হয়।
সাতটি বৎসর, থাকিব শ্রীঘর, সাজা তো সহজ নয়॥
কর সমন্বয়, তাও প্রাণে সয়, আরো আইনের ভয়।
শুন শুন রাজা, দুই দিকে সাজা, প্রজারে উচিত নয়॥
হইয়া সদয়, নাশ দণ্ড ভয়, করি হে মিনতি স্তুতি।
সন্তানের প্রাণ, কর অগ্রে দান, পশ্চাতে দিও হে প...
সেও নাই পতি, হইয়ে অসতী, পাষাণ বেঁধেছি বুকে
কলঙ্ক সাগরে, নাগরী নাগরে, যাইতেছি টানমুখে॥
দিয়া উপপতি, দণ্ড করা অতি, অন্যায় কভু কি সাজে
তুমি হে প্রবীণ, নহ জ্ঞানহীন, বলিব কি আর লাজে।
নূতন বিধান, কর হে প্রদান, রাখিব সন্তান আমি।
থাকিবে না দোষ, করিবে না রোষ, সন্তুষ্ট হইবে স্বামী।
নিজ গুণহতে, স্বামির বংশেতে, সন্তান তাহাতে রবে
ভার্য্যা প্রয়োজন, পুত্রের কারণ, তাহাই সফল হবে
নিজ গুণে ধরে, পুত্র যে উদরে, তাহারেই বলি সতী
যদি শ্রাদ্ধ করে, বৎসর অন্তরে, উদ্ধার হইবে পতি॥
অতএব ভূপ, হৈও না বিরূপ, কর হে ব্যবস্থা দান।
কেন গর্ভপাত, করিব উৎপাত, বধিব সন্তান-প্রাণ॥
ইহাতে যেমত, হয় অভিমত, কর শীঘ্র অনুমতি।
কর হে বিচার, ধর্ম্ম অবতার, বাতে বাঁচে এ যুবতী॥

রাজা। রুক্মিণী তোমার এ দরখাস্তখানি কে লিখে রাছে?

রুক্মিণী। আমার দরখাস্ত আমাদের ছোট ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমরা যাঁহাদের যজমান তিনিই লিখিয়া দিয়াছেন। তিনি এই মন্ত্রি মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমাকে অত্যন্ত চরণে রাখেন।

রাজা। তুমিও তাঁহাকে চরণে রাখ বোধ হইতেছে।

রুক্মিণী। সে কথা আমি পাপমুখে কেমন করে বলিব।

মন্ত্রি। কাঞ্চনীর দরখাস্ত পাঠ।

মহামহিম শ্রীযুত দেশাচার রাজা মহাশয়
প্রবল প্রতাপেষু।

দরখাস্ত শ্রীমতী কাঞ্চনী ব্রাহ্মণী সাং সুখসাগর।

নিবেদন এই যে কতকগুলি নির্ব্বোধ বিধবাগণ মহারাজের হজুরে পতি পাইবার প্রার্থনায় যে দরখাস্ত করিয়াছে তাহাতে আমার বিস্তর আপত্তি আছে। আমার অষ্ট মাস গর্ভ্ভ সকলের বিলক্ষণ জানা শুনা হইয়াছে, এক্ষণে উহা পার করিতে গেলে ইংরাজ বাহাদুরের অজ্ঞান রাজপুরুষেরা আপনার আইন না মানিয়া আমাকে ও যাহার সাহায্যে এ কর্ম্ম হইবে তাহাকে সপ্তম বৎসরের নিমিত্তে কারাবদ্ধ করিবার আইন করিয়াছেন কিন্তু আমি সর্ব্বদাই ধর্ম্মঅবতারের আইনানুসারে কর্ম্ম কায করিয়া থাকি তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি করি না তবে কি জন্য আমি কয়েদ থাকিব। যদি গর্ভ্ভ রক্ষা করি তাহা হইলে চিরকালের জন্য গৃহহইতে বহিস্কৃত হইতে হয় কিন্তু তাহাতে আমার একান্ত অনিচ্ছা। বরং রীতিমত গর্ভ্ভপাত করিয়া সমন্বয় হলে আপনাকে কিঞ্চিৎ প্রণামি দিব তাহাও ভাল তথাচ প্রকাশ্যে বাহির হইয়া যাইতে পারিব না। অতএব মহারাজ অগ্রে দণ্ডবিধি আইনের ৩১২ ধারাতে যে দণ্ডের বিধি হইয়াছে তাহা রহিত করণার্থে আইন জারি করুন তাহার পর পতির ব্যবস্থা করিবেন। নতুবা এই সগর্ভ্ভা বিধবাকে

চালান মহারাজের অত্যন্ত ভার বোধ হইবে। ত
মহারাজের প্রসাদাৎ দুই তিন বার ও কর্ম্ম করিয়াছি
এই বার আঁটাআঁটি দেখিয়া মহারাজের নিকটে দরখ
দ্বারা উক্ত আইন রহিত করণের প্রার্থনা করিতেছি মহা
রাজ ভিন্ন আমার আর উপায় নাই এই সকল বিবেচনা
পূর্ব্বক যাহাতে আমি এ দায় হইতে মুক্ত হই তাহা করি
আজ্ঞা হয়। শ্রীযুত মালিক নিবেদন মিতি।

রাজা। কাঞ্চনী! তোমার এ দরখাস্ত খানি কে লি
দিয়াছে।

কাঞ্চনী। মহারাজ! আমার দরখাস্ত আপনার রাজ
সভাস্থ একব্যক্তি লিখে দিয়াছেন তিনি আমাকে না
প্রকাশ করিতে নিষেধ করেছেন।

রাজা। কি হে সভাসদগণ! কাঞ্চনীর প্রতি এত অনু
গ্রহ কার হয়েছে?

মন্ত্রী। (নস্য লইতেং) মহারাজ! আমার বোধ হয়
পাত্রেরই কর্ম্ম।

পাত্র। মহারাজ! এ যে "ঘরে কে মা আমি কল
খাই নাই" সেই কথার কথা।

রাজা। ইহা যার কর্ম্ম হউক, ফলতঃ তোমরা এরূ
সাবধান হয়ে কর্ম্ম কায করিবা। দেখ যেন প্রকাশ হয় না।

মন্ত্রী। তা মহারাজ। সে বিষয়ে আমরা উত্তম রূপে
সতর্ক আছি কুঁড়া জালি হস্তে থাকিতে কার সাধ্য আমা
দের প্রতি সন্দেহ করে।

পাত্র। রসবতীর দরখাস্ত পাঠ।

দরখাস্ত শ্রীমত্যা রসবতী দেব্যা নিবেদন এই যে বিধ
বিবাহ প্রচলিত হইলে নিকেটা যেন তাহার মধ্যে থাকে
কারণ আমার উপপতি করিমসেখ বলিয়াছেন যে যদি বি
হয় তবে বড় গোলযোগ হইতে পারে অতএব অগ্রে মহা

...র কাছে এ বিষয় জানান উচিত। তাই মহারাজ ...ম্মি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না বরং নিকে কর। ...পি অনুমতি হয় তবে আমার সকল দিক বজায় থাকে। ...মার নিবাস মদনপুর আমি হুকুরাম তর্কপঞ্চাননের ভ্রাত ...কুলতীলক মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। করিমসেখ আমা-দের বাড়ীর মাইনদার।

রাজা। মন্ত্রি! এক্ষণে এই বিধবাগণের প্রতি কি হুকুম দওয়া যায়।

মন্ত্রী। উহাদের অভিযোগ এক্ষণে স্থগিত রাখিয়া ...বাগণের পূর্ব্বকৃত অভিযোগ নিষ্পাত্য করুন তাহার ...র ইহাদের বিচার নিষ্পাত্য হইবে।

রাজা। ভাল তাহাই কর্ত্তব্য পশ্চাৎ তোমাদের প্রতি ...যথাবিহিত অনুমতি করা যাইবে। এক্ষণে তোমরা উপ-স্থিত থাক।

পাত্র। মহারাজ! অদ্য প্রতীক্ষ্যক বিধবাগণের অভি-যোগের দিন ধার্য্য আছে। তাহারাও উপস্থিত আছে অতএব তাহাদের প্রতি যথাবিহিত আজ্ঞা করুন।

রাজা। বিধবাগণের পূর্ব্বকৃত অভিযোগ পত্র পাঠে ... উকীলের বক্তৃতা শ্রবণে বিবেচনা হয় মদনই নিতান্ত ...হী। কিন্তু সে দুরাত্মা যে কোথায় লুক্কায়িত আছে ...হার কিছুই অনুসন্ধান পাওয়া যায় না।

রসবতী। মহারাজ! মদনের তত্ত্ব আমি বেশ জানি সে আমার কাছে রাজকর নিতে সর্ব্বদাই আসে। আমিও সুবিধামতে কিছুং দিয়া থাকি কিন্তু সে তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আমাকে একটা কায়েমী বন্দোবস্ত করিতে বলে কিন্তু মহারাজ আমার হাজা শুকার মহলে তাহা কিরূপে করিতে পারি। তবে বাজে আদায়টা আছে বলে মধ্যেং কিছুং দিয়ে থাকি। সম্প্রতি কয়েক দিন অবধি সে আমা-

দের ঘরে লুকিয়ে আছে। দেখিতে পাই দিবারাত্র ঢাকা হয়ে থাকে, কখন অন্য স্থানে যায় না। যদি রাজ আমার সঙ্গে একটি তুখোড় লোক দিতে পা তবে আমি তাহাকে ধরিয়া দিতে পারি।

রাজা। কৈ হায় রে মদনকো অাবি হাজির লাও

রসুল বক্স। যো হুকুম মহারাজ। (রসবতীর রসুল বক্সের প্রস্থান।)—

মন্ত্রী। আমার অনুমান হয় যে বিধবাগণেরও আছে নতুবা কন্দর্প তাহাদিগকে কি নিমিত্ত প্রহার ক

উকীল। মহারাজ! বিধবাগণের যে দোষ আছে মন্ত্রী মহাশয় সংশোধনের চেষ্টা করিতেছেন। কল্য বিক্রীকে তিনি যে কথা কহিয়াছিলেন তাহা শুনিলে শ্চর্য্য হইতে হয়।

রাজা। মন্ত্রি! কি কহিয়াছিলে?

মন্ত্রী। আমি আর কিছুই বলি নাই, বাদি প্রতিব গণের মধ্যে সহজে যাহাতে নিষ্পত্তি হয় তাহারই করিতেছিলাম। আমি কহিয়াছিলাম যেমত পূর্ব্ব চলিতেছে তেমনি তোমরা কেন গোপনেং কর প্র কর না।

রাজা। সেতো উত্তম কল্পই বটে। তাহা হইলে য়েব বিবাদ ভঞ্জন হইয়া যায়

মদনের সহিত রসুল বক্সের আগমন।

রসুল বক্স। খোদাবন্দ! মদন হাজির হায় উস হম ঢুঁড়কের হয়রাণ হুয়া, উসী রণ্ডীকা ঘর মহুত হয়, কুচ মালুম নহী হোতা মদম খোদ আপসে বাহার হুয়া।

মহারাজ। বহুৎ আচ্ছা এবে তোমকো রোকনো (মদনের প্রতি) তবে মদন তোমাকে হাজির করণার্থে এ

...না প্রচার করা হইয়াছে। তুমি সে সকল অমান্য ...রে কোথায় ছিলে।

মদন। মহারাজ! আমি সকল দেশের প্রজাগণের নি-কট কর সংগ্রহ করিয়া থাকি তজ্জন্য সর্ব্বদাই নানা দেশ ভ্রমণ করিতে হয় তবে সম্প্রতি এই কয়েক জন নবীনা বি-ধবাগণের নিকট রাজকর আদায় করণার্থে আসিয়াছিলাম মহারাজের দূত গিয়া আপনার হুকুম জারি করিবামাত্র আসিয়াছি।

রাজা। তবে তোমার নামে যে বিধবারা অত্যাচারের অভিযোগ করিয়াছে তাহাতে তোমার কি বক্তব্য আছে।

মদন। আমার কিছুমাত্র দোষ নাই। শুদ্ধ তাহাদি-গের নিকট রাজকর চাহিয়াছিলাম তাহারা কর না দেও-য়াতে আমি কঠিন তসীল করায় তাহারা আমার নামে অত্যাচারের মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে আমি কিছু মাত্র দোষী নহি।

মহারাজ। তুমি যে দোষী নও তাহার প্রমাণ কি।

মদন। শুনহ মহারাজ, আমি দোষী নই।

জগতের হিতকারী, আমি সদা হই॥
প্রজাবৃদ্ধি হেতু বিধি, সৃজিল আমায়।
পূর্ণ করিতেছি সদা, তাঁর অভিপ্রায়॥
সুরাসুর যক্ষ নর, কিন্নর বানর।
যত জীব আছে এই, ব্রহ্মাণ্ড ভিতর॥
সকলের উপরেতে, আধিপত্য আছে।
না যাই কেবল বৃদ্ধ বালকের কাছে॥
কর দিতে আমারে, ক্ষমতা যার আছে।
সেই সুখ প্রজাবংশ, ধ্বংস হয় পাছে॥
এইহেতু বিধাতার, পেয়ে অনুমতি।
সদা করিতেছি যত্ন, যাতে হয় স্থিতি॥

স্ত্রী পুরুষ সংঘটন, বিবাহের মূল।
বৃদ্ধি যাতে হইতেছে, যত জীবকুল॥
সেই তো সৃষ্টির সূত্রে, অতি চমৎকার।
গাঁথিতেছি সদা তাহে, বংশ রূপ হার॥
রতি রসে রত করি, যুবক যুবতী।
সুখের সাগরে ভাসে, পতিসহ সতী॥
সুধানামে এক বস্তু শুনিয়াছ কাণে।
রাখিয়াছি আমি তাহা, প্রণয় কাননে॥
দম্পতি তরুতে বসি, নিলে তার তার।
জন্মে কভু সেই রস, ভুলিবে না আর॥
সকলের নিকটেতে, চাই এই কর।
বংশ রক্ষা কর সবে, হইয়া তৎপর॥
দম্পতি কাননে যত, হয় মিষ্ট ফল।
ততই আমার হয়, মানস সফল॥
সেই ফল নিবারিতে, বিধবাতে চায়।
সেইহেতু ফুলবাণ, হানি তার গায়॥
না বুঝিয়া আমার এ মনোগত ভাব।
রিপু নাম দিয়া, সবে ভাবে শত্রু ভাব।
মিছামিছি দ্বন্দ্ব করে, আমার সহিত।
আমি যাই হিত পক্ষে, ভাবে বিপরীত॥
আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, না করিলে নয়।
সেইহেতু বিদ্ধ করি, বিধবা হৃদয়॥
মিছে তারা ক্ষেত্র নষ্ট, করি আপনার।
জগতের অপকার, করে অনিবার॥
তারা যদি হয় দারা, বিশিষ্ট কুলেতে।
অনিষ্ট কি হতে পারে, আমার কুলেতে।
কত বংশ রক্ষা হয়, বাড়ে প্রজাকুল।
বিরহ সাগরে পায়, বিধবারা কূল॥

না বুঝিয়া মূল কথা, ভাবে প্রতিকুল।
ফুলবাণ তাই সদা, হানে পঞ্চফুল॥
শুনিতে কুসুম বাণ, কমলের প্রায়।
বজ্রসার তার কাছে, লাগিবে কোথায়॥
ঋষিকে রসিক করি, সেই ফুলবাণে।
যোগ ভেঙ্গে আসে তারা, প্রণয় কাননে॥
সংসার তরুতে আমি, কলাই সুফল।
আমার অব্যর্থ বাণ, হয় না বিফল।
মম বাণ নিবারিবে, কাহার শকতি।
যার তেজে ভগাঙ্গ, হইল সুরপতি॥
যেই বাণে রাবণের, দশ মুণ্ড পাত।
সেই বাণে কলঙ্কী, হইল নিশানাথ॥
যেই বাণে সশঙ্কিত, জীব লক্ষ লক্ষ।
যেই বাণে সুশাসিত, সুরাসুর যক্ষ॥
সেই বাণ নিবারিবে, বিধবা ললনা।
অতি অসম্ভব কথা, বল না বল না॥
গোপনেতে বিধবাতে, দেয় যদি কর।
তাহাও আমার নাহি, হয় সুখাকর॥
কার নামে জমা করি, সন্ধান না পাই।
কারণ সে ক্ষেত্রে কেহ অধিকারী নাই॥
যদি বল বিধবারে, দেহ অব্যাহতি।
তাহাও কদাচ নাহি, পারি মহীপতি॥
যে জন্য বিশ্বের পতি, মনিব আমার।
তাঁর অনুমতি কর, নিতে বিধবার॥
তাঁর আজ্ঞা অবজ্ঞা কিরূপে করি আমি।
সর্ব্ব শক্তিমান তিনি সর্ব্ব অন্তর্যামী॥
যদি বল শাস্ত্রে নাই বিধবাবিবাহ।
তবে তুমি তার কাছে কেন কর দাহ॥

তাহার উত্তর এই শুন মহীপতি।
শাস্ত্রেতে লিখেছে দিতে বিধবার পতি॥
অনুদ্দিষ্ট মৃত ক্লীব সন্ন্যাসী পতিত।
পঞ্চস্থলে রমণীর বিবাহ বিহিত॥
পাঁচ স্থলে আছে তার বিবাহের বিধি।
এক স্থলে দিলে তারা বাঁচে কৃপানিধি॥
তোমার আইনে পতি হয়েছে নিষেধ।
তুমিই তো করিতেছ ব্যবস্থা বিচ্ছেদ॥
তোমার দোষেতে দেশাচার মহীপতি।
কলঙ্কে ডুবিছে যত বিধবা যুবতী॥
লক্ষ লক্ষ বিধবাতে করিছে ফুকার।
আমায় দিতেছ ফাঁকি ত্যজি কুললাজ॥
তুমি তাহাদের ধর্ম্ম বিনাশের মূল।
তব দোষে তাহাদের যায় জাতিকুল॥
সম্ভ্রান্তীত কুলকন্যা হয় কলঙ্কিনী।
তাহাদের পাপে পূর্ণ হইল ধরণী॥
সেই পাপ ভার তুমি করিছ গ্রহণ।
নাশিতেছ অনাথার জীবন যৌবন॥
দেশাচার নাম ধর না কর বিচার।
সর্ব্বত্রে প্রচার আছে তব অত্যাচার॥
ডুবালে কলঙ্ক জলে এই বঙ্গদেশ।
করিতে আমার দণ্ড চাও অবশেষ॥
জাতিকুল যায় ধর্ম্ম নাশি বিধবার।
হইয়াছ বড় ধর্ম্মি ধর্ম্ম অবতার॥
ধিক ধিক মহারাজ নাহি তব লাজ।
নারী ধর্ম্ম নষ্ট কর এই তব কাজ॥
এমন কুকর্ম্ম আর কর না কর না।
রমণীর কুলমান হর না হর না॥

অতএব শীঘ্র ক্ষান্ত হও শুন মহীপতি।
ব্যবস্থা করহ শীঘ্র বিধবার গতি॥

রাজা। কি! এত বড় স্পর্দ্ধা! আমি দোষী! পাকড়ো ওসকো শির লও।

মন্ত্রী। মহারাজ! ওটা পাষণ্ড ব্যক্তীদের মধ্যে। ওর উপর আপনি ক্রোধ করিবেন না। ওটা কেবল স্ত্রী পুরুষের সংঘটনেই উন্মত্ত। উহার দ্বারা অনেকের ধর্ম্ম নষ্ট হয়েছে! ওতো ও কথা কবেই (মন্ত্রী কহিতেই) "কাণ্ড জ্ঞানং না জানন্তি কেবলং স্বার্থ তৎপরং"। ওকে এখন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওনপর্য্যন্ত কোন দণ্ড না দিয়া বরং প্রতিভু লইয়া বিদায় দিউন অথবা কারাগারে রাখিয়া দিউন।

মদন। (গোপনে) মন্ত্রী মহাশয় রক্ষা করুন্ যাহা মনে করিয়াছেন তাহা অবশ্যই সফল করিয়া দিব। আমাকে ছাড়িয়া দিউন সাবিত্রী তোমারই!

রাজা। কি বল মন্ত্রি? আমি দোষী! মদনের মুণ্ডচ্ছেদন করিলেও এ ক্রোধ সম্বরণ হয় না।

মন্ত্রী। তা বটেই তো এ কথা তো কহিতেই পারেন, মহারাজের দোষ! ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে ওটা অতি অর্ব্বাচীন ওকে এবার ক্ষমা করিয়া বিচার নিষ্পত্তি না হওনপর্য্যন্ত যে, অন্ধকূপে লুক্কায়িত ছিল তাহাতেই বদ্ধ করিয়া রাখুন।

রাজা। ভাল এবার ক্ষমা করিলাম বারান্তরে এরূপ হইলে উহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব এক্ষণে তোমার কথানুসারে কারাবদ্ধ করিলাম।

মদন। (জনান্তিকে) ইহার পরিশোধ লইতে পারি তবে আমার নাম দর্পহারি কন্দর্প বটে।

রাজা। হুকুম হইল যে কন্যা বিবাহঘটিত মোকদ্দ
বিচার নিষ্পাত্তা হইবে। সভাভঙ্গ সকলের প্রস্থা

পঞ্চমাঙ্ক।

প্রথম গর্ব্ভাঙ্ক।

রাজসভা রাজা, মন্ত্রী, পাত্রমিত্রগণ, বিধবাগণ,
উকীল এবং মদন।

রাজা। মন্ত্রি! এক্ষণে মোকদ্দমার অবস্থানুসারে বি
বাগণের বিবাহ দেওয়া উচিত কি না তাহারই বিচার ক
কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে।

মন্ত্রী। মহারাজ! তাহার বিচার করিতে গেলে আম
সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়। ছিছি এই ঘোর কলিকাল। ন
ধম কুলাঙ্গারগণ কি না করিতেছে। যাহা পুরুষানুক্র
কেহ কখন দেখে নাই শোনে নাই সেই আচার সেই ব্যবহ
এখন অন্য কথাই কয় না। যাহা হউক দেশটা একেবা
মজে উঠলো। পুর্ব্বে যে "সেছাকারাঃ বিবাহিতা" এই ব
আছে তাহাই সফল হবে। কলিকালে, ক্রমেং ধর্ম্ম ক
সকলি লোপ হবে। মহারাজ বৃহন্নারদীয় পুরাণে স্প
লিখিয়াছেন (টীকি নাড়িতেং)

> যঃ কশ্চিদপি ধর্ম্মাত্মা যজ্ঞ দানং করোতি চ।
> যঃ কশ্চিদপি ধর্ম্মাত্মা ক্রিয়া যোগরতো ভবেৎ।
> নরং ধর্ম্মরতং দৃষ্ট্বা সর্ব্বেহসূয়াং প্রকুর্ব্বতে।
> ব্রতাচারাঃ প্রণশ্যন্তি ধ্যান যজ্ঞাদয়স্তথা॥

" অর্থাৎ কলিযুগে যে কোন ধর্ম্মাত্মা যজ্ঞে ও দানে
ক্রিয়া কর্ম্মে রত হইবেন সেই ধর্ম্মপরায়ণের সহিত সক
ধর্ম্ম কর্ম্মে রত দেখিয়া বিবাদ করিবে এবং ব্রতাচার ধ
যজ্ঞ সকলি নষ্ট হইবে। সুতরাং কলিযুগে বিধবাগণে
বিবাহ না দিলে এ সকল মুনি বাক্য কি রূপে সফল হই

উকীল। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ধর্ম্মানুষ্ঠান হইলে তাহাতে এ আপত্তি কথনই খাটে না বরং বিবেচনা হয় যে বিধবারা অবিবাহিতা থাকিলে পূর্ব্বোক্ত কলিধর্ম্ম প্রবল হইবার সম্ভাবনা। কলিযুগে যে ধর্ম্মের হ্রাসতা হইবে তাহা পূর্ব্বকালে ঋষিগণকর্ত্তৃক শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যথা। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের প্রকৃতিখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে

অলীকবাদিনো ধূর্ত্তাঃ শঠাশ্চ সত্যবাদিনঃ।
বামাচাররতাঃ সর্ব্বে মিথ্যাকাপট্যসংযুতা॥
হরিপ্রসঙ্গবিমুখা মহাহঙ্কারসংযুতা।
প্রজানাঞ্চৈব গ্রামাণাং বস্তুনাঞ্চ বিশেষতঃ॥
অলীকবাদিনঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি কলৌযুগে।

“ অর্থাৎ কলিযুগে সকলেই অলীক বাদী ধূর্ত্ত ও শঠ হইবে সত্যবাদী কেহই হইবে না, সকলে বামাচার রত ও মিথ্যা কাপট্যযুক্ত হইবে। হরি কথা শ্রবণে বিমুখ ও মহা অহঙ্কারী হইবে! সকলে প্রজা ও গ্রাম ও বস্তুবিষয়ে মিথ্যা কথা কহিবে। এই কারণে কি বিধবাবিবাহ অনুচিত। আহা! কি যুক্তি প্রণালি অবলম্বন করিয়াই বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ হইল! কলিযুগে অনেকে অধর্ম্ম পথে রত হইবে বলিয়া বিধবাগণের বিবাহ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা অকর্ত্তব্য। ইহাতেই মন্ত্রী মহাশয়ের যে যুক্তিশূন্য নাম যথার্থ বটে তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। কারণ এ যুক্তি প্রায় দেবাংশ্ব অধর্ম্মে রত হইবে বলিয়া অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে নিষেধ করার ন্যায় কিন্তু যখন বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ সপ্রমাণ হইতেছে তখন এ আপত্তি শ্রুতযোগ্য নহে।

মন্ত্রী। (মুক্তকচ্ছ হইয়া) ও মূর্খ ও পাষণ্ড ও ব্যলীক ও নরাধম, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে তাহার পর কি লিখিয়াছে তা জানিস। তবে শোন্।

এবং অন্যে যুগপ্রবর্ত্তে সংখে ম্লেচ্ছ...
... ভবিষ্যন্তি বর্ণশ্চত্তারঃ এবং ...
ম্লেচ্ছশাস্ত্রং পঠিষ্যন্তি জনানাং মন্দকা...
পূজিতাস্তে ভবিষ্যন্তি বঞ্চক। জ্ঞানদুর্বলা...
অস্মানাং নিরয় শ্রেষাং যোনিনাঞ্চ বিলপ্যতে ।

" অর্থাৎ কলিপ্রবর্ত্ত হইলে সকলে ম্লেচ্ছময় হই... চাতুর্বর্ণ (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র) ম্লেচ্ছাচারী হইবে, ... শাস্ত্র পাঠ করিবে পরস্পর মন্দকারী হইবে। জ্ঞানহ... বঞ্চক ব্যক্তিরাই পূজিত হইবে। এবং অস্মর ও যো... নিয়ম থাকিবে না। তাহারি পূর্ব্ব লক্ষণ হইতেছে।

উকীল্। মহারাজ! সুদ্ধ ক্রোধোম্মত্ত হইয়া মিছে ব... ব্যয় করিলে বিচার জয়ী হওয়া যায় না। " যুক্তিহীন বি... রেণ ধর্ম্মহানি প্রজায়তে" এজন্য যুক্তি ব্যতিরিক্ত যে বি... তাহা কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। মন্ত্রি মহাশয় এক... যে একটা মিথ্যা কলি মাহাত্ম্যসূচক বচন পাঠ করিলে... তাহার উত্তরে আমিও অনেক বচন প্রদান করিতে পা... কিন্তু তাহাতে ফল কি ?

বিধবাবিবাহে যে ধর্ম্মহানি হইবে এমত কদাচ বি... হয় না। বরং বিধবাগণের পরিণয়ে অনেক স্ত্রীলোক ধর্ম্মরক্ষার উপায় হইবে তাহা ইতিপূর্ব্বে যুক্তি দ্বা... সপ্রমাণ হইয়াছে। এক্ষণে বিধবাগণের ব্রহ্মচর্য্য অব... যেরূপ ধর্ম্ম বিবাহ করাও সেইরূপ ধর্ম্ম শাস্ত্রদ্বারা প্রম... করা যাইতেছে। দেখুন! শাস্ত্রে যুগভেদে ক্রমে ক্র... মনুষ্য সকলের বলবীর্য্য ক্ষমতার হ্রাসতা দৃষ্টে প্রত্যে... যুগের পৃথক্ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা মনু ১ প্রথমাধ্যা... ৮৫ শ্লোকে

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেযুগে ।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগ হ্রাসানুরূপতঃ ॥

" সত্যযুগের ধর্ম্ম এক প্রকার, ... প্রকার, দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম অন্য প্রকার, ... ও অন্য প্রকার।" এক যুগের প্রধান ধর্ম্ম ... অনুষ্ঠান করা সুসাধ্য নহে। কারণ সত্যযুগের মনুষ্য সকলের যেরূপ বলবীর্য্য ক্ষমতা ছিল কলিযুগের ...তে তাহা সুদুর্ল্লভ হইয়াছে। এই নিমিত্ত প্রত্যেক ... মানবগণের সামর্থ্যানুসারে ভিন্ন২ ধর্ম্ম স্থাপিত হই... ছে। যথা মনু ১ অং ৮৬ শ্লোক।

তপঃপরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌযুগে॥

" সত্যযুগের প্রধান ধর্ম্ম তপস্যা, ত্রেতাযুগের প্রধান ধর্ম্ম জ্ঞান দ্বাপরযুগের প্রধান ধর্ম্ম যজ্ঞ, কলিযুগের প্রধান ধর্ম্ম দান।" এইরূপে যুগে২ মনুষ্য সকলের শক্তির হ্রাস-অনুসারে ক্রমে২ অনায়াসসাধ্য ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া শাস্ত্রকারগণ তদনুরূপ ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন। যে যুগে যেরূপ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই যুগের পক্ষে তাহা অনায়াসসাধ্য। এক যুগের ধর্ম্ম তৎপর যুগের মনুষ্য সকলের অনুষ্ঠান করিতে হইলে ক্ষমতার অভাবে বিপরীত ফল ঘটনের সম্ভাবনা। সত্যযুগের মনুষ্যগণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ছিল এই নিমিত্তে সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টসাধ্য তপস্যাই ঐ যুগের প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু পর পর যুগে মনুষ্য সকলের ক্ষমতার হ্রাস হওয়াতে যথা ক্রমে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প কষ্টসাধ্য জ্ঞান যজ্ঞ দান ধর্ম্মেরই প্রাধান্য হইয়াছে। এই কারণে ক্রমশঃ মনুষ্যগণের ক্ষমতার হ্রাসতা দৃষ্টে মন্বাদি ঋষি প্রোক্ত ধর্ম্ম সকল অতি কষ্টসাধ্য বিবেচনায় ... পর যুগের নিমিত্তে অনায়াসসাধ্য ধর্ম্ম প্রতিপাদক ... এক ধর্ম্মশাস্ত্রও লিখিত আছে। যথা

কৃতেতু মানবাঃ ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পরাশরাঃ স্মৃতাঃ॥

"মনুক্ত ব্যবস্থাসকল সত্যযুগের ধর্ম্ম গৌতমোক্ত ব্যবস্থা সকল ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম, শঙ্খলিখিতোক্ত ব্যবস্থাসকল দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম, এবং পরাশরোক্ত ব্যবস্থাসকল কলির ধর্ম্ম।" ইহারদ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা পরং যুগের পক্ষে যে ধর্ম্ম নির্দ্দেশের নিমিত্তে ভিন্নং ধর্ম্মশাস্ত্র নিরূপিত হইল তাহা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। এবং পরাশরোক্ত ধর্ম্ম কলিযুগের প্রধানশাস্ত্র তাহা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইল। মহর্ষি পরাশর যে কলিধর্ম্ম কথনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন তাহা তৎসংহিতাতেই প্রকাশ আছে। কারণ কলি আরম্ভ হইলে যখন ঋষিরা ব্যাসদেবের নিকটে কলি জিজ্ঞাসার্থে গমন করেন তখন ব্যাসদেব কহিলেন পিতার নিকটে যদিও কলিধর্ম্ম অবগত হইয়াছি বটে এ বিষয়ে আমার পিতাই প্রবীণ এ বিষয় আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য, কারণ মূলবক্তা বিদ্যমান থাকিতে পরম্পরা স্বীকার করা উপযুক্ত নয়।

ব্যাস বাক্যাবসানে তু মুনি মুখ্যঃ পরাশরঃ।
ধর্ম্মস্য নির্ণয়ং প্রাহ সূক্ষ্মং স্থূলঞ্চ বিস্তরাৎ॥

"ব্যাসবাক্য সমাপ্ত হইলে মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশর সূক্ষ্ম ও স্থূল নির্ণয় বিস্তারিত কহিতে আরম্ভ করিলেন।" সুতরাং ইহাতে নিশ্চয়রূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরের উদ্দেশ্য এবং কলিযুগের ধর্ম্ম বিষয়ে অন্যান্য মুনির অপেক্ষা পরাশরের প্রাধান্য। বিশেষতঃ কলিযুগে মনুষ্যের কষ্টসাধ্য ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব, এই নিমিত্ত পরাশর সংহিতাতে অনায়াসসাধ্য ধর্ম্ম নিরূপণই অভিপ্রেত। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন সেই পরাশর সংহিতায় সর্ব্বসাধারণ বিধবা

...কে অনায়াসসাধ্য ধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্ব প্রথম বিবাহের ব্যবস্থা ...য়াছেন। যথা,

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

"স্বামী অনুদ্দিষ্ট হইলে মরিলে সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ ...রিলে ক্লীব স্থির হইলে ও পতিত হইলে স্ত্রীদিগের ...র্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্র বিহিত।" এইরূপে শাস্ত্রে পাঁচ ...লে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ বিহিত দৃষ্ট ...ইতেছে। সুতরাং কলিযুগে বিধবাগণের পুনর্ব্বার বি... ...র দেওয়া অবশ্যই শাস্ত্র বিহিত বলিতে হইবে। একণে ...বেচনা করিয়া দেখুন কলিযুগে বিধবাগণের পক্ষে দুইরূপ ...র্ম্ম পথ অবলম্বনের উপায় আছে। সহগমনের নিষেধ ...ওয়াতে একণে ব্রহ্মচর্য্য অথবা বিবাহ এই দুইরূপ ধর্ম্ম ...ধ্যে বিবাহ ধর্ম্মই অনায়াসসাধ্য ও কলিযুগের মনুষ্য সক... ...র ক্ষমতার হ্রাসতাপ্রযুক্ত কালের উপযুক্ত বলিতে ...বে। সেই শাস্ত্রসম্মত বিবাহ ধর্ম্ম অবলম্বন ব্যতীত ...স্মদ্দেশের সুখসৌভাগ্য ও ধর্ম্ম কর্ম্মের যে কিপর্য্যন্ত হানি ...ইতেছে তাহা পরিচয় দিবার অপেক্ষা নাই। একবার ...ত্র চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহার ...অস্ৰং ঘৃণিত উদাহরণ দর্শন করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ ...হ। ফলতঃ এই বিবাহ ধর্ম্ম যখন ব্রহ্মচর্য্যের ন্যায় শাস্ত্রসম্মত ও অনায়াস সাধ্য তখন কলিযুগের অল্প ক্ষম... ...তাশালি মনুষ্যগণের পক্ষে কষ্টসাধ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য প্রয়াস করা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কারণ বলিতে হইবে। ...স্তুতঃ প্রায় বহু বর্ষপর্য্যন্ত একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানদ্বারা অস্মদ্দেশের বিধবাগণের দুশ্চরিত্র বৃদ্ধি হওয়াতে বঙ্গ... ...ভূমি পাপপঙ্কে পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে। কোনপ্রকারে অস্মদ্দেশের ধর্ম্ম এবং সুখসৌভাগ্যের উন্নতি দৃষ্ট হয় না

তাহার প্রধান কারণ এই সমস্ত অসাধ্য ও কালের অনু-
যুক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান। কলিযুগে বিধবাগণের পক্ষে অনায়া-
সাধ্য ও কালের উপযুক্ত বলিয়া শাস্ত্রকর্ত্তাগণ প্রথমেই
বিবাহ ধর্ম্মের ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহার প্রতি অবহেলা
করিয়া দুঃসাধ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা নিতান্ত শাস্ত্রবি-
যুক্তি-বিরুদ্ধ এবং ধর্ম্মপথ-বিমুখ হইবার প্রধান কারণ।

মন্ত্রী। ও ব্যলীক! তুই কি আর কোন শাস্ত্র দেখি-
ছিস না, শুদ্ধ পরাশর সংহিতা দেখিয়া বিধবাগণের বিবা-
হ দিতে শঙ্খধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতেছিস, শাস্ত্রান্তরে
কলিযুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ নিষেধ আছে
তা জানিস। যথা আদিপুরাণে

ঊঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা
কলৌ পঞ্চ না কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুং ॥

"বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ জ্যেষ্ঠাংশ গোবধ ভ্রাতৃজায়াতে
পুত্রোৎপাদন, ও কমণ্ডলু ধারণ, কলিযুগে এই পাঁচ কর্ম্ম
করিবেক না।" তথা ক্রতুসংহিতা

দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তি দত্তা কন্যা ন দীয়তে।
ন যজ্ঞে গোবধঃ কার্য্যঃ কলৌ নচ কমণ্ডলুঃ ॥

"দেবরদ্বারা সুতোৎপত্তি, দত্তা কন্যার দান, যজ্ঞে গো-
বধ, ও কমণ্ডলু ধারণ কলিযুগে করিবেক না।" এবং
বৃহন্নারদীয় পুরাণে

দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্য চ।

"কলিযুগে দত্তা কন্যাকে অন্য পাত্রে দান করিবেক না।"
তথা আদিত্য পুরাণে

দত্তা কন্যা প্রদীয়তে।

"কলিযুগে দত্তা কন্যার পুনর্দ্দান নিষিদ্ধ।"

এইরূপে আদিপুরাণে, ক্রতু সংহিতায়, বৃহন্নার-
পুরাণে এবং আদিত্য পুরাণে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বা-

বাহ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে। বিধবাবিবাহ প্রচলিত
রিতে গেলে এই বচনগুলির কি গতি হইবে।
উকীল। হাঁ মন্ত্রী মহাশয়! ঐ বচনগুলি শাস্ত্রসম্মত
মাংসা করিলে কখনই নিষ্ফল হইবে না। আপনি
কিঞ্চিৎ স্থিরচিত্ত হইয়া বিবেচনা করিলে অনায়াসে সকল
শাস্ত্রের বিরোধ ভঞ্জন হইতে পারে। দেখুন একণে কলি
যুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ ও বিধি উভ
য় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কিন্তু আদিপুরাণপ্রভৃতি
তে সামান্যাকারে স্থল বিশেষ নির্দ্দেশ না করিয়া কলি
যুগে বিবাহিতার বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। পরাশর পাঁচ
স্থলে কলিযুগে বিবাহিতার বিবাহের বিধি দিয়াছেন। সুত
রাং আদিপুরাণপ্রভৃতিতে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ
নিষেধ হইয়াছিল তাহা সামান্য নিষেধ বলিতে হইবে।
তাহা থাকিলেও যখন পরাশর স্বীয় সংহিতায় অনুদ্দেশাদি
পাঁচটি স্থল ধরিয়া বিবাহের বিশেষ বিধি দিয়াছেন
তখন সেই বিশেষ বিধিই বলবান বলিতে হইবে। এই
পাঁচ স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে আদিপুরাণাদির নিষেধ থা
কিতে পারে। সামান্য ও বিশেষ বিধি ও নিষেধের নি
য়মই এই যে বিশেষ বিধি ও নিষেধের অতিরিক্ত স্থলে সা
মান্য বিধি নিষেধ এবং খাটিয়া থাকে। অর্থাৎ পরা
শরোক্ত স্বামি অনুদ্দিষ্ট হইলে মরিলে সন্ন্যাসাশ্রম অব
লম্বন করিলে ক্লীব স্থির হইলে কিম্বা পতিত হইলে স্ত্রী
লোকের বিবাহ করা শাস্ত্র বিহিত। ইহার অতিরিক্ত
স্থলে যেমন স্বামি কুলশীল হীন, যথেচ্ছাচারী, দুঃশীল,
অপস্মার রোগগ্রস্ত, সগোত্র, দাস, কিম্বা অন্য জাতীয়
হইলে পূর্ব্বে যেরূপ বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহের বিধি ছিল,
আদিপুরাণাদিতে সেই সকল স্থলে বিবাহ নিষিদ্ধ হই
য়াছে। যথা কাত্যায়ন সংহিতায়

পর সংহিতায় অনুদ্দেশাদি পাঁচটি স্থল ধরিয়া কলিযুগে বিধবাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ দিবার বিধি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে তখন পরাশরের বিবাহের বিধিই বিশেষ বিধি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে পক্ষপাত হীন হইয়া বিচার করিয়া দেখুন সকল শাস্ত্রের বিরোধ ভঞ্জন হইয়া কলিযুগে বিধবাগণের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে কি না? এক্ষণে দেখুন এইরূপ মীমাংসা শাস্ত্রসম্মত এবং যুক্তিসিদ্ধ হইল কি না?

মন্ত্রী। হাঁ যদিও কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইতেছে বটে কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম সুতরাং উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন কিরূপে উচিত হইতে পারে?

উকীল। যখন উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বনের সামর্থ্য অভাব দৃষ্ট হইতেছে তখন তাহাপেক্ষা সহজ ধর্ম্ম অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকল্প হয়। দেখুন! সহগমন নিবারণ করণের কারণ কি? কেবল স্ত্রীহত্যা অত্যন্ত নির্দ্দয়াচরণ তৎপ্রযুক্তই তাহা রহিত হইয়া তাহাপেক্ষা নিকৃষ্ট ধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাই এক্ষণে বিহিত হইয়াছে কিন্তু এই ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালনে অসমর্থা অনেক বিধবার পক্ষে এ ব্যবস্থা স্থাপন অপেক্ষা প্রাণান্ত ব্যবস্থা সহগমন সহস্রগুণে সহজ বোধ হয়। কারণ পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা মরণাপেক্ষা ক্লেশদায়ক এবং অনেকানেক যুবতী বিধবাগণের পক্ষে এই সুকঠিন নিয়ম স্থাপন করাতে তাহাদিগকে কেবল কুলকলঙ্ক বৃদ্ধিসহ কলুষসাগরে নিমগ্ন করা হইতেছে। যখন অল্প সামর্থ্যশালিনী বিধবাগণের প্রতি দয়া প্রকাশ পুর্ব্বক সহগমন নিবারণের ব্যবস্থা হইয়াছে তখন ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা তাহাদের যাবজ্জীবন নিদারুণ দুঃখ প্রদানে কি নির্দয়তা প্রকাশ করা হয় না। বিশেষতঃ

শাস্ত্রে যে দুই প্রকার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় যাইতেছে দ্বিবিধ ব্যবস্থাই অনুষ্ঠান করাতে কি হানি আছে। দ্বিবিধ ব্যবস্থা থাকিবার কারণ এই যে যাহারা ব্রহ্মচর্য্য লম্বনে সমর্থ হয় তৎপ্রতি সেই ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের এবং যাহাদের ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনের ক্ষমতা নাই তাহাদের প্রতি বিবাহ ধর্ম্মের ব্যবস্থা করাতে কাহারই সংসার নির্ব্বাহের পক্ষে কোন অনিষ্ট ঘটে না। তাহা না সর্ব্বসাধারণ বিধবাগণের পক্ষে নিদারুণ ক্লেশদায়ক মাত্র ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম স্থাপন করিলে যাহাদের সেই ধর্ম্ম পরিপালনের ক্ষমতা নাই তাহাদের দুর্দ্দশার পরি থাকে না। দুর্ভগা বিধবাগণ যৌবনাবস্থায় ধর্ম্মপথে ও লৌকিক পারলৌকিক সুখে বঞ্চিতা হইয়া যেরূপ কালযাপন করে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় দেখুন সকল ধর্ম্ম সকলের প্রতি সুব্যবস্থা হইতে পারে নির্ধনীর প্রতি দানধর্ম্মের ব্যবস্থা অবশ্যই অকিঞ্চিৎকর তপস্যা সত্যযুগের প্রধান ধর্ম্ম এই কলিযুগের দুর্ব্বল গণের পক্ষে স্থাপন করিলে তাহাদিগের ইতো নষ্ট ভ্রষ্ট হইয়া ইহকাল পরকাল ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা। বিবেচনা করিয়া দেখুন এতদ্দেশে প্রায় সকল লোকের চার ব্যবহার অনেক প্রকারে পূর্ব্বাপেক্ষা পরিবর্ত্তিত য়াছে ও হইতেছে। ম্লেচ্ছের দাসত্ব করা কি শাস্ত্রে উৎকৃষ্ট কর্ম্ম। কোন শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ শূদ্র যবন একাসনে উপবেশনের ব্যবস্থা আছে। কোন কন্যা বিক্রয় করিয়া ধন সঞ্চয় করিবার বিধি আছে। শাস্ত্র বিরুদ্ধ বহুবিধ পাপ কর্ম্মে দেশীয় লোকের বিকার জন্মে না তখন জাতি কুল মান ধর্ম্ম প্রাণ মূল কারণস্বরূপ শাস্ত্রবিহিত যুক্তিসঙ্গত অনায়াসসাধ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কষ্টসাধ্য ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠান

ধিকাংশ বিধবাগণকে পাপপঙ্কে পতিত করা কি কর্ত্তব্য
য? কলিযুগের অল্প ক্ষমতাশালিনী যুবতী বিধবাগণের
ক্ষে এ ব্যবস্থা কি সুব্যবস্থা হইতে পারে?

মন্ত্রী। ও পাষণ্ড! ও নরাধম! তাহা হইলে কি সকলেই
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণে অক্ষম বলিয়া বিবাহার্থে উদ্যতা হইবে
? তখন তাহাদের ক্ষান্ত করা যে ভার হইবে তার কি?
বৃদ্ধ বয়েসে পুত্র পৌত্রাদির সম্মুখে প্রাচীনা বিধবারা ব্রহ্ম-
অনুষ্ঠান করিতে অপারক বলিলে তাহাদেরও জো
বাহ দিতে হইবে।

উকীল। তাহা হইলে যে প্রাচীনা স্ত্রীলোকগণও ব্রহ্ম-
অবলম্বন না করিয়া বিবাহ করিতে চাহিবে এমত কদাচ
সম্ভব্য নহে বরং তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্যের গৌরব বৃদ্ধি হই-
কারণ দ্বিবিধ ব্যবস্থা সত্ত্বে যাহারা বিবাহ না করিয়া
পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে তাহাদেরই
র প্রতি আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ জন্য সকলে
বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে এবং লোকলজ্জা বশতঃ
ক স্ত্রীলোকে বিবাহিতা হইতে অসম্মতাও হইতে
। বিশেষতঃ পুত্র পৌত্রাদিযুক্ত প্রাচীনা বিধবা-
কোন ক্রমেই বিবাহার্থে সম্মতা হইবে না। দেখুন
দের মধ্যে বিবাহ করিবার ব্যবস্থা সত্ত্বেও প্রাচীন
স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে কেহ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক
না। যদি কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি পাণিগ্রহণের অভি-
করে তথাচ তজ্জন্য নিন্দাভাজন হওনাশঙ্কায় তাহা
তে ক্ষান্ত হয়। সেইরূপ বৃদ্ধাবস্থায় বিধবা হইলে
লজ্জাভয়ে অথবা অননুরাগ বশতঃ স্ত্রীলোক
বিবাহে স্পৃহা হইবে না। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে
ন যাপনে অভিলাষী হইবে। সুতরাং যে
রকা বা যুবতী বিধবাগণের বিবাহ দেওয়া উচিত তাহা

দেরই বিবাহ হইবে। আর অস্মদ্দেশে কন্যাগণে এক্ষণে স্বয়ম্বরা রীতি রহিত হওয়াতে পিতা মাতা কিম্বা আত্মীয়বর্গেই কন্যার বিবাহ স্থির করিয়া থাকেন তাঁহারাই বৈধব্যাবস্থায় পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়া উচিত কি অনুচিত বিবেচনা করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিবেন। যেরূপ প্রথম বিবাহ কালে কন্যার মতামত জিজ্ঞাসার অপেক্ষা না করিয়া সকলে পাত্র স্থির করিয়া উপযুক্ত কালে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন সেইরূপ কন্যার বৈধব্য ঘটিলে দ্বিতীয়বার বিবাহ দেওয়া উচিত কি অনুচিত বিবেচনাপূর্ব্বক তাহার প্রতি তদ্রূপ ব্যবস্থা স্থাপন করিবেন। ইহাতে বালিকা এবং যুবতী বিধবাগণের কিয়দংশ ভিন্ন অপরাপর সকল স্ত্রীলোককেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দিনযাপন করিতে হইবে। তদ্দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত গৌরব বৃদ্ধিসহ এতদ্দেশের অধিকাংশ পাপ তাপ বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।

মন্ত্রী। ও মর্থ! বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিলে কুমারগণের বিবাহ দেওয়া যে ভার হইবে। কারণ উপযুক্ত পূর্ণবয়স্কা স্ত্রী প্রাপ্ত হইলে অপ্রাপ্ত যৌবনা ললনাগণকে কে বিবাহ করিতে স্বীকার করিবে না। সুতরাং এক্ষণে বিধবারা যেরূপ পতি অভাবে দারুণ কষ্টে কাল যাপন করিতেছে এবং কেহ২ সেই কষ্ট অসহ্য বোধে অনেক অনিষ্ট আচরণ করিতেছে কুমারীগণও এইরূপ কষ্টে পতিত হইয়া দেশকে একেবারে উৎসন্ন করিবে। ইংলণ্ডাদি দেশে এইরূপ নিয়ম প্রবল করাতে প্রায় অনেক স্ত্রীলোকের দুশ্চরিত্রের পরিসীমা নাই। অতএব বিধবাগণের বিবাহ দেওয়াতে দেশের অধর্ম্ম নিবারণ না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইবে।

উকীল। ইহা কখনই বিশ্বাস করিবেন না, সে সুলক্ষণা অদত্তা কন্যা প্রাপ্ত হইলে কেহ বিধবা ক

সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দিতে অভিলাষী হইবে। যেমত অকৃতদার পাত্র প্রাপ্ত হইলে কৃতদার পাত্রে কন্যা সম্প্রদানে কেহই সম্মত হয় না সেইরূপ সতা কন্যার প্রতি অশ্রদ্ধা করিয়া সকলেই অসতা কন্যার সহিত বিবাহ দেওয়া গৌরব জ্ঞান করিয়া তৎপ্রতি অনুরাগী হইতে পারে। সুতরাং বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে যে কুমারীগণের বরের অপ্রতুল হইবে এমত কদাচ বিশ্বাস্য নহে বরং কুমারীদের যে সব পরিত্যাজ্য ও অগ্রাহ্য বর তাহাদিগের সহিত বিধবাগণের বিবাহ হইবে। তাহাতে কুমারীগণের ক্ষতি কি? ইংলণ্ডাদি দেশে যদিও কোন২ স্ত্রীলোকের দুশ্চরিত্রতা শ্রুত হওয়া যায় তাহা বিধবাবিবাহের জন্য নহে; বরং কন্যাগণের স্বাতন্ত্র্যতা ও স্বয়ম্বরা রীতি থাকাতেই এইরূপ দুঃশীলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

রাজা। মন্ত্রি! এক্ষণে তোমাদিগের বিচার এক প্রকার শেষ হইল। এক্ষণে এ বিষয়ে আমাদিগের একবার মন্ত্রণা করা যাউক।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ!

রাজা ও মন্ত্রী নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজা এবং মন্ত্রী, মন্ত্রণাগৃহে।

রাজা! মন্ত্রি এক্ষণে কর্ত্তব্য কি?

মন্ত্রী। কর্ত্তব্য আর কি? বিবাহ দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে। চিরকাল যাহা করা যাইতেছে তাহাই করা কর্ত্তব্য। বিধবাগণের চির প্রচলিত আচার কি রহিত করা যায়?

রাজা। চিরকাল কি একরূপ কর্ম্ম করিতে হইবে লোক ক্রমেং যে আমার অত্যন্ত দুর্নাম করিতেছে!

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনার আদেশানুসারে বহুকাল বধি বিধবাগণ স্বামির সহিত জ্বলন্ত হুতাশনে দগ্ধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিত। এখন কেবল ইংরাজদিগের শাসন ভয়ে জ্বলন্তানলে প্রাণত্যাগ করিতে ক্ষান্ত হইয়াছে। কিন্তু তজ্জন্য অধিকাংশ প্রজাবর্গ অদ্যাপি দুঃখিত আছে। পূর্ব্ব নিয়ম প্রচলিত করিয়া বিধবাগণের প্রাণনাশ করিলে তাহারা অদ্যাপি যে কত সুখী হ বলিতে পারি না। তবে এক্ষণে বিধবাগণকে কেবল একাহারী করিয়া যাবজ্জীবন পতি নিষেধের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা অমান্য করে কার সাধ্য? বরং অধিকাংশ প্রজাবর্গ আপনার এই কষ্টকর নিয়মে সন্তুষ্ট আছে। আপনি যদিও অন্যায়রূপে পূর্ব্ব ব্যবস্থা বলবতী রাখিয়া পতিহীনাগণের সতীত্ব নাশ করিতে বলেন তথাপি তাহাতে কেহ বাক্য ব্যয় করিবে না। সকলে মহা সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিবে। আপনি যে এদেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা তাহা কি মহারাজের স্মরণ নাই।

রাজা। তাহা সত্য বটে। কিন্তু, দেখ, মন্ত্রি! বিধবাগণের কষ্ট দৃষ্টে কোন কোন প্রজার মনে দুঃখোদয় হইতেছে। যদিচ আমার শাসন ভয়ে সেই দুঃখ অনেকে অন্তরে অন্তরে গোপন করিয়া রাখিতেছে কিন্তু অনেকানেক বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ক্রমে ক্রমে এদেশে প্রায় সতী ধর্ম্মের বিলোপ দৃষ্টে, বেশ্যাদলের প্রবলতা দৃষ্টে, ভ্রূণহত্যার প্রণালী বিলোকনে এরূপ ব্যবস্থা আর সদ্ব্যবস্থা জ্ঞান করেন না। আর সহগমনের ব্যবস্থা রহিত হইবার পূর্ব্বে প্রজাবর্গের মনঃ এইরূপ চঞ্চল হইয়াছিল। অতএব এ ব্যবস্থা রহিত করা অত্যন্ত আবশ্যক বোধ হইতেছে।

মন্ত্রী। এক্ষণে আপনাকে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া দিতে হইল, যৎকালীন সহগমন নিবারণের ব্যবস্থা হয় তৎকালে আপনি আমার নিকটে গোপনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন যে এদেশে আমি আর সতী ধর্ম্ম রাখিব না! শাস্ত্রোক্ত কলিযুগের মাহাত্ম্য যাহা ঋষিগণ লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই সফল করিতে চেষ্টিত হইব। মহারাজের প্রতিজ্ঞানুসারে তদবধি প্রায় সতী ধর্ম্ম লোপ হইয়া আসিতেছে। অদ্যাপি মহারাজের তৎপক্ষে কোন ঔদাস্য দৃষ্ট হয় না। বিধবাগণের মধ্যে যে কয়েকজন সতী অভিমানিনী আছে মনে করিলে ক্ষণকালের মধ্যে তাহাদের সন্তোষ করিয়া পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা সফল করিতে পারেন। কিন্তু তাহা না করিয়া বিধবাগণের পতি বরণের ব্যবস্থা করিলে ঋষিগণকে মিথ্যাবাদী করা হইবে।

রাজা। তাহা সত্য বটে কিন্তু এক্ষণে অনেক বিজ্ঞ প্রজাবর্গ আমার সেই গুপ্ত কৌশলটি জানিতে পারিয়া বর্ত্তমান ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের নিকটে এক্ষণে পদে পদে নিন্দার ভাজন হইতে হইবে।

মন্ত্রী। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেমন তৈলকারগণ গোসকলের নয়নাবরোধ করিয়া তৈলযন্ত্রে আবদ্ধ করাতে তাহারা কোন পথে যাইতেছে জানিতে না পারিয়া এক স্থানে ঘূর্ণিত হয় সেইরূপ এই জ্ঞানান্ধ প্রজাবর্গ অদ্যাপি আমাদের কৌশলযন্ত্রে বদ্ধ হইয়া ঘুরিতেছে। দেখুন আমাদের এমনি চাতুর্য্য যে সেই কৌশল জানিয়াও জানিতে পারিতেছে না। যুগ যুগান্তেও এদেশীয় প্রজাগণ মহারাজের নিগুঢ় শাসন কৌশলের সন্ধিসন্ধি পাইবে না আপনি তাহাদের শিরোদেশে বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদান করিয়া সুখে রাজত্ব করুন কস্মিনকালেও তাহারা সচেতন

হইবে না। এক্ষণে তজ্জন্য উদ্বিগ্ন হওনের কোন আ-
শ্যক নাই।

রাজা। মন্ত্রি! তোমার উৎসাহযুক্ত বচনাবলি শ্রবণে
যদিও আমার অন্তঃকরণ অমৃতাভিষিক্ত হইতেছে বটে
কিন্তু দিন দিন এই সকল অসদাচরণ বৃদ্ধি হওয়াতে প্রজা
বর্গের মনে সর্ব্বদাই দুঃশঙ্কা উদয় হইতেছে। তাহারা
তজ্জন্য গোপনে২ আমার নিন্দাবাদ করিয়া থাকে। দেখি-
তে পাই তাহারা আমার নাম উচ্চারণ করিয়া কপালে এবং
বক্ষে করাঘাত করে. চক্ষের জলে ভাসিতে থাকে এবং কখন২
ঘূর্ণিত এবং আরক্ত লোচনে অত্যন্ত জাতক্রোধ প্রকাশ
করে। অনাথাগণের দুঃখের কথা তাহারা সর্ব্বদাই বলিয়া
থাকে। সুতরাং বিবেচনা হয় অল্পদিন মধ্যে ইহার প্রতী-
কার না দেখিলে তাহারা রাজবিদ্রোহী হইতে পারে
এরূপ বিদ্রোহাচরণ প্রায় সর্ব্বদেশেই ঘটিয়াছে, অতএব
সহজে নিষ্পত্তি করাই উচিত হয়।

মন্ত্রী। আপনাকে যে কোন কথা বলে এমত ব্যক্তি
অদ্যাপি জন্মে নাই। আপনি যে তেজিয়ান রাজা তাহা-
তে সামান্য নিন্দাবাদ মহারাজের গ্রাহ্য করা উচিত নহে
বিশেষতঃ ত্বদস্মাকে আপনার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করি-
লে কেহ তাহা সহ্য করে না। দেখুন মহারাজ! আপনি
কত কোটি২ স্ত্রীহত্যার কারণ হইয়াছেন,—কত কটি২ স্ত্রীলো-
কের সতীত্ব হরণ করিয়াছেন, কত কোটি২ গর্ভস্থ বালকের
প্রাণনাশ করিয়াছেন,—কত কোটি২ ব্যক্তির বংশলোপ
করিয়াছেন, কত কোটি২ বার শুক্র বিক্রয় করিয়াছেন,—কত
কোটি২ ভদ্রগৃহে অপরিসীম কলঙ্ক ঘটনা ঘটাইয়াছেন এবং
পিতা মাতার মনে নিদারুণ শোকানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া
দিয়াছেন,—কত কোটি২ স্ত্রীলোককে যাবজ্জীবন অসহ্য যন্ত্র-
ণা সাগরে ভাসাইয়াছেন তাহার সঙ্খ্যা নাই। তথাচ

প্রজাবর্গ আপনার প্রতি এতাদৃশ সন্তুষ্ট যে যদি কেহ আপনার নিন্দামাত্র করে তবে তাহাকে পাষণ্ড ভিন্ন অন্য কথাই কয় না। আপনার এতাদৃশ বশম্বদ প্রজাবর্গ যে রাজদ্রোহী হইবে তাহা কদাচ বিশ্বাস্য নহে। আপনার অশান্তিজন্য উদ্বিগ্ন পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

রাজা। সত্য বটে কিন্তু সুদ্ধ এই সকল কারণেই তোমরা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেছ। আমি আর শুভ লক্ষণ দেখিতেছি না। অনেক স্থলে প্রকাশ্যে আমার প্রতি উপহাস ও নিন্দাবাদ শ্রবণ করিতেছি। তুমি বুঝিতেছ না যে এক্ষণে আর সে কাল নাই, পূর্ব্বকালের রাজভক্ত সাধু এবং পুণ্যশীল প্রজাগণ মর্ত্ত্য লীলা সম্বরণ করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি শত বর্ষ পর্য্যন্ত বিদ্যার আলোচনা বৃদ্ধি হওয়াতে অনেকের চক্ষু কর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অনেকে নিশ্চিত বুঝিয়াছে যে দেশীয় লোকের আচার ব্যবহারই দেশের ধর্ম্মরক্ষার ও অধর্ম্ম বৃদ্ধির প্রধান কারণ। তাহারা যে ব্যবস্থানুসারে আচার ব্যবহার করিয়া থাকে সেই ব্যবস্থা সৎ হইলে প্রজাবর্গের অবস্থার উন্নতিসহ সুখসৌভাগ্য এবং ধর্ম্ম। বৃদ্ধি হয় আর অসৎ ব্যবস্থা হইলে কেবল দেশের ধর্ম্ম বিলোপ হইয়া হীনাবস্থা হইতে থাকে। এইহেতু সকল ব্যবস্থা সর্ব্বকালে সুখদায়িনী না হওয়াতে শাস্ত্রকারেরা দেশ কাল পাত্রভেদে নিয়ম পরিবর্ত্তনের বিধি দিয়াছেন। সুতরাং প্রজাবর্গের অবস্থানুসারে যেরূপ ব্যবস্থাদ্বারা সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধি হইতে পারে তাহা যখন অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে তখন তদ্রূপ ব্যবস্থাই স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনার বিবেচনা হইতেছে যে দেশের লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। তাহারা নিশ্চিতরূপে বুঝিয়াছে যে কোন প্রকার ব্যবস্থানুসারে

চলিলে দেশের উন্নতি হইতে পারে। [illegible]
চনায় প্রজাবর্গ স্বদেশের হিতাহিত বুঝিতে সক্ষম [illegible]
তাহারা এতাদৃশ বুদ্ধিমান অদ্যাপি হয় নাই। তাহা
বুদ্ধিমান হইলে কদাচ কি এইরূপ কষ্টকর নিয়মে ব
থাকিতে সন্তুষ্ট হইত। বহুকালাবধি তাহারা পূর্ব্ব স্থা
পিত ব্যবস্থা সকল পালন করিয়া মহারাজের অচ্ছেদ্য দ
সত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া তৎপ্রতি এতাদৃশ অনুরক্ত হইয়াছে
যে তাহা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কষ্টকর বিবেচনা করি
অত্যন্ত অনুরাগের সহিত পালন করিতেছে। তাহারা
ব্যবস্থানুসারে চলিতেছে তাহার বর্ত্তমান এবং পরিণা
ফল যে কি হইতেছে এবং কি হইবে তাহা অতি অল্প
লোক জানিতে এবং বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে। বিশেষতঃ
স্বর্গভোগের প্রলোভ সত্বে কেহ বর্ত্তমান ব্যবস্থার প্রতি
শ্রদ্ধাহীন হইবে না। আপনি সাক্ষাত প্রত্যক্ষ বিধ
গণের সতীত্বনাশ করিলেও তাহারা কোন বাক্য ব্য
করিবে না।

রাজা। মন্ত্রি: সেই স্বর্গভোগের প্রলোভ আর থা
কে? যখন বিধবাগণের বিবাহ দেওয়া শাস্ত্রসম্মত ও যু
সঙ্গত সপ্রমাণ হইল তখন ইহা নিশ্চয় বিবেচনা করি
হইবে যে প্রজাবর্গের মনে ইহা নিশ্চয় বিশ্বাস জন্মিয়া
যে বিধবাগণের বিবাহ দেওয়াতেও তাহারা স্বর্গভ্রষ্ট হ
না। আর এরূপ বিশ্বাস না জন্মিলে তাহারা কি নিমি
দলবদ্ধ হইয়া দরখাস্ত করিবে এবং এই উপস্থিত ব্যবস্থা
অসৎ ফল অবিকল বর্ণন করিতে সক্ষম হইবে। [illegible]
শুদ্ধ পূর্ব্বানুরাগবশতঃ এই সুকঠিন অনিষ্টজনক কষ্ট
ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। কিন্তু [illegible]
লোক পূর্ব্বানুরাগ জন্য কষ্ট স্বীকার কত দিন করে
এক্ষণে বিবাহের ব্যবস্থা বহূপকারী দেখিয়া তাহারা তাহ

পালন করিতে আজ্ঞা না করেন [illegible]
যে পূর্ণ না করিলে তাহারা রাজবিপ্লব [illegible]
মন্ত্রী। বিবাহ দেওয়া কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। [illegible]
হাতে প্রজাবর্গ অসন্তুষ্ট হউক আর নিন্দা [illegible]
রাজবিদ্রোহিই হউক সে সকল দায় আমার। [illegible] মিথ্যা
তর্কের দ্বারা তাহাদের এতাদৃশ মোহিত করিব [illegible]
যে তাহারা সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বোধ [illegible]
বর্ত্তমান ব্যবস্থা উত্তম বলিয়া জ্ঞান করিতে থাকিত হইবে।
কিন্তু মহারাজ এক কর্ম্ম করুন! আপাততঃ এদেশে যে
কয়েকটা সতী অভিমানিনী বিধবাগণ দরখাস্ত প্রদান করি-
য়াছে যদি তাহাদের পতি বিরহ দুঃখ দূর করিয়া দেন
তাহা হইলে আর পতিপাইবার প্রার্থনায় কেহ মোকদ্দমাও
করিবে না, বিবাহ দিবার নিমিত্তে ব্যবস্থাও চাহিবে না।
এ কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইলে কোন উচ্চ বাচ্যই থাকিবে
না। অনায়াসে সকল বিরোধ ভঞ্জন হইয়া সর্ব্বদিকে
মঙ্গল হইবে! কেবল অদ্য রজনীযোগে সভাভঙ্গ হই-
লে মহারাজ অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের পতির কামনা
পূর্ণ করিয়া দিলেই আর কোন গোলযোগ থাকিবে না।
মন্ত্রী। কি বল মন্ত্রি! আমার কি আর পূর্ব্ব কালের
ন্যায় বলবীর্য্য পরাক্রম আছে যে অতি কুৎসিত জঘন্য কর্ম্ম
করিয়াও রাজভক্ত প্রজামণ্ডলীতে সম্রান্ত এবং পূজিত
হইব। আমার দর্পেতে প্রজাবর্গ তটস্থ ও কুণ্ঠিত হইয়া
আমার পদতলে তৈল মৃক্ষণ করিতেং আমার মহত্ত্বার্থে
সাধুবাদ ও প্রশংসাবাদ প্রদান করিবে। আর কি সে দিন
হবে বিধবা কন্যাকে দগ্ধ করিবার নিমিত্তে পিতা মাতা ভ্রাতা
এবং বন্ধুগণ আমার সাহায্যার্থে উপস্থিত হইবে। এক্ষণে
প্রাচীন অবস্থায় আমার আর এরূপ কর্ম্মে সাহস হইতেছে

মন্ত্রী। মহারাজ! ও কর্ম্ম করুন আর নাই করুন ... ... তা বক্তব্য আমি বলিলাম এবং প্রাণপণ যত্নে ... প্রতিজ্ঞা রক্ষণে যত্নপর হইব। তবে আমার ... ...নুসারে চলা না চলা মহারাজের বিবেচনা। ইক্ষণে কত শত গুরুতর কার্য্য সমাধা করিয়াছি এতো অতি সামান্য আপনি কি নিমিত্তে এই সমান্য কর্ম্মে ভীত হইতে ... বলিতে পারি না। ইহা না করিলে আমাকে মন্ত্রীত্ব ... রক্ষা করণের প্রয়োজন নাই। আমি বিদায় হই।

মন্ত্রীর গাত্রোত্থান।

রাজা। মন্ত্রি! স্থির হও! তোমার মতানুসারেই ... কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এই প্রাচীন কাল অত্যন্ত দুঃসহাসিক কর্ম্মে মন প্রফুল্ল হয় না তজ্জন্যই সন্দেহ করিতেছি। একণে তুমি শীঘ্র মিথ্যাতর্কের দ্বারা উকীল এবং অন্যান্য লোকের মনে ভ্রান্তি জন্মাইতে চেষ্টা কর

পঞ্চমাঙ্ক।

তৃতীয় গর্ব্ভাঙ্ক।

রাজসভা, রাজা মন্ত্রী, পাত্রমিত্রগণ বিদ্যাগাং উকীল এবং মদন।

মন্ত্রী। মহারজ! ও বাল্মীকের কথা শুনিয়া বিধ... গণের বিবাহের ব্যবস্থা কোন মতেই প্রদান করিবেন না কলি প্রবল হইলে সকল ধর্ম্মই নষ্ট হইবে। ঋষিগণ বাক্য কি কখন মিথ্যা হইতে পারে?

কলিতে ম্লেচ্ছেতে পূর্ণ, হবে এই দেশ।
বিধবারা পতি পুনঃ, চাবে অবশেষ॥
শাস্ত্রে আছে মিথ্যা নয়, হবে ঘোর কলি।
ম্লেচ্ছ প্রায় ব্যবহার, হইবে সকলি॥

গৃহে গৃহে কুলটা হইবে নারীগণ।
পরদার তুষ্য আর না রবে তখন॥
পর ভার্য্যা গমনের, নাম পরদার।
বিধবারা পরস্ত্রী, নহে আপনার॥
পরস্ত্রী বিবাহ করা, যদি হয় ধর্ম্ম।
পরধন হরা তবে, কি হেতু অধর্ম্ম॥
গোপনে কুকর্ম্ম করে, সেটা তবু চলে।
প্রকাশ্যে কি বিধি দেওয়া, যায় তাই বলে॥
দেখহ বিচার করি, দেশাচার রাজ।
একাব কি রূপে চলে, ত্যজি লোকলাজ॥
কি ঘোর হইল কলি, গেল হিন্দু ধর্ম্ম।
কুকর্ম্মে সুকর্ম্ম বলে, শুনে জ্বলে মর্ম্ম॥
তাহা হইলে দেখ রাজা, করিয়া বিচার।
পশু পিশাচের মত, হইবে আচার॥
একাকার হবে সব, যাবে এই দেশ।
হিন্দু যবনেতে আর, না রবে বিশেষ॥
ম্লেচ্ছ প্রায় হবে দেশ, বিচার না রবে।
ইন্দ্রিয়ের সুখভোগে, রত হবে সবে॥
যে যারে করিবে ইচ্ছা, বরিবে আনন্দে।
বিয়ে না হইতে গর্ব্ভ হইবে স্বচ্ছন্দে।
জন্ম যোনি বিচার না, থাকিবে তখন॥
সুরূপ লাবণ্য দেখে, করিবে বরণ।
দ্বেষ হিংসা পরিপূর্ণ, হবে এই দেশ।
পতিহত্যা করিবেক, নারীগণ শেষ॥
অবলা প্রবলা হবে, না রবে শাসিত।
পতি ভক্তি না থাকিবে, দেখিলে কুৎসিত॥
লজ্জা না করিবে তারা দেখে গুরুজন।
বারাঙ্গনা প্রায় হবে কুলাঙ্গনাগণ॥

পুত্রবতী বিধবার হবে বড় দোষ।
পিণ্ড দিবে বাপে বাপে হবে গণ্ডগোল ॥
পুত্রের হইবে লজ্জা সমাজের ক্রোড়ে।
নারী লয়ে লাঠালাঠি হবে অন্তঃপুরে ॥
আর শুন মহারাজ কহি এক কথা।
কদাচ না ছাড়া যায় দেশাচার প্রথা ॥
বহুকাল যে আচার করে সাধুগণ।
সে আচার ত্যাগ করা নহে সুলক্ষণ ॥
বরঞ্চ গোপনে তারা হউক অসতী।
তথাচ প্রকাশ্যে বিয়ে অনুচিত অতি ॥
বিধবার পতি অতি অসম্ভব কথা।
মাথা নাই যার তার হবে মাথা ব্যথা ॥
অতএব মহীপতি করি হে বারণ।
বিধবার বিয়ে শীঘ্র কর নিবারণ ॥

সভাসদগণ। বাহা বাহা করতালী প্রদান।

উকীল। মহারাজ! মন্ত্রী যে বক্তৃতা করিলেন তাহা শুনিয়া তাঁহার প্রকৃত উৎকর্ষ প্রদান করিতে হইলে কিঞ্চিৎ অশিষ্টতা হয় কিন্তু অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করিবেন।

শুনিয়া মন্ত্রীর উক্তি, যেরূপ পেলাম যুক্তি,
হরিভক্তি উড়ে গেল তাতে।
হায় কি যুক্তির বল, দুধে দুধ জলে জল,
দেখিয়া দিলেন হাতে হাতে ॥
মন্ত্রীর বক্তৃতামত, দেশ হবে ধর্ম্ম হত,
পতি যদি পায় বিধবারা।
বিবাহ হইলে আর, থাকিবে না সদাচার,
অত্যাচার করিবেক তারা ॥

ইহা কি সম্ভব হয়, যদি হয় পরিণয়,
উপযুক্ত হয় যদি পতি।
সব দুঃখ দূরে যাবে, মৃত্যুদেহে প্রাণ পাবে,
তবে কেন হইবে অসতী॥
শুন শুন মহীপতি, বিধবা যুবতী সতী,
পতি নাহি পাইয়ে সম্প্রতি।
ত্যজি সব লোকলাজ, করিছে কলির কাজ,
যুগধর্ম্মে হইয়া অসতী॥
মানিছে না ঘর পর, দেখিয়া সুন্দর বর,
জাতিকুল দেয় তার করে।
তাহাতে বাড়িছে মান, মুখপোড়া হনূমান,
কে কারে করিবে একঘরে॥
না রহে জাতি বিচার, হল সব একাকার,
ব্যভিচারে পুরে গেল দেশ।
হয়ে এলো ঘোর কলি, কলি আর কারে বলি,
আচারের হইয়াছে শেষ॥
তাতে কত হয় সুখ, সকলের হেটমুখ,
যবনের সঙ্গেতে ব্যাভার।
হায় কি উত্তম কর্ম্ম, হায় কি হিন্দুর ধর্ম্ম,
কি উত্তম আচার বিচার॥
একি রঙ্গ বলিহারি, ঘরে ঘরে বারনারী,
হইতেছে গোপনে সাদরে।
তাহে নাহি হয় দোষ, বিবাহ করিলে রোষ,
অসন্তোষ হয়ে সবে মরে॥
বিধবা রমণী যারা, বিবাহ হইলে তারা,
পরদারা নাহি আর রবে।
গোপনে যে কায করে, সেই পরদারা হরে,
পরদার তারে বলে সবে॥

প্রকাশ্যে বিবাহ করে, লইয়া যাইবে ঘরে,
সেটা কিসে হইবে কুকর্ম্ম ।
গোপনেতে চুরি কোরে, লয়ে যাইতেছে হরে,
তাহাতে কি থাকিতেছে ধর্ম্ম ॥
বল দেশাচার রাজ, কিসে থাকে কুল লাজ,
বিচার করিয়া সবিশেষ ।
কিসে রয় হিন্দু ধর্ম্ম, কোনটা অসৎ কর্ম্ম,
কিসে একাকার হয় দেশ ॥
পশু পিশাচের মত, আচার বিচার হত,
হইয়া উঠেছে এইক্ষণে ।
হিন্দু যবনেতে আর, থাকে না কোন বিচার,
অধিকাংশ বিধবার গুণে ॥
ম্লেচ্ছপ্রায় হল দেশ, একি দুঃখ অবশেষ,
এখন লোকে হয় [illegible] ।
সে জন না শিখে লোকে, উল্টে লোকে কটু বলে,
কাটে হাড় একি কলিকালে ॥
[illegible] হয় [illegible] সে জাতে করে গমন,
বিচার নাহিক কিছু তার ।
বিধবার শূন্য ঘরে, নষ্ট দুষ্ট বাস করে,
ধরে না সে দোষ কেহ আর ॥
গলায় বাধিলে আঁটি, হয় কিছু আঁটাআঁটি,
কাটাকাটি হয় যেই বার ।
হয়ে দেশাচার দাস, কর্ত্তে হয় গর্ব্ভনাশ,
মুক্ত করি নরকের দ্বার ॥
শ্রীক্ষেত্র হতেছে ঘরে, সেটা কেহ নাহি ধরে,
বলে বিয়ে দিলে যাবে জাতি ।
কিবা সূক্ষ্ম বিবেচনা, সদরে গলে না কণা,
মফঃসলে গলে যায় হাতি ॥

কর না কর না ভয়, যদ্যপি বিবাহ হয়,
মারিবে না দেখিয়া কুৎসিৎ।
একার্য্যে নাহি রবে শাক্তি, করিবেক পতি ভক্তি,
বিধবারা থাকিবে শাসিত॥
অন্য দেশী মেয়ে যারা, কোথায় দেখেছ তারা,
পতি হত্যা করে মন্দ বলে।
পুরুষে কি দুইবার, গ্রহণ করিলে দার,
নষ্ট করে কদাকার বলে॥
যদি হয় নরবর, মনোমত পাবে বর,
ঘুচে যাবে সকলের দায়।
রবে কুলশীল ধর্ম্ম, হবে না অসৎ কর্ম্ম,
লজ্জাশীলা হবে বিধবায়॥
বিধাতার নির্ব্বন্ধ, স্বামি সহ সম্বন্ধ,
থাকে যেইরূপ অবলার।
স্বামি দেহ অবসানে, বিবাহ বিধি বিধানে,
হইবে অন্যের অধিকার॥
তাহাতে হবে না গোল, পিণ্ড লয়ে গণ্ডগোল,
করিবে না পিতার পিতায়।
যে যার তনয় হবে, তারি পিণ্ড সেই দিবে,
ফাঁকি না পড়িবে কেহ তায়॥
নারী লয়ে লাঠালাঠি, হইবে না কাটাকাটি,
ভয় নাই মন্ত্রী মহাশয়।
চুল চিরে হবে ভাগ, কেহ না করিবে রাগ,
যাহার যে দিগ ইচ্ছা হয়॥
মাতার বাসর সজ্জা, দেখিয়া পুত্রের লজ্জা,
বিয়ে হলে হইবেক হ্রাস।
গুপ্ত সংবাদ হেরে, লজ্জায় বাইত মরে,
ক্রমে তাহা হইবেক নাশ॥

থাকে যদি কিছু বোধ, কর না বিবাহ রোধ,
শুভ কর্ম্মে কায কি বিরোধ।
কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, হইবে বৈপিতৃ ভাই,
লজ্জায় হইবে পরিশোধ॥
শুন দেশাচার রাজা, বাড়িবে তোমার প্রজা,
দ্বিগুণ পাইবে তুমি কর।
নাশ বিধবার দুঃখ, হইবে কুটুম্ব সুখ,
সুতো বেঁধে আনিয়াছে বর॥
দেখে ভাল যর বর, যুড়ে দেও দুই কর,
উপযুক্ত পাইবে জামাই।
কি হইবে বংশ লোপে, পড়িবে বিধবা কোপে,
মহারাজ তোমার দোহাই॥
কত বংশ হলে রক্ষে, দেখিবে আপন চক্ষে,
অশ্রুধারা মুছি বিধবারা।
বিয়ে হলে অল্পকালে, তনয় লইয়া কোলে,
ভর্ত্তৃ দুঃখ পাসরিবে তারা॥
অপুত্রক কত সুখ, দেখিয়া দৌহিত্র মুখ,
স্বর্গে যাবে বিধবার পিতা।
ঘুচিবে কন্যার দায়, কত সুখী হবে তায়,
পিতা মাতা ভ্রাতা ও জামাতা॥
দেখ বংশ মধ্যে যার, সন্তান নাহিক আর,
এক সুতা সেও পতিহীনা।
হইলে সে নির্ব্বংশ, কে লবে বিষয় অংশ,
তনয়ার পরিণয় বিনা॥
বিয়ে হলে দুহিতার, বিষয়ের অধিকার,
দৌহিত্র সন্তানে তার লবে।
রবে পিণ্ড রবে বংশ, দুঃখের হইবে ধ্বংস,
বিষয়াংশ অন্যের না হবে॥

উঠে যাবে কেনাবেচা, পাঁটিবেচা কালপেঁচা,
বাড়াতে পার্বে না আর দর।
হলে বিধবার বিয়ে, বিবাহ করিতে গিয়ে,
পায়ে ধরে কাঁদিবে না বর॥
হায় কি জঘন্য ধর্ম্ম, দেখে শুনে জ্বলে মর্ম্ম,
দাঁড়ি ধরে সন্তান বিক্রয়।
বুড়া কিম্বা কচিখোকা, তার নাই লেখাজোকা,
যার টাকা সেই জন লয়॥
তারে চেয়ে মুচি শুচি, পশুর চর্ম্মের কুচি,
সেই সদা বেচে অন্যজনে।
পাঁটিবেচা মুচি যারা, নিজ চর্ম্ম বেচে তারা,
ঘৃণা হয় তাহা দেখে শুনে॥
ভাসাইয়া কন্যাধন, কি লাভ লইয়া ধন,
সে ধন কি সঙ্গে যাবে কারো।
কন্যাদান মহাপুণ্য, বিক্রয়ে পতিত ভিন্ন,
কন্যারে জন্মের মত মারো॥
হেন দিন কবে হবে, দুহিতা বাণিজ্য যাবে,
রবে কন্যা-দান-রূপ মান।
কেনা বেচা আছে যার, তারো হবে উপকার,
এ রীতির হলে সমাধান॥
পুত্রের বিবাহ কালে, ভান হাত দিয়া গালে,
ভেবেং হইবে না সারা।
কসায়ের বাড়ী গিয়ে, নর মাংস কিনে নিয়ে,
করিতে হবে না আর দারা॥
যাহারা কুলের গোদা, কুল বটে কিন্তু বোদা,
মিষ্টতার নাই কিছু তার।
শতেক রমণী লয়ে, দ্বিজের দেবতা হয়ে,
ফিরিতে পার্বে না দ্বার দ্বার॥

বিধবারা অবিবাহিতা থাকিলে পূর্ব্বোক্ত [illegible] হইবার সম্ভাবনা।

মন্ত্রী। (ক্রোধে কম্পিত কলেবর) ওরে নরাধম! কুলাঙ্গার! তোর যদি বিধবা ভগ্নী কিম্বা কন্যা থাকে তবে তাহার বিয়ে কেন অগ্রে দেও না, তবে তোর যুক্তি শ্রোতব্য হইবে। নতুবা তোমার শৃগালের যুক্তি কে শুনিবে। আর বিধবাবিবাহ বিপক্ষে আমি যাহা বলিলাম তাহা ছাড়া আমার অনেক কথা আছে তাহা বলি শোন। ও কুলাঙ্গার! তোর কি লজ্জা হয় না! দেখ এই কলিকাল কে কি না কোর্চে? কারো কি জাতি আছে না থাক্‌বে? তৎপ্রযুক্ত দেশাচার প্রথা রহিত করা যায়?

হল ঘোর কলিকাল, ধর্ম্মের হইল কাল,
অধর্ম্ম হইল বলবান।
ম্লেচ্ছ হইয়াছে রাজা, ম্লেচ্ছ প্রায় হবে প্রজা,
ম্লেচ্ছ মত হইবে প্রধান॥
ক্রিয়াকাণ্ড হবে লোপ, হয়েছে কলির কোপ,
হিন্দু ধর্ম্মে না থাকিবে মতি।
কৌলীন্য মর্য্যাদা যাবে, জাতিকুল নাহি রবে,
বিধবারা পুনঃ পাবে পতি॥
হইয়া স্বধর্ম্ম হত, করিছে কুকর্ম্ম যত,
সেই হেতু পাষণ্ডের দলে।
শুন শুন মহারাজ, ত্যজিয়া লৌকিক কায,
ম্লেচ্ছমতে অনেকেই চলে॥
গোপনে কুকর্ম্ম করে, কেহ পরদারা হরে,
কেহ খায় যবনের অন্ন।
না করি জাতি বিচার, হয়ে এক একাকার,
হায় কলি তোরে বলি ধন্য॥

নাই। কেবল যুবতী বিধবাগণেরই তরে বিবাহ ব্যবস্থা দিতেন।

মন্ত্রী। ও পাষণ্ড! তবে বল দেখি কন্যার দানাধি কে হইবেক। পিতা যখন একবার দান করিয়াছেন তাহার স্বত্ব ধ্বংস হইয়াছে। যদি কন্যাতে আর তে স্বত্ব না রহিল তবে তিনি কি প্রকারে পুনরায় অ[illegible] ক্তিকে সেই কন্যা দান করিতে পারেন।

উকীল। ইদানীং আমাদিগের দেশে দুই প্রকার বিবাহ সচরাচর প্রচলিত আছে ব্রাহ্ম ও আসুর [illegible] কন্যা দান ও কন্যা বিক্রয়। এই দান ও বিক্রয় অন্যান্য স্থলের দান ও বিক্রয় শব্দের সমানার্থক ন[illegible] অন্যান্য দান ও বিক্রয় স্থলে দৃষ্ট হইতেছে যে যে ব্য[illegible] যে বস্তুতে স্বত্ব থাকে সেই সে বস্তু দান অথবা [illegible] করিতে পারে। একবার দান অথবা বিক্রয় করিলে ব্যক্তির সে বস্তুতে স্বত্ব ধ্বংস হইয়া যায় সুতরাং সে ব্যক্তির সে বস্তুর দান অথবা বিক্রয় করিবার অ[illegible] থাকে না। ভূমি, গৃহ, উদ্যান, গো, অশ্ব, হস্তি প্রভৃতি দান বিক্রয় স্থলে এই নিয়ম পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতে[illegible] কিন্তু এই দান বিক্রয়ের সহিত কন্যাসংক্রান্ত দান বিক্র[illegible] কোন অংশেই সাম্য নাই। ভূমি ধেনু প্রভৃতি স্থ[illegible] ব্যক্তির স্বত্ব থাকে সেই দান করিতে পারে যে ব[illegible] স্বত্ব না থাকে সে কদাচ দান করিতে পারে না। দৈবাৎ দানাদি করে সেই দানাদি অপ্রামাণিক ব[illegible] অসিদ্ধ হয়। কিন্তু কন্যাদান স্থলে সেরূপ নিয়ম ন[illegible] বিবাহস্থলে দান বাচনিক দান। শাস্ত্রকারেরা দানকে বাহবিশেষের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র। বিবাহাঙ্গ দান যে কোন ব্যক্তি করিলেও বিবাহ সি[illegible] হইয়া থাকে। কন্যাতে যাহার স্বত্ব থাকিবার স[illegible]

ব্যক্তি দান করিলেও যেমন বিবাহ সম্পন্ন হয় যে ব্য-র কন্যাতে স্বত্ব থাকিবার কোন কালে কোন সম্ভাবনা ই সে ব্যক্তি দান করিলেও বিবাহ সেইরূপ সম্পন্ন হই-থাকে। অন্যান্য বস্তুতে যাহার স্বত্ব নাই সে ব্যক্তি ন সে বস্তুর দানাধিকারী হয় না কিন্তু সজাতীয় ব্যক্তি ত্রই বিবাহাঙ্গ কন্যাদানের অধিকারী হইয়া থাকেন। উদ্বাহতত্ত্বধৃত নারদবচন।

পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাং ভ্রাতা বানুমতঃ পিতুঃ।
মাতামহো মাতুলশ্চ সকুল্যো বান্ধবস্তথা।
মাতাত্বভাবে সর্ব্বেষাং প্রকৃতৌ যদি বর্ত্ততে।
তস্যামপ্রকৃতিস্থায়াং কন্যাং দদ্যুঃ স্বজাতয়ঃ।

পিতা স্বয়ং কন্যাদান করিবেন অথবা ভ্রাতা পিতার মতিক্রমে দান করিবেন। এবং মাতামহ মাতুল জ্ঞাতি রা কন্যাদান করিবেন। সকলের অভাবে মাতা কন্যা করিবেন যদি তিনি প্রকৃতিস্থা হন তিনি অপ্রকৃতিস্থা লে সজাতীয়েরা কন্যাদান করিবেন। দেখুন শাস্ত্র-দিগের যদি এরূপ অভিপ্রায় হইত যে ভূমিদান ধেনু প্রভৃতির নিয়ম সকল কন্যাদান স্থলেও খাটিবেক ৎ যাহার স্বত্ব থাকে সেই দান করিতে পারে যাহার স্বত্ব না থাকে সে দান করিতে পারে না তাহা হই-জ্ঞাতি বান্ধব ও স্বজাতীয়েরা কিরূপে দানাধিকারী তে পারেন। কন্যাতে পিতা মাতারই স্বত্ব থাকিবার বনা. মাতামহ মাতুল জ্ঞাতি বন্ধু ও স্বজাতীয়দিগের থাকিবার কোন মতে কোন সম্ভাবনা নাই। যদি ভূমি ধেনুদানপ্রভৃতির ন্যায় কন্যাদান স্থলে যাহার স্বত্ব বেক সেই দান করিতে পারিবেক এইরূপ নিয়ম হইত না হইলে মাতামহাদিকে কন্যাদানে অধিকারী বলিয়া রকারেরা নির্দ্দেশ করিতেন না এবং মাতাই বা সর্ব্ব

শেষে দানাধিকারিণী বলিয়া পরিগণিতা হইতেন কেন পিতার পরে মাতার দানাধিকারিণী বলিয়া পরিগণি হওয়া উচিত ছিল। বস্তুতঃ ভূমি ধেনু প্রভৃতিতে যে স্বত্ব থাকে কন্যাতে সেরূপ স্বত্ব নাই। যদি কন্যাতে সেইরূপ স্বত্ব থাকিত তাহা হইলে পিতার অসম্মতি। অন্যকৃত কন্যাদান অস্বামিকৃত বলিয়া অসিদ্ধ হইতে রিত। কখন কখন এরূপ ঘটিয়া থাকে যে পিতার অজ্ঞ সারে ও সম্পূর্ণ অসম্মতিতে অন্য ব্যক্তিতে কন্যার বাহ দেয়। কিন্তু সে বিবাহ সিদ্ধ হয় কেন। পিতা স্বার স্বত্বাস্পদীভূত কন্যার অন্যকৃত দান অস্বামিকৃত ব রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া সেই দান অ করিতে না পারেন কেন? অন্যের ভূমি ও ধেনু ব্যক্তি দান করিলে সে দান কখন সিদ্ধ হয় না। দ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিলেই সেই দান অস্বামি বলিয়া অপ্রমাণ হইয়া যায়। অতএব কন্যাদান দান বাচনিক দান মাত্র ভূমি ধেনুপ্রভৃতির ন্যায় স্বত্ব দান নহে। যদি কন্যাদান স্বত্বমূলক দান না হইয়া কের অঙ্গ বাচনিক দান মাত্র হইল তখন পিতা এক ব্যক্তিকে দান করিয়া সেই ব্যক্তির মৃত্যু অন্যবিধ কোন বৈগুণ্য ঘটিলে সেই কন্যাকে পুনরায় পাত্রে দান করিতে না পারিবেন কেন কন্যার প্রথম বি কালে পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাম ইত্যাদি বচনে দা যেরূপ বিধি আছে অন্যান্য বচনে বিবাহিতা কন্যার বিশেষে পাত্রান্তরে দান করিবার সেইরূপ বিধি স্পষ্ট হইতেছে। যথা

সতু যদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব চ।
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রো বা দাসদীর্ঘাময়োঽপিবা।
ঊঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ সহাভরণভূষণা॥

যাহার সহিত বিবাহ দেওয়া যায় সে ব্যক্তি যদি অন্য জাতীয় পতিত ক্লীব ব্রহ্মচারী সগোত্র দাস অথবা চিররোগী হয় তাহা হইলে বিবাহিতা কন্যাকেও বস্ত্রাল- ঙ্কৃত ভূষিতা করিয়া অন্য পাত্রে সম্প্রদান করিবেক।" এ স্থলে বিবাহিতা কন্যাকেও যথাবিধানে পাত্রা- ন্তরে সম্প্রদান করিবার স্পষ্ট বিধি আছে। যদি একবার দান করিলে আর কোন অবস্থায় সেই কন্যাকে পুন- পাত্রান্তরে দান করিতে পিতার অধিকার না থাকিত হইলে মহর্ষি কাত্যায়ন পতি পতিত ক্লীব চিররোগী ইত্যাদি হইলে বিবাহিতা কন্যার পুনর্ব্বার অন্য পাত্রে দান এমত সুস্পষ্ট বিধি দিতেন না। আর এই বিষয়ে বিধি মাত্র পাওয়া যাইতেছে এমত নহে পিতা কন্যাকে পাত্রান্তরে দান করিয়াছেন তাহারও স্পষ্ট পাওয়া যাইতেছে। যথা ভীষ্মপর্ব্বে ৯১ অঃ

অর্জ্জুনস্যাত্মজঃ শ্রীমানিরাবান্নাম বীর্য্যবান।
সুতায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা।
ঐরাবতেন সা দত্তা হ্যনপত্যা মহাত্মনা।
পত্যৌ হতে সুপর্ণেন কৃপণা দীনচেতনা॥

নাগরাজের কন্যাতে অর্জ্জুনের ইরাবান নামে এক মান বীর্য্যবান পুত্র জন্মে। সুপর্ণকর্ত্তৃক ঐ কন্যার পতি হইলে নাগরাজ মহাত্মা ঐরাবত সেই দুঃখিতা বিধবা কন্যা অর্জ্জুনকে দান করিলেন।" অতএব দেখুন কন্যাদান স্বত্বমূলক দান না হইয়া বিবাহের অঙ্গ দান মাত্র হইতেছে যখন শাস্ত্রে বিবাহিতা কন্যার যথাবিধানে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করিবার বিধি দৃষ্ট হইতেছে এবং যখন বিধবা কন্যা পিতাকর্ত্তৃক পাত্রান্তরে দত্তা হইয়াছে তাহারও সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে তখন কন্যাদান করিলে পিতার স্বত্ব ধ্বংস হইয়া

যায় সুতরাং পিতা সেই কন্যাকে পুনরায় পাত্রান্তরে দান করিতে পারেন না এই আপত্তি কোন মতেই বিচারসিদ্ধ হইতেছে না।

মন্ত্রী। ও নরাধম! বিধবার বিবাহ দিতে হইলে সম্প্রদান কালে কোন গোত্র উল্লেখ করিতে হইবেক?

উকীল। গোত্রের নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমে গোত্রশব্দের অর্থ কি তাহাই নিরূপণ করা আবশ্যক। গোত্রশব্দের অর্থ এই

"বিশ্বামিত্রো জমদগ্নির্ভরদ্বাজোঽথ গৌতমঃ
অত্রির্বশিষ্ঠঃ কাশ্যপ ইত্যেতে সপ্তর্ষয়ঃ সপ্তর্ষীণা
মগস্ত্যাষ্টমানাং যদপত্যং তদ্গোত্রমিত্যুচ্যতে ॥"

"বিশ্বামিত্র জামদগ্নি ভরদ্বাজ গৌতম অত্রি বশিষ্ঠ কাশ্যপ ও অগস্ত্য এই আট ঋষির যে সন্তান পরম্পরা তাহাকে গোত্র বলে।"

জমদগ্নির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রিগৌতমাঃ।
বশিষ্ঠকাশ্যপাগস্ত্যা মুনয়ো গোত্রকারিণঃ।
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে॥

"জমদগ্নি ভরদ্বাজ বিশ্বামিত্র অত্রি গৌতম বশিষ্ঠ কাশ্যপ অগস্ত্য এই কয়েক মুনি গোত্রকারক। ইহাদিগের সন্তান পরম্পরাকে গোত্র বলে।" এই উভয় শাস্ত্রানুসারে জমদগ্নিপ্রভৃতি আট মুনির সন্তান পরম্পরার নাম গোত্র। সুতরাং গোত্রশব্দের অর্থ বংশ। অমুক অমুক গোত্র বলিলে অমুক অমুক মুনির বংশে জন্মিয়াছে অথবা অমুক মুনি অমুক বংশের আদিপুরুষ ইহাই প্রতীয়মান হয়। এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক বিবাহকালে কিরূপ গোত্রের উল্লেখ হইয়া থাকে। ঋষ্যশৃঙ্গ কহিয়াছেন

স্বরগোত্রং সমুচ্চার্য্য প্রপিতামহপূর্ব্বকম্।
নাম সঙ্কীর্ত্তয়েদ্বিদ্বান কন্যায়াশ্চৈবমেব হি॥

'বরের প্রপিতামহ পূর্ব্বক গোত্র উচ্চারণ করিয়া নাম উচ্চারণ করিবেক কন্যারও এইরূপ ।" অর্থাৎ বরের প্রপিতামহ পিতামহ ও পিতার নামোল্লেখপূর্ব্বক গোত্র উচ্চারণ করিয়া তাহার নাম উল্লেখ করিবেক। বরের ন্যায় কন্যারও প্রপিতামহাদির নাম উচ্চারণ করিয়া পরিশেষে তাহার গোত্র ও নাম উচ্চারণ করিবেক। অর্থাৎ কন্যা কাহার প্রপৌত্রী কাহার পৌত্রী ও কাহার পুত্রী এবং কন্যার গোত্র কি এই সমস্ত কীর্ত্তন করিয়া কন্যার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক তাহাকে দান করিবেক। ইহাদ্বারা সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে কন্যা কাহার প্রপৌত্রী কাহার পৌত্রী ও কাহার পুত্রী ও কোন বংশে জন্মিয়াছে এই সমস্ত কীর্ত্তন করিয়া বিবাহকালে পরিচয় দেওয়া যায়। সুতরাং প্রপিতামহ পিতামহ পিতা ও বংশের আদিপুরুষের পরিচয় প্রদান বিবাহকালে প্রপিতামহাদির নামোচ্চারণ গোত্রোচ্চারণের উদ্দেশ্য। যখন বংশের আদিপুরুষের পরিচয় প্রদান মাত্র বিবাহকালীন গোত্রোল্লেখের উদ্দেশ্য হইতেছে তখন দ্বিতীয়বার বিবাহকালেও প্রথম বিবাহের ন্যায় পিতৃগোত্রই উল্লেখ করিতে হইবেক। অন্য গোত্রে বিবাহ হইয়াছে বলিয়া দ্বিতীয়বার বিবাহকালে পিতৃগোত্র উল্লেখের কোন বাধা হইতে পারে না। কারণ যে ব্যক্তি যে বংশে জন্মিবেক তাহার কোন অবস্থাতেই তাহার বংশের বা বংশের আদিপুরুষের পরিবর্ত্ত হইতে পারে না। মনে কর কাশ্যপমুনির বংশোদ্ভবা এক কন্যার শাণ্ডিল্য বংশোদ্ভব এক পুরুষের সহিত বিবাহ হইল। এই বিবাহ দ্বারা সেই কন্যার কাশ্যপগোত্রোদ্ভবত্ব লোপ কিরূপে হইতে পারে। যেমন বিবাহ হইলে পিতার পরিবর্ত্ত হয় না পিতামহের পরিবর্ত্ত হয় না ও প্রপিতামহের পরিবর্ত্ত হয় না সেইরূপ বংশের আদিপুরুষেরও পরি-

অবিরোধ সিদ্ধ হইল। আর বিবাহযোগ্য কন্যানির্বাচন স্থলে মাতৃসগোত্রা ও পিতৃসগোত্রা বর্জ্জনের বিধি আছে। কিন্তু বিবাহ হইলে মাতার পতিগোত্র প্রাপ্তি হয় সুতরাং পিতৃসগোত্রাবর্জ্জন দ্বারাই মাতৃসগোত্রা বর্জ্জন সিদ্ধ হওয়াতে মাতৃসগোত্রার স্বতন্ত্র বর্জ্জন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠে। এই আশঙ্কা করিয়া কোন কোন সংগ্রহকর্ত্তারা মাতৃসগোত্রা বর্জ্জনস্থলীয় মাতৃ শব্দের অর্থ মাতামহ এই যে কষ্ট কল্পনা করিয়া থাকেন তাহারও পরিহার হইল।

মন্ত্রী। এ বিধবাবিবাহ কুলাঙ্গার; যদি স্ত্রী সপিণ্ডীকরণপর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে তবে বিবাহিতা স্ত্রী জীবদ্দশায় ব্রতাদি করিলে পতিগোত্র উল্লেখ করা যায় কেন।

উকীল। স্ত্রী ব্রতাদিকালে পতিগোত্র উল্লেখ করিয়া থাকে যথার্থ বটে। কিন্তু ব্রতাদিস্থলে গোত্রোল্লেখের কোন বিধান দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রাদ্ধাদিস্থলে যে গোত্রোল্লেখের বিধান আছে তাহা দেখিয়াই লোকে ব্রতাদিস্থলে গোত্রোল্লেখ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যথা উদ্বাহতত্ত্বে

শ্রাদ্ধাদৌ ফলভাগিনাং গোত্রাদ্যুল্লেখ দর্শনাৎ
তদিতরত্রাপি তথোল্লেখাচারঃ।

"শ্রাদ্ধাদি স্থলে ফলভাগীদিগের গোত্রাদি উল্লেখের বিধান দেখিয়া তদ্ভিন্ন স্থলেও গোত্রাদি উল্লেখের ব্যবহার হইয়াছে।" সুতরাং ব্রতাদিস্থলে গোত্রোল্লেখ কেবল ব্যবহারমূলক। পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে যে স্ত্রী সপিণ্ডীকরণপর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে। অতএব ব্রতাদি স্থলে যদি গোত্র উল্লেখ করিতে হয় পিতৃগোত্র উল্লেখ করাই বিধেয়। পরন্তু বিবাহদ্বারা স্ত্রী পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতিগোত্র প্রাপ্ত হয় পূর্ব্বোক্ত হারীত ও বৃহস্পতি বচনের অর্থ স্থির করিয়া পতিগোত্র উল্লেখের ব্যবহার প্রচলিত

যে বিবাহকালে গোত্রোল্লেখের অভিপ্রায় এই যে স্কন্ধ স্ত্রী কোন বংশে জন্মিয়াছে তাহার পরিচয় প্রদান ব যায়। বিবাহের পর স্ত্রী পতিগোত্রভাগিনী হয় বলি সম্প্রদানকালে পতিগোত্র উল্লেখ করিলে সে অভি সম্পন্ন হয় না। সুতরাং পিতৃগোত্র উল্লেখই স ভাবে বিধেয় বোধ হইতেছে। এই মীমাংসা কেবল মার স্বকপোলকল্পিত নহে। শাস্ত্রেও ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা বৃহদ্বশিষ্ঠ সংহিতা ৪

অমুষ্য পৌত্রীং চামুষ্য পুত্রীং চামুষ্য গোত্রজাম্
ইমাং কন্যাং বরায়াস্মৈ বরং ভদ্রিবৃণীমহে।
শৃণ্বন্তিতি ইবে ত্রয়োদাসো কন্যাপ্রদায়কঃ।

সমাগত সর্ব্বজন সমক্ষে কন্যাদাতা ইহা কহিবেক আপনারা শ্রবণ করুন অমুকের পুত্রী ও অমুকের পৌ ত্রী এই কন্যাকে আমরা এই বরে দান করিতেছি। পুন এস্থলে স্পষ্ট নির্দেশ আছে আমরা অমুকের গো ত্রজা কন্যা দান করিতেছি। সুতরাং কন্যা যে গো জন্মিয়াছে বিবাহ কালে সেই গোত্রের উল্লেখ করাই বি সিদ্ধ হইতেছে। অমুকের গোত্রোদ্ভবা না বলিয়া অমুকগোত্রা এই মাত্র অস্পষ্ট নির্দেশ থাকিত তাহা লেও স্ত্রী বিবাহের পর পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গোত্রভাগিনী হয় সুতরাং দ্বিতীয়বার বিবাহ কালে প গোত্র উল্লেখ করিতে হইবেক ইহা কথঞ্চিৎ প্রতিপন্ন তে পারিত। কিন্তু এখন পূর্ব্ব নির্দিষ্ট বশিষ্ঠ বচনে স্পা কারে নির্দেশ আছে যে যে গোত্রে জন্মিয়াছে সেই গে উল্লেখ করিয়া সমাগত সর্ব্বজন সমক্ষে পরিচয় দিয়া ব দান করিবেক তখন সম্প্রদান কালে পিতৃগোত্র পরিত করিয়া পতিগোত্র উল্লেখ কোন মতেই কর্ত্তব্য হ পারে না।

মন্ত্রী। ও মূর্খ! কোন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দ্বিতীয়বার বিবাহ হইবে।

উকীল। স্ত্রীর দ্বিতীয়বার বিবাহের মন্ত্র নাই এই আপত্তি নিতান্ত অমূলক। কারণ বিবাহ সম্পাদক মন্ত্রগণের মধ্যে কোন মন্ত্রেই এরূপ কথা নাই যে ঐ সমস্ত মন্ত্র দ্বিতীয়বার বিবাহকালে খাটিতে পারে না। সুতরাং যে সমস্ত বৈদিক মন্ত্রদ্বারা প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে দ্বিতীয়বারের বিবাহও সেই সমুদয় মন্ত্রদ্বারা সম্পন্ন হইবে। যথা

অক্ষতা চ ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।

কি ক্ষতযোনি কি অক্ষতযোনি যে স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার হয় তাহাকে পুনর্ভূ বলে। ইত্যাদি বচনে যখন স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে তখন দ্বিতীয়বার বিবাহের মন্ত্রই নাই এ কথা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কারণ যথাবিধানে মন্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক বিবাহ নির্ব্বাহ না হইলে তাহাকে সংস্কার বলা যায় না।

মন্ত্রী। ও পাষণ্ড! তাহা হইলেও যখন ইহা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ও বহুকালাবধি রহিত হইয়াছে তখন কোন মতেই প্রচলিত করা যাইতে পারে না। তোর ও সকল যুক্তীকের বাচালতা গ্রাহ্য হইতে পারে না।

উকীল। শাস্ত্রাপেক্ষা দেশাচার প্রবল কারণ নহে।

মন্ত্রী। (ক্রোধে ঘূর্ণিত লোচন) ও কুলাঙ্গার আবার তোর ঐ কথা। হা মূর্খ "নষ্টস্য কান্যাগতি" তোর কিছুই জ্ঞান হইল না। রস তোরে "প্রহারেণ ধনঞ্জয়" করিব (মুষ্টাঘাতে উদ্যত) জানিস না বাল্মীক।

উকীল। এই বুঝি তোমার বিচার। মহারাজ দেখুন কি অন্যায়।

মন্ত্রী। হা "মুখস্য লাঠৌষধি" এর ব্যবস্থাই এই

দের নিক্ষিপ্ত বাণাঘাতে রাজা মন্ত্রী এবং সভাস্থ সকলে উন্মত্ত।)

রাজা। মন্ত্রি! আজ কতজন বিধবা অভিযোগ করিয়াছে?

মন্ত্রি। পতি পাইবার জন্য প্রায় দশ লক্ষ যুবতী বিধবারা দরখাস্ত করিয়াছে। আর গর্ভপাত নিবারণের জন্য প্রথমবার প্রায় পাঁচ শত আর দ্বিতীয়বার দুই হাজার এবং আড়াই হাজার দরখাস্ত দাখিল হইয়াছে।

রাজা। আজি এত অধিক দরখাস্ত হইয়াছে কেন?

মন্ত্রী। মহারাজ! এখন দিন দিন আরো অধিক দরখাস্ত দাখিল হইবে। কারণ বসন্তকাল উপস্থিত বিধবারা আর মদনবাণ সহ্য করিতে পারিতেছে না।

রাজা। এত বিধবার কামনা পূর্ণ কে করিবে?

মন্ত্রী। আপনার তো স্বহস্তে তাহা করিতে হইবে না এই অনুচরগণকে আজ্ঞা করিলেই সকল কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। আপনি কেবল এক জনকে লইয়া আমোদ আহ্লাদে মগ্ন হইয়া কৌতুক দেখুন না।

রাজা। দেখ মন্ত্রি! সতীর কি রূপলাবণ্য কি মুখ যেন শত শত শশধর নিষ্কলঙ্ক হইয়া একত্রে উদয় হইয়াছে।

মন্ত্রী। (কুড়জালি হস্তে হরিনাম জপিতেং) হাঁ মহারাজ যথার্থ বটে। সকলিই ভগবানের ইচ্ছা। (স্বগত) সাবিত্রীটিও বড় মন্দ নয়।

পাত্রমিত্রগণ। কোনটিই রূপে গুণে কম নহে। সুশীলা কি সুমতী কি কুলবালা সকলগুলিই সুন্দরী বটে।

রসবতী। মহারাজ মদন আজ হাল বকেয়া আদায় করিবার জন্য এই সতী লক্ষ্মীদের প্রতি পুনর্ব্বার অত্যাচার করিতেছে এই নিমিত্তে এক একজন উপযুক্ত লোক নিযুক্ত

রিয়া দেউন। আমরা এই স্থান থেকে যাহা বাকি আছে
যা যাই।

রাজা। তাহার কোন চিন্তা নাই তোমাদের পছন্দমত
একজন বরপাত্র যোত্তাএন রাখা যাইবে। (মন্ত্রী প্রতি)
াকে বৈঠকখানার পার্শ্ববর্ত্তি গৃহে লইয়া যাও।

মন্ত্রী। সতী ও সাবিত্রী উভয়কে লইয়া প্রস্থান।

পাত্রমিত্রগণ। সুমতী সুশীলা কুলবালাপ্রভৃতিকে
ইয়া প্রস্থান।

সভাভঙ্গ।

ষষ্ঠাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৈঠকখানার পার্শ্ববর্ত্তি গৃহে সতী ও মদন।

নেপথ্যে। দ্রুতগতি দিবাপতি পথ পরিশ্রমে।
শ্রান্ত হয়ে অস্তাচলে চলে ক্রমে ক্রমে॥
শূন্যপথে স্বীয় রথে করি আরোহণ।
এক স্থানে থাকি সদা করিছে ভ্রমণ॥
অবনীর নীররাশি হরিয়া স্বকরে।
ক্রমে ক্রমে চাতকের আশা পূর্ণ করে॥
হের ঐ জগতের চক্ষু জগত জীবন।
পশ্চিম অচলচূড়া করিছে শোভন॥
আপন কিরণরাশি প্রকাশি তথায়।
বসিয়াছে স্বর্ণাশনে অতুল শোভায়॥
ক্রমে ক্রমে দিনমণি অস্তগত হয়।
ক্রমে ক্রমে নিশা আসি হইল উদয়॥
মলিন হতেছে ঐ প্রভাকর প্রভা।
তিমিরে গ্রাসিছে সব ধরাতল শোভা॥

তরুগণ শাখা নাড়ি করিছে ইঙ্গীত।
পক্ষিগণে শাখায় আসিতে তরাম্বিত ॥

মদন। এক্ষণে সন্ধ্যাত্তো অতীত হইল। একবার সতী গৃহে গিয়া তাহাকে শুভ সংবাদ দিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখি। কুসুমবাণ কোথায় গেল। (কবে কোনও সুগন্ধ চন্দন কোপিতাঙ্গ কোকিল ভ্রমরসহ সতীগৃহে গমন।)

মদন। সতি তোমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। আজ মহারাজ তোমার রূপলাবণ্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন তুমি রাজমহিষী হইবে। (কুসুমবাণাঘাত।)

সতী। মহারাজ কি আমাকে বিবাহ করিবেন!

মদন। প্রকাশ্যে করুন আর নাই করুন গোপনে করিবেন। তাহাতে কি ক্ষতি আছে। ফলতঃ তুমি সুখে থাকিলেই হয়।

সতী। বিবাহ না করিলে আমার রাজমহিষী হওয়ার চেয়ে যেরূপ দিন দুঃখিনী আছি তাই ভাল।

মদন। তোমার কিছুমাত্র বুদ্ধি নাই। চিরকাল কষ্ট ভোগ অপেক্ষা রাজমহিষী হওয়া কি ভাল নয়; স্ত্রীলোককে বোঝান ভার!

সতী। (সজল নয়নে) আর আমাকে কষ্ট দিওনা, আমাকে এইবেলা ছেড়ে দেও।

মদন। ছিছি সতী আর রোদন করিওনা; চক্ষের জল মুছে ফেল। দেখ তুমি যেরূপ সুখসৌভাগ্য প্রাপ্ত হইবে তাদৃশ প্রায় ঘটা দুর্ঘট।

সতী। আমার আর সে দুর্ঘট ঘটনায় কায নাই আর কুলকলঙ্ক ঘটার চেয়ে এক্ষণে যদ্যপি মরণ ঘটে তা হলেই মঙ্গল।

মদন। সতি তুমি স্ত্রীলোক কিছুই বোঝ নাই তা হইলে তোমার সুখের সীমা থাকিবে না। এক্ষণে

রোদন করিওনা। ঐ দেখ মহারাজের পাক্‌শাক খোমা নাইতেছে। পুনর্ব্বার সম্মোহন বাণাঘাতে।

সতী। (বসনে বদনাবরণ ও সজল নয়নে রোদন করি-তেই) আমাকে আর সতী বলে ডেক না।

মহারাজের প্রবেশ।

রাজা। হায় হায় বিধাতার কি চক্ষু নাই এমন সুন্দরী এমন সাক্ষাৎ অপ্সরা। ইহাকেও পতিহীনা করিয়াছেন।

কি করিবে বল সতী ভাবনা কি তার।
হেঁটমুখে চন্দ্রাননে ঢাক কেন আর॥
তোমার মলিন মুখ দেখে বুক ফাটে।
আমার মিনতি শোন বস স্বর্ণখাটে॥
মুখ তুলে চন্দ্রাননী চাও একবার।
নাশ প্রিয়ে আমার মনের অন্ধকার॥
উঠ উঠ তুলে মুখ হেসে কথা কও।
কেন আর হেঁটমুখে মৌনী হয়ে রও॥
শুন শুন রসবতি ধরি তব পায়।
বিরহে না রহে প্রাণ বুঝি যায় যায়॥

মদন। মহারাজ মিনতির কর্ম্ম নয় "বস ইহ কি দেব দয়া করিলে"।

রাজা। যথার্থ বটে। যদি তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্মতা হও তবে ভাল নতুবা আমাদের এস্থানে বল প্রকাশ করা রীতি আছে।

সতী। মহারাজ! আপনার চরণে ধরি আমাকে ছেড়ে দেউন।

মদন। মহারাজ! সতীকে একবার ছেড়ে দিয়ে মহাদেব আমার চিরশত্রু হইয়াছেন।

রাজা। দেখ মদন! দুটি একটা কেমন সহজে সম্মতা হয় বড় বলিতে কইতে হয় না। এটা কোন কর্ম্মেরই নয়।

মদন। তারা এ বিষয়ে অত্যন্ত চতুরা। (উভয়ের প্রীতি বাণ নিক্ষেপ।)

রাজা। সতি! তুমি বুঝি কিছুই জান না। ভাল আমার কথাটা একবার শুনই দেখ না কেন।

সতী। মহারাজ আপনার কথা বড় সহজ নয়, বরং ওরে চেয়ে মৃত্যু ভাল।

রাজা। ছি প্রিয়ে! এমন কথা কি বলিতে আছে তোমার শত্রু মরুক।

মদন। দেখ সতি সকলি অনিত্য কখন কে আছে এই বেলা আমোদ আহ্লাদ করে নেও।

সতী। মহারাজ আমি জানি এ সংসারে ধর্ম্মই সত্য সকলি মিথ্যা।

মদন। তাতেই তো বলছি একালের বিধবাদের ধর্ম্মই প্রায় এইরূপ। এরে চেয়ে ধর্ম্ম আর হবে না। কেন আর বিলম্ব করিতেছ। শুভ কর্ম্মে বিলম্ব করা উচিত নয়।

রাজা। আমি কিন্তু ধর্ম্মদ্বারে খালাস তুমি রাজি হও ভালই নতুবা উপায় নাই। (বস্ত্র ধারণের উদ্যোগ।)

মদন। আমাদের মহারাজের অনুগ্রহে প্রায় শতকরা দুই একজন যুবতী বিধবা অধার্ম্মিক আছে নতুবা এইরূপ ধার্ম্মিক সকলেই। তার জন্য ভাবনা কি সতী! কি স্বর্গ ভোগের ইচ্ছা করিতেছ ইহাতে হাতে হাতে স্বর্গভোগ হইবে।

সতী। (সজল নয়নে) মহারাজ কাপড় ছেড়ে দেও এখনো কেন আমার মরণ হল না।

ছিছি মহারাজ ধিক ছিছি মহারাজ।
কি কর কি কর রাজা অনুচিত কায॥
তুমি ধর্ম্ম অবতার তুমি ধর্ম্ম অবতার।
সতী ধর্ম্ম নষ্ট করা নহে সুবিচার॥

রাজা নয়নের জলে রাজা নয়নের জলে।
পাষাণ হইলে তবু যায় সেই গলে॥
হায় কি কঠিন মন হায় কি কঠিন মন।
তব মূর্ত্তি হেরে আর না সরে বচন॥
শুন দেশাচার পতি শুন দেশাচার পতি।
প্রকাশ্যে বিবাহ করি হও মোর পতি॥
শুন দেশাচার রাজ শুন দেশাচার রাজ।
গোপনে এ কায করি কেন দেহ লাজ॥
রাজা রাখ কুলমান রাজা রাখ কুলমান।
এই দেখ ওষ্ঠাগত হইয়াছে প্রাণ॥

রাজা। ছি প্রিয়ে ও সব কথা বল না বল না।
কেন আর মিছামিছি করিছ ছলনা॥
বিধবা ললনা তুমি রস তো জান না।
পাইলে সে তার আর কভু ভুলিবে না॥
প্রথমে ঔষধি অতি তিক্ত বোধ হয়।
ক্রমশঃ অভ্যাস গুণে রসনায় সয়॥
তুমি অতি সেবতী কেন কর ছল।
রসের সাগরে ভাসি নাহি খাও জল॥
শ্রীফল নিন্দিত কল শোভিত হৃদয়।
প্রেমিকে না দিলে কিবা হবে ফলোদয়॥
আমার মিনতি শোন হওলো সদয়।
স্নিগ্ধ হই স্পর্শ করি তোমার হৃদয়॥
উপমা রহিত তুমি সুবর্ণ প্রতিমা।
সংসারে নাহি ধরে এরূপের সীমা॥
কেশ পাশে প্রস্ফুটিত মুখ সুনির্ম্মল।
যেমন শৈবাল মাঝে ফুল্ল শতদল॥
অলি বিনা ও মুখের শোভা নাহি হয়।
কেন সতী করিতেছ মিছে ধর্ম্ম ভয়॥

যাহা জ্ঞান কর তুমি, তুমি অনাথার স্বামী,
পদতলে দেহ ভূমি, তাহে হই লয় হে ॥
বিদীর্ণ কর হে ধরা, তাহাতে প্রবেশি ত্বরা,
ধর্ম্মনাশে প্রাণ ধরা, হবে অতি ভার হে ।
দেশাচার নিশাচরে, সতীর সতীত্ব হরে,
কিরূপে তাহার করে, হইব উদ্ধার হে ॥
সিংহ ব্যাঘ্র কিম্বা করী, দাসীরে হরণ করি,
লয় যদি ত্বরা করি, তাহাও স্বীকার হে ।
দেখি পাষণ্ডের ধারা, নয়নে না রহে ধরা,
বহিতেছে তারাকারা, ধারা অনিবার হে ॥
দেশাচার নাম ধরে, পিশাচের কর্ম্ম করে,
সতার সতীত্ব হরে, না করি বিচার হে ।
নাহিক আমার পতি, তুমিতো জগতপতি,
বিপদে পড়েছে সতী, করহ উদ্ধার হে ॥
[illegible] ধর্ম্ম, থর থর কাঁপে মর্ম্ম,
[illegible] পায় হে ।
[illegible] মূর্ত্তিমতে,
[illegible] হে ॥
[illegible] হয় যাঁরে, [illegible]
ডুবি যে কলঙ্ক নীরে, বলিতেছি তাই হে ।
আমার এ দুঃখানল, করিবারে সুশীতল,
দিতে যে সান্ত্বনা জল, আর কেহ নাই হে ।
নাম ধর দয়াময়, নাশেতে কলঙ্ক ভয়,
নাশ হে কলঙ্ক ভয়, সতীর মিনতি হে ।
যেই প্রভু হিরণ্যাক্ষে, প্রহ্লাদে করেন রক্ষে
দেখ হে করুণা চক্ষে, দাসীর দুর্গতি হে ॥
ধরাতলে লয়ে জন্ম, সুখের না বুঝি মর্ম্ম,
ত্যজিয়া সংসার ধর্ম্ম, হইব বিরাগিণী হে ।

পতি পুত্র প্রিয়জন, নারীর সর্ব্বস্ব ধন,
হইয়াছে বিসর্জ্জন, আছি উদাসীন হে ॥
কলঙ্ক সাগরে পার, করিবারে কর্ণধার,
পতি ছিল অবলার, তাও আর নাই হে।
বিরহ তরঙ্গে ভাসি, দেশাচার বায়ু আসি,
ধৈর্য্য পাল ফেলে নাশি, কুল কিসে পাই হে ॥
কে আর ধরিবে হাল, কে আর রাখিবে পাল,
তরী হয়ে বানচাল, ডুবিছে অকূলে হে।
বাণিজ্যের আশা করি, ধর্ম্মধন পূর্ণ করি,
বাহিতেছিলাম তরী, বায় লাভে মূলে হে ॥
যখন হইল জন্ম, কিছুই না বুঝি মর্ম্ম,
কিরূপ সংসার ধর্ম্ম, কিবা তার ভার হে।
করি মাত্র স্তনপান, হইলাম বর্দ্ধমান,
তখন না ছিল জ্ঞান, আছে দেশাচার হে ॥
যখন মুদিত আঁখি, জননী জঠরে থাকি,
যেন পিঞ্জরের পাখি, করেছ পালন হে।
ভূমিষ্ঠ হইয়া ধরা, দেখিলাম বসুন্ধরা,
তোমারি রচনা করা, অতি সুশোভন হে।
কত কষ্টে পিতা মাতা, করিয়া স্নেহ মমতা,
পালন করেন সুতা, সুখের কারণ হে ॥
দেখিয়া দেশের গতি, নাম রেখেছেন সতী,
হায় হায় কি দুর্গতি, হইল এখন হে।
কি ছার কুলেতে এসে, অকূলে যাই যে ভেসে,
সকলে বলিবে হেসে, সতীরে অসতী হে।
ভারতেতে জন্ম লয়ে, লোকের গঞ্জনা সয়ে,
গন্ধহীন পুষ্প হয়ে, থাকা তার অতি হে ॥
যে ধন লইবে হরি, কেবল জান হে হরি,
মরি মরি আহা মরি, বলিতে না পারি হে।

তার মুখ পুড়িয়ে দিয়ে তারাতো বেরয়ে যাবেই. তাতো জা-নাই আছে। এখন আমাকে আর মাল্লে কি হবে। দাসী আগে ফিরে এসে কি বলে শোন।

ষষ্ঠাঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

এক বুড়মাগী নিদ্রাহইতে উঠিয়া
আপন স্বামির প্রতি।

বুড়ী। হেঁগা কার্তিকের বাপ! এখন কত রাত্তির গা।

বুড়। এখন রাত্তির দুই প্রহর।

বুড়ী। ওগো! ওদিকে গোল হচ্চে কি গা।

বুড়। আর কিছু না ঐ বাঁড়ুযেদের গোটা দুতিন মে বেরিয়ে গেছে তাই নিয়ে লোককে চেঁচাচ্ছে।

বুড়ী। কোন বাঁড়ুয্যে গো।

বুড়। ঐ যে মেনে পোড়ছে না, ছাই! ঐ যাতে ধান খাচে।

বুড়ী। ধান খাচ্চে কি গো! কুলো!

বুড়। হাঁ হাঁ ঐ কুলো! কুলো! ঐ কুলপ্রিয় বাঁড়ুয্যেদের তিনটে মেয়ে বেরিয়ে গেছে।

বুড়ী। তবে চল না একবার দেখতে যাই।

বুড়। তুইতো মাগী ভালরে! ও আর কি দেখতে যাবি! অমন কত শত হয়ে যাচ্ছে এখন চুপ করে ঘুমো না কাল সকালে দেখিস্। কত ঘোঁট হবে! দেখতে পাবি কৃষ্ণবাবু দলের গোদা বাঁড়ুয্যে বামনকে ডেকে কত তিরস্কার কর্বেন, হয়তো ওকে এক ঘরে করে রাখিবেন।

বুড়ী। আহা বামণের কি কপাল গা!!! চারিটে মে

শোষে তাহাদের জাতি কুল মান ধর্ম্ম সম্ভ্রম এবং প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া দেশাচার দুই পদ উত্তোলনপূর্ব্বক অতুল্য আনন্দে নৃত্য করিতেছে। মহাশয়েরা দেখুন একি ভয়ানক অত্যাচার! একি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশ! একি অরাজকতা! আমরা কাহার আশ্রয় লইব কাহার শরণাগত হইব; যাহাকে রাজত্ব ভার সমর্পণ করিয়া আমাদের দীন দুঃখিনী বিধবা তনয়াগণের একমাত্র ধর্ম্ম ধন রক্ষণার্থে নিযুক্ত করিয়াছি সে যে আমাদের পদে পদে সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইবে তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। আমরা তস্করের করে ধন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি এক্ষণে রক্ষক হইয়া সেই ভক্ষক হইয়াছে। নিষ্ঠুর নারীহত্যাকারি দেশাচার যাহার শরীরে দয়ার লেশমাত্র নাই, যে বহুশত বৎসর পর্য্যন্ত অনাথাগণকে জলন্ত হুতাশনে দগ্ধ করিয়াছে আমরা অনাথাগণের বান্ধব হইয়া সেই দেশাচারের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি এবং দেশসুদ্ধ লোক ঐক্য হইয়া সেই দেশাচারের অনুচর হইয়া স্বস্ব তনয়াগণের চরিত্র এবং ধর্ম্মনাশের কারণ হইয়াছি। আমরা বিধবাগণের নামমাত্র পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু; আমরা দেশাচারের দাসহেতু শত্রু পক্ষ হইয়াছি বাস্তবিক যেন এদেশে বিধবাগণের পিতা মাতা আত্মবন্ধু কেহই নাই, তাহারা পতিবিয়োগ হইলে আর আশ্রয়স্থান প্রাপ্ত হয় না। আমরা জানিয়া শুনিয়া বিধবাগণের হস্তপদ বন্ধনপূর্ব্বক অধর্ম্ম সলিলে বিসর্জ্জন করিতেছি যদি এই দেশাচার রাক্ষসকে দেশান্তরিত করিতে সক্ষম হ তবেই এই পাপদেশ পুনঃ পুণ্যভূমি বলিয়া বিখ্যাত হই এবং বিধবা তনয়াগণের নিস্তার হইবে। যতকাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে এই দেশাচারের রাজত্ব থাকিবে ততকাল বিধবাগণের লজ্জা ভয় মান ধর্ম্ম কিছুই থাকিবে না ততকাল আমাদিগের অর্থহেতু কন্যা বিক্রয় করিতে হই

স্পর অধোমুখ করিতে না ইচ্ছা থাকে, যদি স্ব স্ব আত্ম পরি জন মধ্যে অশেষ দোষের মূলোৎপাটন পূর্ব্বক অসংখ্য গৃহস্থ গৃহে সুখাঙ্কুর রোপণ করিয়া তাহাদের সহিত পরমানন্দে কাল যাপন করিতে চাহেন, যদি পরস্পরের কুলকলঙ্ক প্রকাশ পূর্ব্বক দেশ বিদেশস্থ জন সমাজে দলাদলির ধ্বজা তুলিতে না ইচ্ছা থাকে, যদি বেশ্যা ব্যবসায় বৃদ্ধির দ্বারা বঙ্গদেশকে পাপ তাপে দগ্ধ করিতে না চাহেন— যদি আপনারা সঙ্খ্যাতীত ভ্রূণহত্যাদি কুৎসিৎ পাপ নিবারণ করিতে ইচ্ছুক হন তবে দুরাচার দেশাচারের দাসত্ব শৃঙ্খল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিধবা তনয়াগণের সুভোজ্যাকে কালবিলম্ব করিবেন না। যদি কন্যাপুত্র কুলীনগণে অসীম অত্যাচার নিবারণ করিবার অমোঘ উপায় স্থাপন করিতে ইচ্ছা থাকে—যদি কন্যা বণিকগণের শুল্ক বিক্রয় রূপ কুৎসিত বাণিজ্য বৃদ্ধিদ্বারা বঙ্গদেশকে পতিত করিতে না চাহেন—যদি আপনারা ক্রমে ক্রমে বংশহীন হইয়া এবং অবসন্ন না হইয়া ক্রমশ সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে চাহেন —যদি ক্রমশ স্বদেশের এবং স্বজাতির সৌভাগ্য বৃদ্ধি বাসনা থাকে—যদি সৌর্য্যবীর্য্য বল সম্পন্ন বংশ প্রবাহ স্থাপন দ্বারা এদেশের পূর্ব্ব মহিমা ও অসীম গৌরব রক্ষা করিতে অভিলাষ থাকে তবে দেশাচারের দাস শৃঙ্খল পরিত্যাগ করিয়া বালিকা বিধবাগণের বিবাহ প্রদানে কালবিলম্ব করিবেন না। এই সমস্ত ভয়ঙ্কর পাপ এবং কষ্ট নিবারণের শাস্ত্রসম্মত ও যুক্তি সিদ্ধ উপায় থাকিতে নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। দেশাচারের বিপক্ষ বিদ্রোহী হইয়া এই সকল অত্যাচার নিবারণ পূর্ব্বক বালিকা ও যুবতী বিধবাগণের বিবাহ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত। এই দণ্ডে মহাশয়েরা একমত অবলম্বন পূর্ব্বক দেশাচারের হস্ত হইতে বিধবাগণকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত

হউন। দেখুন এ বিষয়ে বিলম্ব করার কোন ফল নাই। বরং সম্পূর্ণ অনিষ্টের সম্ভাবনা।

বান্ধবগণ। আমরা এই মতে একমত অবলম্বন করি-লাম। দেশাচারকে দেশত্যাগী করিয়া জল গ্রহণ করিব।

কুল। মহাশয়দিগের আগমনের পূর্ব্বে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি দেশাচারের শিরোচ্ছেদিত রক্ত ধারায় পৃথিবী তল পবিত্র করিয়া সেই স্থানে উপবেশন করাইয়া বিধবা কন্যাগণের বিবাহ দিব।

বান্ধব। তাহাই কর্ত্তব্য। আমরা মহাশয়ের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে প্রাণপণ যত্নে চেষ্টা করিব।

কুল। একণে সকলে যুদ্ধ সজ্জা করিয়া দেশাচার রা-জার রাজধানী আক্রমণার্থে যাত্রা করুন।

বান্ধবগণ। তাহাই কর্ত্তব্য।

প্রজাগণের সমসজ্জ হইয়া যুদ্ধযাত্রা।

ষষ্ঠাঙ্ক।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বৈঠকখানায় রাজা ও মদন ও গায়কগণ।

রাজা। এ যে বড় গোলযোগ আরম্ভ করিল, এর

মদন। এর উপায় আছে মহারাজ। একবার বৈঠক-খানায় গায়কগণকে উচ্চৈঃস্বরে গান বাদ্য আরম্ভ করিতে অনুমতি করুন।

রাজা। তবে এক্ষণে তাহাই কর্ত্তব্য গায়কেরা এমনি উচ্চৈঃস্বরে গান বাদ্য আরম্ভ কর যে সতীর রোদন শব্দ কার কেহ না শুনিতে পায়।

গায়কগণ। যে আজ্ঞা মহারাজ!

রাগিণী সিন্ধু। তাল খেমটা।

ভূপ, তোয়ারিখানা ছেড়ে দিওনা, করি মানা।
গৃহ লক্ষ্মী ছেড়ে দিলে হাতে লক্ষ্মী থাকবে না॥
শুন রাজা দেশাচার, একণে এই দেশাচার,
আর ঘরে ঘরে পরস্পরে, আপনার পর থাকে না।
তাতে তো ভূস্বামি তুমি, ছেড় না উর্ব্বরা ভূমি,
রাজ আভরণ ভূমি হরণ, তাতে তো পাপ লেগে না।

সসৈন্য প্রজাবর্গের প্রবেশ।

প্রজাবর্গ। এইতো দেশাচার রাজার রাজভবন—অগ্রে এইস্থান আক্রমণ করাই কর্ত্তব্য।

প্রজাপক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষ জ্ঞানের প্রবেশ।

জ্ঞান। দেশাচার রাজার বহু সৈন্য শ্রুত ছিলাম তার তো কিছুই চিহ্ন দেখিতে পাই না। কেবল কতকগুলো ব্রাহ্মণ দলাদলির গোল আরম্ভ করিয়াছে। উহাদের সঙ্গে আর যুদ্ধ করিতে হইবে না। কতক সৈন্য চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া থাক। আর কতক সৈন্য রাজাকে আক্রমণার্থে পুর মধ্যে প্রবেশ কর।

সৈন্যগণ। (পুর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক) এই যে বিধবাগণের রোদন ধ্বনি শোনা যাইতেছে।

জ্ঞান। দ্বার ভঙ্গ করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ কর।

সৈন্যগণ। (গৃহ মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক)—এই যে দেশাচার রাজা।

জ্ঞান। বাঁধ বেটাকে।

সৈন্যগণ। রাজাকে বন্ধন করে।

রাজা। কোথায় গেলে হে মন্ত্রী। আমার সব সৈন্যগণ

অনাথার কষ্ট যত, সকলি হইল গত,
এখন তারা অবিরত সুখ সলিলে ভাসিল ॥
দেশাচার দুরাচারে, সতীর সতীত্ব হরে,
সবে মিলে নাশি তারে, বিধবা উদ্ধার করিল।।

[illegible]। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে চুপ কর! চুপ কর! দেশাচার রাজা বেঁচে আছেন টের পেলে খুন কর্‌বেন!

[illegible]কগণ। ওরে চুপ কর! চুপ কর! দেশাচার রাজা [illegible] আছেন টের পেলে খুন কর্‌বেন। (সকলের পলা-[illegible])

ইতি বিধবাবিলাস নাটকে প্রথমখণ্ডে সতী উদ্ধার
নামক ষষ্ঠাঙ্ক সমাপ্ত।

শ্রীযুক্ত দেশস্থ বিধবা বন্ধু মহোদয়গণ সমীপে
বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন এই যে

[illegible]বাবিলাস প্রস্তাব কোন নাটক নয়। কেবল নাটকছলে [illegible] দেশের প্রকৃত অবস্থা বর্ণন মাত্র। অর্থাৎ দেশাচা[র] রাজার অত্যাচার এবং প্রজাগণের বিদ্রোহ ঘটিত যুদ্ধ [স]মাচার পরিপূরিত অতি গোপনীয় পত্র মহাশয়দিগের নিকট প্রেরিত হইতেছে। অদ্য রাত্রি শেষ না হইতেং পা[ঠ] করিয়াই ছিড়িয়া ফেলিবেন কিম্বা অতি গোপনে রাখিবেন [কা]রণ রাজপক্ষ শত্রুগণ ইহা শ্রবণ করিলে আমার প্রা[ণ] [নাশ] করিবে। আমি এই নিমিত্তে এই পত্রে প্রথমে না[ম] [প্রকাশ] করিতে সাহসী হই নাই, কেবল ইংরাজ বাহাদু[র] [আশ্রয় ক]রিয়া আছেন এবং দেশাচার রাজা এখন নিদ্রি[ত] [তজ্জন্য সাহস] করিয়া লিখিয়া পাঠাইলাম। মহাশয়ের [নিকট নিবেদন] বিপক্ষ পক্ষকে ইহা কদাচ দেখাইবেন ন[া] [প]শ্চাৎ লিখিব নিবেদন মিতি ১ বৈশাখ

DESPATCHED AT
P. M. Very Urgent.